কন্ঠমালা

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৭

উপন্যাস।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৭

বিজ্ঞাপন।

ভ্রমরনামক মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। পরে সন ১২৮২ শালে ভ্রমর পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় গল্পটি শেষ হইতে পায় নাই, এক্ষণে শেষ করা গেল। পূর্ব্বে লিখিলে এই শেষভাগে যাহা লিখিত হইত এক্ষণে দুই বৎসর পরে লেখায় তাহাই যে ঠিক লিখিত হইয়াছে এমত কথা বলিতে পারি না।

গল্পটি কতকটা প্রকৃত ঘটনামূলক। কোন সবরেজিষ্টর আমার নিকট এইরূপ গল্প করেন যে, এক সময় তিনি কোন জেলখানায় এক খানি বিক্রয় কোবালা রেজিষ্টরি করিতে গিয়া দেখেন বিক্রেতা অল্পবয়স্কপুরুষ, শ্রীমান্ এবং শান্তপ্রকৃতি কিন্তু শীর্ণকায়, যেন কোন কঠিন পীড়াগ্রস্ত। এরূপ লোক কি অপরাধে কারাবদ্ধ হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কতকটা কৌতুহল জন্মে। কিন্তু তৎকালে কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি রেজিষ্টরি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে একজন মোক্তার বলিল, "বিক্রেতা অতি ভদ্রবংশজাত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। গৃহে একা ভার্য্যা থাকেন তাঁহার দিনপাত হয় না বলিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইতেছে।" পরে মোক্তার বিক্রেতাকে বলিল, যে এই কোবালার লিখিত টাকা লইবার জন্য আপনার পরিবার আসিয়াছেন, বাহিরে গাড়িতে আছেন, আপনি বলিলে তিনি আসিয়া হাকিমের সম্মুখে টাকা লয়েন।" কয়েদি মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিলে তাঁহার পরিবার টাকা লইতে আসিল। মোক্তার টাকা

[illegible] [illegible] [illegible] গুণ্ঠন [illegible]
জে[illegible] [illegible] সাহেবকে [illegible] খিতে লা[illegible]
কিন্তু [illegible] আপনার [illegible] [illegible] চাহিল না
এই [illegible] সবরেজিষ্ট্রার [illegible] [illegible] এবং বাহিরে
আসিয়া পূর্ব্বকথিত মোক্তারকে এই রাক্ষসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মোক্তার বলিল যে, "যুবতী অতি দুশ্চরিত্রা। এক সময় কয়েক খানা নোট চুরি করিয়া, আপনার বাক্সমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পুলিস খানাতল্লাসি করিয়া তাহা বাহির করে। দণ্ড হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ভাগ্য স্বামী চুরি স্বীকার করিয়া আপনি দণ্ড লইয়াছেন, আর তাঁহার স্ত্রী এই দেখুন পান খাইয়া, আঁচল দোলাইয়া, ডাইমণ্ড কাটা মল পরিয়া, সচ্ছন্দে বেড়াইতেছে।"

সবরেজিষ্টরের নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্তটি শুনিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ইহা সংক্ষেপে লিখিয়া উপন্যাসাকারে ভ্রমর পত্রিকায় প্রকাশ করিব। কেন না, যেমন সচ্চরিত্রের আখ্যান উপকারী তেমনি অসচ্চরিত্রের কথনেও উপকার আছে। যাহারা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপে হিংস্র জন্তু, তাহাদের পরিচয় জানাও আবশ্যক। সেই উদ্দেশেই গল্পটীর কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। পরে বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠলেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়িয়া অহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন যে, গল্পটির যদি শত দোষ ঘটে তথাপি এই এক পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জ্জনা হইবে। বলিতে কি, আমি সেই অবধি গল্পটি বাড়াইতে আরম্ভ করি কিন্তু পরে সে উৎসাহ থাকিল না।

কণ্ঠমালা শেষ করা বা তাহা মুদ্রাঙ্কন করা আমার নিজের বড় ইচ্ছা ছিল না। এই অনিচ্ছার নানা কারণ জন্মিয়াছিল: তন্মধ্যে প্রধান এই যে কণ্ঠমালার অধিকাংশ লিখিত

হইলে হঠাৎ এক দিন বুঝিলাম যে ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত চন্দ্রশেখরের [illegible] হইতেছে। উপন্যাস অংশে চন্দ্রশেখর আর কণ্ঠমালা [illegible] দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রশেখর [illegible]জ্জন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুশ্চরিত্রা স্ত্রী শৈবলিনী কুলত্যাগিনী হইয়াছিল। পরে ঘটনাক্রমে শৈবলিনীর চরিত্র সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। কণ্ঠমালায় অবিকল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। শৈবলিনীর স্থলে শৈল; চন্দ্রশেখরের স্থলে বিনোদ; প্রতাপরায়ের স্থলে বিলাস বাবু; রমানন্দ স্বামীর স্থলে রাজা মহেশচন্দ্র বর্ণিত হইয়াছে। কণ্ঠমালায় কিরূপে এইরূপ সাদৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারি না। বোধ হয় কণ্ঠমালা লিখিবার অল্পদিন পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়া থাকিব। যে গল্পটি অবলম্বন করিয়া কণ্ঠমালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু আমি নিজেই বুঝিয়াছিলাম যে, সে স্বতন্ত্রতা লোপ পাইতেছে, অতএব মনে করিয়াছিলাম যে চন্দ্রশেখরের পর আর কণ্ঠমালার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকের এতই অসদ্ভাব যে এই স্পষ্ট সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাঠকেরা আগ্রহাতিশয় প্রকাশপূর্ব্বক কণ্ঠমালার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছেন। তাঁহাদের অনুরোধে একান্ত বাধ্য হইয়া কণ্ঠমালা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে কণ্ঠমালার প্রয়োজন অপ্রয়োজন তাঁহারাই জানেন। ইতি।

কণ্ঠমালা।

—○0○—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া জনেক নাপিতানী একটি অল্পবয়স্কা গৌরাঙ্গীর পদে অলক্তক পরাইতেছিল। নাপিতানী চিত্রকরের ন্যায় অতি সাবধানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিল। যুবতী একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন; উভয়েই নিস্তব্ধ; অনেকক্ষণপরে নাপিতানী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হয়েছে।" সুন্দরী ইষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচ্লাম, আল্তা পরা এত দায়?" নাপিতানী উত্তর করিল, "কি করিব মা, কালো পা হলে শীঘ্র আল্তা পরা হইত, কিন্তু তোমার মত সুন্দর বর্ণ হলে আল্তার রেখা সাবধানে টানিতে হয়; একটু বাঁকা হলে লোকে বলিবে নাপিতানীর চক্ষু ছিল না।"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "আমার বর্ণ কি এত সুন্দর?"

নাপিতানী বলিল, "সে কথা তোমার নিকট আর কিবলিব, আমরা ঘরে বসে সর্ব্বদা বলাবলি করে থাকি। এমন সুন্দর বর্ণ কখন দেখি নাই; এমন সুন্দর গড়নও কখন দেখি নাই; পা দুখানি যেন নণীতে গড়া; চাঁপাফুলের বর্ণ, তাতে আল্তার সঙ্গে কত শোভা হয়। ইচ্ছা করে তুমি দুগাছা হীরা কাটা নূতন

মল পর; আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি। এই গড়ন, এই বর্ণ, তাতে যদি অলতার উপর মল ঝলমল করে তবে যে কত শোভা হয় তা আর কি বলিব।”

সুন্দরী অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন “তা আর এজন্মে হয়েছে, নিত্য যে অন্ন পাই এই যথেষ্ট। আবার হীরাকাটা মল কোথা পাব।”

নাপিতানী বলিল “তা হবে না মা। হীরাকাটা মল তোমাকে পরিতেই হবে; তুমি একবার বাবুকে বলিও।” এই বলিয়া নাপিতানী বিদায় হইল। নিকটে একখানি পুরাতন দর্পণ ছিল। যুবতী কি ভাবিতে ভাবিতে দর্পণখানি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, পরে গাত্র মার্জ্জনী লইয়া ওষ্ঠাধর আর একবার মার্জ্জন করিলেন; অল্প পূর্ব্বে কেশ বিন্যাস করিয়াছিলেন কেশ পূর্ব্বমতই বিন্যস্ত আছে তথাপি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর একবার দুই এক গাছি কেশ উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহা সমাধা হইলে দর্পণ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন; দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া স্কন্ধোপরি দিয়া গুল্‌ফ রঞ্জিত অলক্তক রাগ দেখিতে লাগিলেন; দেখিবার নিমিত্ত বাম গুল্‌ফ ঈষৎ তুলিতে হইল, শরীর অল্প বাঁকাইতে হইল, বক্ষ ঈষৎ উন্নত হইল, ওষ্ঠাধরে অল্প হাসির রেখা খেলিতে লাগিল।

এই ভঙ্গীতে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহা সুন্দর; এই ভঙ্গীতে তাঁহাকে যে দেখিল সেও ভাবিল সুন্দর। নিকটস্থ অন্য একটি ছাদে বিলাস বাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারেন নাই। অলক্তক রাগ তাঁহার দেখা হইলে তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। পাছে অলক্তক রাগ মুছিয়া যায় এই জন্য পদপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি

চলিয়া গেলে বিলাস বাবুর মনে হইল যেন বিদ্যুৎ খেলাইতে খেলাইতে এক খানি গম্ভীর মেঘ চলিয়া গেল।

সুন্দরীর নাম শৈল। বয়স ঊনবিংশতি বৎসর। তিনি আপনার গৃহে একা ফুটিয়া থাকিতেন, স্বামী ভিন্ন আর কেহই গৃহে ছিল না; স্বামীর নাম বিনোদ; বয়স বত্রিশ বৎসর, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বলিষ্ঠ, আমোদ প্রিয়। কোন কারণ প্রযুক্ত পিতৃত্যক্ত অর্থ অনেক দিন হইল নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে সামান্য আয় ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। কষ্ট তিনি সবিশেষ জানিতে পারিতেন না। সাংসারিক অপ্রতুলতা জনিত যত যন্ত্রণা, তাহা প্রায় শৈল একা ভোগ করিত, বিনোদ কেবল আহারের সময় আসিয়া আহার করিতেন কোন বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন না।

শৈল অলক্তক পরিয়া ছাদ হইতে নামিলেন। শয়ন গৃহে স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, " বেলা যে শেষ হইল এখনও স্নান করিতে গেলেনা ?" বিনোদ প্রত্যহ অপরাহ্ণে স্নান করিতেন; অপরাহ্ণ হইয়াছে শুনিয়া গ্রন্থ রাখিয়া উঠিলেন, উঠিলে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল; বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রক্ত মাড়াইলে ?" শৈল বলিলেন, আল্‌তা পরিয়াছি বলে উপহাস করিতেছ, তবে আমি ধুয়ে ফেলি।"

বিনোদ বলিলেন, "ধুতে হবে না, বড় সুন্দর দেখাইতেছে; তোমায় কিসে না সুন্দর দেখায়! সে দিন দৈতোর'মার উপর রাগ করিয়া যখন তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলে তখন তোমাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সিংহীর ন্যায় কেশ রাশি ফুলাইয়া ঈষৎ বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়াছিলে আমি কত সুন্দর দেখিলাম। আর এক দিন একখানি পাঁচি ধুতি পরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে সেই কাপড় টানিতেছিলে, শরীর

ঢাকা পড়ে কিন্তু ঢাকা থাকে না; তুমি লজ্জা পাইতেছিলে, লজ্জার হাসি অধর পার্শ্বে টিপিতেছিলে, এক একবার আমার দিকে চুপি চুপি চাহিতেছিলে; আমি তোমার সেই মূর্ত্তি কত সুন্দর দেখিয়াছিলাম।"

শৈল বলিল "আর এক দিন আর এক মূর্ত্তি দেখ; পাঁচিধুতিতে সুন্দর দেখিয়াছিলে, আর একদিন বানারশি শাড়ী আর তাহার উপযুক্ত গহনা পরাইয়া দেখ কেমন দেখায়।"

বিনো। কোথায় পাব?

শৈ। তুমি কোথায় পাবে তা আমি কি জানি? বানারশি শাড়ি না পার দুগাছা ডাইমন কাটা মল দেও, আমার মল পরিতে বড় সাধ হয়েছে।

বিনো। এসাধ নিতান্ত অসঙ্গত নহে, এসাধ পূরাইতে অধিক ব্যয়েরও আবশ্যক নাই কিন্তু—এই কথা বলিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন।

শৈল। কিন্তু কি? তুমি যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা বুঝিয়াছি। তোমার আর ভাবিতে হবে না, আমি মল সত্য সত্য চাই না; মল পরিয়া আমার কি সুখ বাড়িবে? লোকে বলিবে বেশ সুন্দর দেখাতেছে, তাহাতে আমার কি লাভ? মল না পরিলেও ত তুমি আমায় সুন্দর দেখ, সেই আমার স্বর্গ। মলের কথা লইয়া আমি উপহাস করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম দেখি তুমি কি বল।

বিনো। মল তুমি পরিতে সাধ না কর কিন্তু আমার পরাতে সাধ হয়েছে। আমায় কিছু কালের নিমিত্ত ছুটি দেও, আমি এক বার বিদেশে যাই।

শৈল। সেকি! এমন কথা মুখে এনমা; আমায় কার কাছে রেখে যাবে, আমার কে আছে? আমি কবে একা থাকিয়াছি?

তুমি এই গ্রামে বেড়াইতে যাও একদণ্ড আসিতে বিলম্ব হইলে আমি কাঁদি; তুমি বিদেশে যাবে আর আমি ঘরে নিশ্চিন্ত থাকিব? তোমার মত নিষ্ঠুর পুরুষ আর ভারতে নাই; তুমি অনায়াসে স্ত্রীহত্যা করিতে পার; তুমি একথা কিরূপে মুখে আনিলে? আমার টাকায় কাজ নাই, আমার গহনায় কাজ নাই; তুমি আমার টাকা, তুমি আমার গহনা; তুমি ঘরে থাক আমি দিবা-রাত্র দেখি।

বিনো। লোকে কি স্ত্রী ফেলে বিদেশে যায় না?

শৈ। যায় সত্য, কিন্তু সে সকল স্ত্রী ফেলে যাবার উপযুক্ত। আমাকে যদি সেই রূপ ভাব, তবে আমার মরণ ভাল: আমায় অগ্রে মেরে তাহার পর বিদেশে যেও; তোমার পায়ে পড়ি তুমি বিদেশে যেও না; বিদেশ ভাবিতে গেলে আমার বুকের ভিতর কেমন করে।

স্ত্রীর কাতরতা দেখিয়া বিনোদ বড় ব্যস্ত হইলেন; পুনঃপুনঃ স্বীকার করিলেন যে আর কখন বিদেশে যাইবার কথা মুখে আনিবেন না। তাহার পর একখানি গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া শৈলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শৈল তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "কোথায় যাইতেছিলে যাও, বড় বিলম্ব করিওনা।" বিনোদ ধীরে ধীরে শৈলের একটি হাত আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। শৈলের মুখপ্রতি চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি আদরে টিপিলেন। আবার হাতখানি যেখানে ছিল সেইখানে যত্নে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে প্রাঙ্গণ হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন। শৈল তখনও বিমর্ষ ভাবে দ্বারে মাথা হেলাইয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া আছে। বিনোদের চক্ষে জল আসিল, বিনোদ চলিয়া গেলেন। তিনি দৃষ্টির

বাহির হইলে শৈল হাসিয়া উঠিলেন; দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেঁতোর মা, সকল পুরুষ কি এইরূপ নির্ব্বোধ?"

দেঁতোর মা উত্তর করিল, "এখন সে কথা যাক, বাবু বিদেশে যেতে চাহিতেছিলেন, তুমি আবার বারণ করিলে কেন?"

শৈল অন্যমনস্কে উত্তর করিলেন "আমার ইচ্ছা।" এই বলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গেলেন, পালঙ্কে শয়ন করিলেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃৎপুত্তলিকার ন্যায় পড়িয়া রহিলেন; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেঁতোর মাকে চুপি চুপি কি বলিলেন। দেঁতোর মা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে বলিব?" শৈল বলিলেন, "এখনই।"

দেঁতোর মা ঝাঁটা ফেলিয়া চলিয়া গেল। শৈল কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন, দুই একবার ছাদে উঠিলেন, প্রাঙ্গণে নামিলেন; অকারণে সিন্ধুক খুলিলেন। শেষ রেবতী ঠাকুর্ঝি আসিলে, পাড়ার নানা কথা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া বিনোদ বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, "শৈলের স্নেহ কি অসীম। আমি তাহার স্নেহের প্রতিশোধ করিবার কোন চেষ্টা করি না অথচ এই ভালবাসা। শৈল কেন এত আমায় ভালবাসে? আমার ন্যায় অর্থহীন ব্যক্তিকে যে ভালবাসে সে স্বার্থহীন। তাহার ভালবাসা অকৃত্রিম। স্ত্রী মাত্রেই স্বামীকে ভালবাসে, কিন্তু শৈলের ভালবাসা সচরাচর স্ত্রীর মত নহে। ইহার কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; এ ভালবাসা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না—আমি

ভাগ্যবান্। যাহার স্ত্রী এরূপ সুশীলা, পতিপরায়ণা, সে অবশ্য সুখী।”

বিনোদ এইরূপে সুখানুভব করিতে করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় বিলাস বাবু ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে বিলম্ব কর না, সন্ধ্যার পরই তাস আরম্ভ করিতে হইবে।” বিনোদ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আচ্ছা।” আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর একজন সমবয়স্ক ডাকিয়া বলিল, “দেখ হে শীঘ্র এসো, অদ্য সন্ধ্যা হইতে কেবল টপ্পা গাইতে হইবে।” বিনোদ হাসিয়া উত্তর দিলেন “আচ্ছা।” আবার কতক দূর গেলে গোপাল বাবু বৈঠকখানা হইতে বলিলেন, “শীঘ্র শীঘ্র গা ধুইয়া আইস, এইখানে কাপড় ছাড়িতে হইবে।” বিনোদ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে কি আহারের দৌরাত্ম্য আছে?” গোপাল বাবু বলিলেন, “আছে; গুটিকতক খইচুর পাইয়াছি ,ভাবিয়াছি যে অপাত্রে ফেলিব।” বিনোদ বলিলেন, “উত্তম ভাবিয়াছ, এখন দুই একটা নমুনা পাইতে পারি?” এই সময় কতকগুলি শিশুর কোলাহল শব্দ গোপাল বাবু শুনিয়া বলিলেন, “বুঝেছি, ছেলেদের জন্য নমুনা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা উহাদের দেওয়া বৃথা। ছেলেরা এসব জিনিষের আস্বাদন বুঝিতে পারে না।” বিনোদ ভাবিলেন “আমিই কোন পারি।” এই সময়ে শিশুরা আসিয়া বিনোদকে ঘেরিল; কেহ পৃষ্ঠের উপর উঠিল, কেহ গলা ধরিল, কেহ কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। তিনি একে একে সকলকে বুকে তুলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। “আমি আগে, আমি আগে,” বলিয়া অনেক ছেলে হাত তুলিতে লাগিল। গোপাল বাবুর দেড় বৎসরের একটি পুত্র তাহার অষ্টম বর্ষীয়া ভগিনীর ক্রোড়ে আসিয়া বিনোদ বাবুর সম্মুখে হেলিয়া পড়িল। বিনোদ তাহাকে ক্রোড়ে

করিয়া মুখচুম্বন করিলেন; শিশু ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিতে লাগিল, যেন ভগিনীকে বলিতে লাগিল "দেখিলি? আমি কোলে উঠেছি।" আবার বিনোদ বাবুর দিকে ফিরিয়া সহাস্য বদনে চাহিতে লাগিল; তাঁহার ওষ্ঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল "এই কাকা।"

সে স্থান হইতে বিনোদ চলিলেন। শিশুরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে এই শিশুর পল্টন দেখিয়া ছাগীরা স্তুক্ষস্থলী দোলাইতে দোলাইতে, পলাইতে লাগিল। তাহাদের একটি বৎস ধরা পড়িল। একটি উলঙ্গ ছেলে বৎসটিকে পেটের উপর তুলিল; আর একজন কোলে লইতে পারিল না বলিয়া পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোপাল বাবুর সন্তানটি ভগিনীর ক্রোড় হইতে হেলিয়া পড়িয়া ছাগশিশুর মুখে অঙ্গুলি দিয়া ভগিনীকে দেখাইতে লাগিল "এই ব্যা।" বিনোদ বহুযত্নে ছাগশিশুকে অব্যাহতি দিয়া পদ্ম পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া কে কোন্ পদ্মটি লইবে তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিনোদ বাবু জলে নামিলেন। জলের পক্ষীরা চারিদিক্ হইতে কোলাহল করিয়া এক স্থান হইতে উড়িয়া আর এক স্থানে পড়িতে লাগিল, পাপড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল, পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। বিনোদ তাহাদের গালি দিতে লাগিলেন; ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গালি দিতে লাগিল। জলে চলিতে চলিতে বিনোদ বাবু জল দোলাইতে লাগিলেন। জলের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মেরা দুলিয়া উঠিল। ভ্রমরগণ পদ্ম ছাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া পদ্ম বেড়িয়া উড়িতে লাগিল। পদ্ম অস্থির দেখিয়া শেষ তাহারা অন্যদিকে বেগে উড়িয়া গেল। বিনোদ হাসিয়া গাইতে লাগিলেন।

"ও বঁধু যেও না হে যেও না,
রাগ করে যেও না।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও গাইয়া উঠিল—

"দেও না দেও না আগ কলে দেও না।"

বিনোদ বাবুর সকল গীত, সকল শ্লোক ছেলেরা জানিত; বিনোদ গাইলে তাহারাও গাইত। বিনোদ পদ্ম তুলিয়া এক একটি সকলের হাতে দিলেন, আনন্দে ছেলেরা নাচিতে লাগিল; একজন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "আমার পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেও।" পদ্মকলি জলে মাথা তুলিয়াছিল; শিশুর হাতে আসিয়া তাহার মাথা হেলিয়া পড়িল। ক্রোড়স্থ শিশুর নিদ্রা আসিলে যেরূপ মার স্কন্ধে মাথা হেলিয়া পড়ে, পদ্মকলিব মাথা সেইরূপ হেলিয়া পড়িয়াছিল। বালক কাজেই মনে করিল আমার পদ্ম ঘুমাইয়াছে। বিনোদ সেই ঘুম ভাঙ্গাইতে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন।

এদিকে রেবতী ঠাকুর্ঝি, শৈলের সঙ্গে বিনোদ সম্বন্ধে বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেবতী বলিতেছিলেন "বিনোদ যথার্থ সুখী।" শৈল উত্তর করিলেন "তাঁহার সুখের কথা ছেড়ে দেও, তিনি যে কিসে সুখী না হন তাহা বলিতে পারি না; পূর্ণিমায় বলেন 'দেখ, দেখ, কেমন পৃথিবী হাসিতেছে, এ পৃথিবীতে লোকে আবার কেমন করে অসুখী হয়, জ্যোৎস্না সুন্দর, শাদা ফুলগুলি সুন্দর, তুমিও সুন্দর আমি কেন সুখী না হইব।' আবার অমাবস্যার রাত্রে বলেন, 'দেখ, দেখ, রাত্রি কেমন অন্ধকার; মরি, মরি, এ অন্ধকার যে না দেখিল সে এ পৃথিবীর কিছুই দেখিল না।'"

এইরূপ কথা হইতেছে এমত সময় বিনোদ বাবু গোপালের

শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পুরবি আলাপচারি করিতে করিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। রেবতী উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস অপরাহ্নে শয়নকক্ষে বসিয়া শৈল সুন্দরী কেশ বিন্যাস করিতেছেন, নিকটে দৈঁত্যের মা বসিয়া আছে। কেশ বিন্যাস করিতে করিতে শৈল অন্যমনস্ক হইলেন, দক্ষিণ হস্তে কেশগুচ্ছ ধরিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ পরে দৈঁত্যের মার প্রতি অতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে আমায় যে কথা বলিতেছিলি তা কি সত্য?" দৈঁত্যের মা সভয়ে উত্তর করিল "মিথ্যা বলে আমার কি ফল; আমি কবে তোমার নিকট মিথ্যা বলেছি? আমি তোমার খাই, তুমি যা বল তাই করি, তোমায় যে যা বলিতে বলে আমি তখনই আসিয়া তাই বলি।"

শৈ। সে কেমন পুরুষ? ছেলের গলা হতে একখানা গহনা খুলে নিতে পারিলে না; ছি, ছি, সে আবার পুরুষ?

দৈঁ। তিনি বলেন যে আমার ভয় করে।

শৈ। ভয় করে? তার মুণ্ডু করে! সকল পুরুষই কি জন্তু? এমন আকার, এমন শরীর, পোড়া! তার ভিতরেও কি ভয়? বুঝিলাম পুরুষমাত্রেই ভীত—আজন্মভীত। তাহারা ছেলেবেলা মার আঁচল ধরে বেড়ায়; যৌবনে স্ত্রীর আঁচল ধরে; বুড়া হলে মেয়ের আঁচলে ধরে। বোকার জাত! দেবতার পুরুষেরাও নাকি এইরূপ জন্তু ছিল। তাহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না; মহিষাসুর দেখিলেন অমনি পালিয়ে স্ত্রীর আঁচল ধরিলেন; শুম্ভ নিশুম্ভ এলো অমনি দৌড়। শেষ

তাহাদের স্ত্রী আসিয়া অসুর দমন করিয়া দিত, তখন দাঁত বার করে স্তব করিতেন, "আপনি সাক্ষাৎ শক্তি, আদ্যাশক্তি, রক্তারক্তি।" মরণ আর কি! এই সকল দেখে শুনে কালী আর থাকিতে না পেরে শেষ শিবের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; খুব করেছিলেন।

দেঁ। আমরা ছোট লোকের মেয়ে—এ সকল কি জানি মা; তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ে পাঁচটা শাস্ত্র জান। আমি কেবল এই বুঝি যে, দেঁত্তোর বাপ বেঁচে থাকিলে আমি আজ দাসী হতেম না।

শৈ: সে কথা সত্য; আমাদের সেবা করিবার জন্য একটা আধটা পুরুষ চাই; সংসার করিতে যেমন গোরু পুষিতে হয়, তেমনি আবার পুরুষ পুষিতে হয়; আমাদের যখন যা চাই তখনই তা আনিয়া দিবার জন্য পুরুষগুলার আবশ্যক। যে অকর্ম্মা, সে সকল আনিয়া দিতে পারে না—তারে আমাদের কাজ কি?

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমত সময় বিনোদ বাবু গৃহে আসিলেন; শৈলকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। শৈলের ভয় হইল, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হাসিলে?" বিনোদ কোন উত্তর না করিয়া হাসিয়া বলিলেন "আমার পাশে বসে তোমার ঐ সুন্দর অঙ্গুলিগুলি আমার মাথায় দেও —আমি শয়ন করে তোমার দেখি।

শৈ। এ আবার কি?

বি। কে জানে কেন আমার এ সাধ হইয়াছে। এই সাধ হল বলে তাস খেলিতে খেলিতে উঠে এলেম।

এই কথা শুনিয়া শৈলের ভাবনা গেল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার কত ভাগ্য যে তোমার এ সাধ

হয়েছে। তোমার পায়ে পায়ে হাত বুলাইব এই আমার চির-সাধ; কিন্তু তোমার দেখা আমি কোথা পাইব? তুমি সর্ব্বদা অস্থির; কেবল পাড়ায়২ তাস খেলে গান বাজনা করে বেড়াও; যদি ঘরে এস এমনি সময় বুঝে এস যে আমি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকি, তোমার পদসেবা করিতে পারি না। আমার অদৃষ্টে থাকিলে ত আমি পতির পদসেবা করিতে পাব।”

বি। তুমি ইচ্ছা করিলেই আমি কোন্ তোমায় পদ সেবার যন্ত্রণা দিই, আমি ত সত্য সত্য দেবতা নই যে সিংহাসনে বসে তোমার সেবা খাব, আর তুমি এই আমার বাঁকা পা পূজে পুণ্য জমাবে।

এই সময় গোপাল বাবুর কন্যা আপনার সহোদরকে ক্রোড়ে করিয়া বিনোদ বাবুকে ডাকিতে আসিল। বিনোদ বাবু অনিচ্ছায় উঠিয়া গেলে শৈল শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

প্রহরেক রাত্র অতীত হইলে পব দেঁতোর মাকে ডাকিয়া শৈল বলিলেন, “সেই কা পুরুষকে তুই বলে আয় যে সে যাতে ভয় পাইয়াছিল আমি তাহাতে ভয় পাই নাই। আমি গহনা সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে আর যা করিতে হয় সে তা করে।”

দেঁ। সে কি! গৃহস্থের বউ হয়ে এমন কর্ম্ম? বিনোদ বাবুর পরিবার হয়ে এ দিগে তোমার মন কেমন গেল? গহনা নাই বা পরিলে? এত লোকের গহনা নাই তাদের কি দিন যায় না?

শৈ। মর্ নেকি! তোর আবার ভয় হলো, কিসের ভয় লা? আমি কণ্ঠমালা লইয়াছি তা কে দেখেছে যে তোর ভয় হলো? বিপদ পড়ে, জানিস্ নে যে, ঘরে একটা পুরুষ বাঁধা আছে; সকল বালাই তার ঘাড়ে যাবে।

দৈ। এসকল পাপ কর্ম্ম। একবার পরকালের দিকে চাহিতে হয়।

শৈ। মর মাগি! আমার আবার পরকাল দেখাতে এলো; আমার খাবি, আবার আমায় গালি দিবি; জানিস্ না যে ঝাঁটা পেটা করিব! পাপ হয় আমার হবে, না হয় একদিন গঙ্গাস্নান ক'রে আসিব, কি জগন্নাথ দেখে আসিব, তা হলেই ত তোদের কাছে ধার্ম্মিক হব। এখন যা আমি যাহা বলিতে বলিলাম তাহা বলিয়া আয়।

দৈত্যের মা অগত্যা ধীরে ধীরে বিলাস বাবুর বাটীতে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে প্রাঙ্গণপার্শ্বে বসিয়া বিনোদ বাবু মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন এমত সময় দুই জন কনেষ্টবল আসিয়া খিড়্‌কি দ্বারে দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া আর কতকগুলিন কনেষ্টবল ও পুলিষ দারোগা, গোপাল বাবু বিলাস বাবু প্রভৃতি আসিলেন। বিনোদ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। শেষ তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে ধীরে ধীরে জীজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "স্বপ্ন নহে, যাহা দেখিতেছেন তাহা প্রকৃত বটে; পাড়ায় একটা চুরি হইয়াছে, সেই চুরির দ্রব্য অনুসন্ধান করিতে আমি আপনার বড়ী আসিয়াছি। গোপাল বাবুর বালিকা কন্যা বৈকালে তাহার ছোট ভাইকে কোলে লইয়া আপনার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। রাত্রে ঘরে গেলে গোপাল বাবুর পরিবার দেখিলেন শিশুর গলায় কণ্ঠমালা নাই।

প্রাতে গোপাল বাবুর স্ত্রী বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন কণ্ঠমালা পান নাই। মহাশয়ের বাটীতে সম্বাদ পাঠাইয়াছিলেন; আপনার স্ত্রী তাহাতে রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দুই একটি গালিও দিয়াছেন। অগত্যা আমি তদন্ত করিতে আসিয়াছি, অতএব বিলম্ব করিবেন না; আপনার পরিবার ও দাসীকে এই পাকশালায় শীঘ্র আসিতে বলুন, আমি একবার ঐ ঘর অনুসন্ধান করিব।" বিনোদ বাবু উঠিলেন, একবার গোপালবাবুর দিকে গোপনে চাহিলেন। গোপাল বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিব ভাই, চুরি গিয়াছে, পুলিষে জানাইতে হয়, আমি জানাইয়াছি। এতদূর হইবে অনুভব করিতে পারি নাই। আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কিন্তু বিলাস বাবু জেদ করিলেন, বলিলেন ফৌজদারি আইন শক্ত, পুলিষে সম্বাদ না দিলে, আবার হয় ত কি ঘটিবে। অতঃপর এই হইল যে, কেহ কাহারও সন্তানকে আদর করিবে না, ঘরেও আসিতে দিবে না।"

বিনোদের পরিবার পাকশালায় আসিল। দারোগা প্রথমে ভস্মস্তূপ, নাউমাচার তলা, এদিক্ সেদিক্ সকল সন্ধান করিলেন। শেষ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিলাস বাবু এই সময় একটু হাসি, ওষ্ঠপ্রান্তে দমন করিতেছিলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

দারোগা প্রথমে দুই একটি সিন্দুক পেটারা সন্ধান করিলেন; তাহার পর একটি ক্ষুদ্র বাক্স বিনোদকে খুলিতে বলিলেন। বাক্সটি শৈলের; বিনোদ তাহার নিকট হইতে চাবি চাহিয়া আনিয়াছিলেন; সেই চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া দিলেন। দারোগা দুই একটি জিনিষ তুলিবামাত্রেই চোরা কণ্ঠমালা বাহির হইল। তাহা দেখিবা মাত্র বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; একদৃষ্টে কণ্ঠ-

মালার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে দুই একটি পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মরণ হইল; অলঙ্কারের নিমিত্ত শৈলের পূর্ব্ব উত্তেজনা মনে পড়িল। আবার এখনই যে শৈলকে কনেষ্টবলেরা লইয়া যাইবে, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পথে কত রসিকতা করিবে, হয়ত ধাক্কা মারিবে, এই সকল আশঙ্কা শেলবৎ বিনোদের হৃদয়ে আসিল। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাক্স কাহার?" বিনোদ পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, "বাক্স আমার।" দারোগা কহিলেন, "কিরূপে কণ্ঠমালা এ বাক্সে আসিল?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "আমি রাখিয়াছিলাম।"

দা। আপনি তবে চুরি একরার করিতেছেন?

বি। একরার করিতেছি।

তাহার পর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না, সকলে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা তোমার হাতকড়ি কই?"

দারোগা বলিলেন, "হাতকড়ি ইতর লোকের নিমিত্ত।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি অতি ইতর লোক, আমায় শীঘ্র হাতকড়ি দেও, আমার অসহ্য হইয়াছে।"

জমাদার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া হাতকড়ি পরাইতে লাগিলেন।

বিনোদ বলিলেন, "জোরে পরাও, আরও উপরে, আরও উপরে

বিনোদ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে তাঁহার আদরের স্ত্রী পাকশালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। সকলে গিয়াছে দেখিয়া দৈত্যের মাকে বলিলেন, "ওলো শীঘ্র আয়; এই বেলা আমরা কাঁদিতে বসি; নইলে পাড়ার পোড়া লোকেরা কি মনে করিবে।" এই বলিয়া উঠানের মধ্যস্থানে সাবধানে বসিলেন। পাছে বস্ত্রে ধূলা লাগে, এই জন্য সাবধানে বসিলেন।

বসিয়া রীতিমত সুর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"ওগো আমার কি হলো গো।"

দেঁ। কি হলো গো।

শৈ। অকস্মাৎ এ বজ্রাঘাত কেন হলো গো। কে এমন করিলে গো।

দেঁ। সোণার চাঁদ বাবুর দশা কি হলো গো।

শৈ। আমর মাগি, সত্য সত্যই যে কাঁদ্‌লি।

দেঁ। কে জানেমা, আমার প্রাণের ভিতর কেঁদে উঠিতেছে। বাবু শাদা শিদে। এসব কিছুই জানেন না। তিনি যে তোমায় বড় ভালবাসিতেন; তুমিই তাঁর এই দশা করিলে। তাঁর প্রাণের ভিতর কি হতেছে ভাব দেখি।

শৈলের চক্ষে সত্য সত্যই একটু জল আসিল। এই সময় প্রতিবাসীরা আসিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। সকলেই অমঙ্গলসূচক কান্না নিষেধ করিল। শৈল আর চক্ষের জল ফেলিলেন না।

যে গ্রামে বিনোদের বাস, তথা হইতে মেজেষ্টরি কাছারি প্রায় তিন ক্রোশ পথ। মধ্যাহ্নকালে মেজেষ্টর বসিয়া কাছারি করিতেছেন এমত সময় দারোগা বামাল সমেত আসামীকে হাজির করিলেন। গোপাল বাবু চুরির এজাহার দিলেন। বিনোদের বাক্স হইতে চুরির দ্রব্য কে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বিলাস বাবু ও আর একটি ভদ্রলোক সাক্ষ দিলেন। শেষ বিনোদ স্বয়ং চুরি স্বীকার করিলেন। বিনোদের প্রতি এক বৎসর সশ্রমে কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু হুকুম দিবার সময় মেজেষ্টর বলিলেন, যে "এই আসামীর কোন পরিচয় আমি জানি না; ইহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই।

কিন্তু দেখিবা মাত্র, ইহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহার মুখের প্রতিঅঙ্কে নির্ম্মলতা, সরলতা অঙ্কিত রহিয়াছে। যে মেজেষ্টরেরা মুখ দেখে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের যে কত ভুল হয়, তাহা এই মুখ দেখে বুঝিতে পারিলাম।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আসামীর প্রতি চাহিল। বিনোদ তখন অধোমুখে কি ভাবিতেছিলেন; মেজেষ্টরের কথা শুনেন নাই। তাঁহার মুখে অভিমান দৃষ্ট হইল। এই অভিমান শৈলের প্রতি হইয়াছিল।

মোকদ্দামা শেষ হইয়া গেলে একজন কনেষ্টবল তাঁহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল, "চল।" বিনোদ অন্যমনস্কে চলিলেন। পরে জেলখানার দ্বারে আসিয়া কনেষ্টবলগণ দাঁড়াইল। জেলের লৌহনির্ম্মিত ভীম কবাটের ভীষণ ঘর্ষণ শব্দ হইল; বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন, জেলখানা। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কত দিনের মেয়াদ হইয়াছে?" এক জন কনেষ্টবল বলিল "এক বৎসরের।" বিনোদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন গোপাল বাবু অতি বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারে কোন কথা বলিলেন না, পরস্পরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ গোপাল বাবুর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া বিনোদ বলিলেন, "আমি চলিলাম! আপনি ঘরে যান, তথায় সকলে আপনার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমার বাড়ীতে বলিবেন, যে—" আর বলিতে পারিলেন না, বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন; শেষ কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলিলেন "দাদা, আমার শৈলকে দেখ,—অল্প বয়স, এতটা বুঝিতে পারে নাই—এতক্ষণ বুঝিয়াছে—তার আর কেহ রহিল না।" শেষ কথা গুলিন অতি ধীরে ধীরে অন্যমনে বলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস অতীত হইল। বিনোদ বাবু জেলখানায় আছেন; উৎকট পরিশ্রমে উৎকট পীড়া জন্মিয়াছে। আর সে গৌর কান্তি নাই, আকার আর সরল নাই—ঈষৎ নত হইয়াছে। স্কন্ধাগ্র উচ্চ হইয়াছে, গলদেশ যেন দেহ মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি বিকট হইয়াছে, কপোলে রেখা পড়িয়াছে, চক্ষুপার্শ্বে শিরা উঠিয়াছে, মুখ কেবল অস্থিময় হইয়াছে।

বিনোদ বাবু এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নে একটি স্তম্ভে মাথা ঠেশদিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন; পার্শ্বদ্বয় উঠিতেছে পড়িতেছে। নিকটে একটি ঘানি, ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, তিন চারিজন কয়েদী তাহা বহু পরিশ্রমে ঘুরাইতেছে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে শম্ভুনামে একজন নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, কষ্ট কমিয়াছে?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "অনেক।" কয়েদী প্রসন্ন বদনে ফিরিয়া ঘানিতে বুক দিল। ঘানি এবার অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চলিতে লাগিল।

ক্ষণেক বিলম্বে বিনোদ বাবু সুস্থ হইয়া ঘানি ফিরাইতে গেলেন। সঙ্গীরা ঘানি স্পর্শ করিতে দিল না, বলিল "আবার পরিশ্রম করিলে আর বাঁচবে না।" বিনোদ বলিলেন, "আমায় দাড়াইয়া থাকিতে দেখিলে ওবারসিয়ার বাঁচাবেনা।" শম্ভু বলিল "তার সঙ্গে আমি বুঝিব।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ওবারসিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ বাবুর প্রতি অতি তীব্র দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কৃষ্ণঠাকুরের মত দাঁড়াইয়া আছ?" বিনোদ বলিলেন, "বড় পীড়া বোধ হইয়াছে তাই একটু দাঁড়াইয়াছি।"

ওবা। পীড়া হইয়া থাকে ডাক্তারকে বলিও, আমার

কাছে সে কথা খাটিবে না। কেন? ডাক্তার যে বড় মোটা দরমাহা খায়, পীড়া ভাল করিতে পারে না? আজ তোমায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত ঘানি চালাইতে হইবে, একা চালাইতে হইবে, না পার পিঠের ছাল যাবে।

শম্ভুকয়েদী এতক্ষণ কিছু বলে নাই; শেষ এই কথা শুনিয়া ওবারসিয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর ভাবে বলিল "বিনোদ বাবুকে আমি কাজ করিতে দিই নাই, আর তুমি যদি মনুষ্যের জাত হতে, তুমিও কাজ করিতে দিতে না। বি-নোদ বাবুর আকার দেখ, তাহার পর হুকুম জারি করিও।"

ওবা। চোর আবার বাবু হলো কবে?

শম্ভু। সাবধানে কথা কও, বিনোদ বাবুকে যদি অমান্য কর, তবে নিশ্চয় তোমার মরণ; আর সকল কয়েদিরা সাহস পাইয়া ওবারসিয়রকে কটূক্তি করিল।

ওবারশিয়ার তৎক্ষণাৎ রাগভরে চলিয়া গেল। বিনোদ ধীরে ধীরে বলিলেন, "কর্ম্ম ভাল হইল না।

কর্ম্ম যে ভাল হয় নাই তাহা এক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রহরী আসিয়া বিনোদকে জেল দারো-গার নিকট লইয়া গেল। জেল দারোগা একজন সাহেব; তিনি কতক হিন্দি কতক ইংরাজিতে বলিলেন, "তুমি অদ্য কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তোমার নামে রিপোর্ট হইয়াছিল, তোমার প্রতি চারি বেতের হুকুম আসিয়াছে, অতএব প্রস্তুত হও।" বিনোদ বাবু অধোবদনে রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না; হুকুম তামিল হইল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়, বিনোদের চেতন হইল; দেখিলেন কে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। ভাবিলেন, "এ

শৈল !” অতএব মৃদুস্বরে বলিলেন, “শৈল, তোমার হাতে ব্যথা হবে; শৈল, রাত্রি অনেক হয়েছে।” পার্শ্বে যে বসিয়াছিল সে ব্যক্তি বলিল,“ আমি শৈল নই, শৈল তোমার কে ?” বিনোদ উত্তর করিলেন, “শৈল আমার সর্ব্বস্ব! তুমি কে?” পার্শ্ব বর্ত্তী বলিল “ আমি শম্ভু।”

বিনোদ দুই একবার মুখে বলিলেন, “শম্ভু ! শম্ভু ! শম্ভু কে ? আমি তবে কোথায় ?” শম্ভু উত্তর করিল, “ তুমি জেলখানায় শুয়ে আছ।”

বিনোদের সকল মনে পড়িল, মর্ম্ম-পীড়ায় একটি অস্ফুট শব্দ কবিয়া চুপ করিলেন। অনেক ক্ষণ আর কোন কথা কহিলেন না। ক্রমে নিদ্রা আসিল, কিন্তু নিদ্রা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বেত্রাঘাতে অঙ্গে বেদনা হইয়াছে শয়ন অসাধ্য হইল; ধীরে ধীরে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, “শম্ভুখুড়া, আমায় তোল; আমি আর পারি না।” শম্ভু বিনোদকে তুলিল, কিন্তু বিনোদ বসিতে পারিলেন না, পশ্চাদ্ভাগে বড় বেদনা। বলিলেন, “আমায় দাঁড় করাও।” কিন্তু কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইতেও পারিলেন না, শরীর কাঁপিতে লাগিল, বসিতেও ভয় হইল, শয়নের ত কথা নাই, অবস্থা বিষম হইয়া পড়িল। তখন শম্ভুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বিনোদ কাঁদিয়া বলিলেন, “শৈল! কেন এমন কাজ করেছিলে ?”

অনেকক্ষণ পরে শম্ভু জানিতে পারিল, বিনোদ বাবু অচেতন হইয়াছেন, তখন তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনোদ বেত্রাঘাতে আহত হইয়া জেলখানার অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে গোপাল বাবু আপন শয়নঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানেরা নিদ্রা যায় নাই; কেহ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কেহ বসিয়া বলিতেছে "আমি ঘুমাইব না।" এই সময় কেহ তাহারে শয়ন করিতে বলিলেই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গর্ভধারিণী নিকটে বসিয়া আদর করিয়া ভুলাইতেছেন।

এই সময় গোপাল বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কুতা?"

গোপাল বাবুর পরিবার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কাকা?"

শিশু বলিল, "সেই কাকা?"

গৃহিণী বলিলেন, "কোন কাকা?"

শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি উচ্চ করিয়া বলিল, "সেই।" তথাপি গর্ভধারিণী বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিকটে ছিল; সে বলিল, "খোকা বিনোদ কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

গোপাল বাবুর পরিবার সস্নেহে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার সোণার চাঁদ, তুমি তাঁরে ভুল নাই। তাঁরে সকলে ভুলে গেছে। যার জন্য তিনি জেলে গেলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁরে ভুলে গেছে।"

গোপাল বাবু এই সময় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমিও বিনোদকে ভুলি নাই; এজন্মে ভুলিতে পারিব না। যে পর্য্যন্ত বিনোদ গিয়াছে, সে পর্য্যন্ত আমি বৈঠকখানায় আলো জ্বালিতে

দিই নাই।” এই কথা বলিতে বলিতে গোপাল বাবুর চক্ষে জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিলেন; নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তিনি বলিলেন, “এমন কালসাপিনী ঘরে আসিয়াছিল।”

গোপাল বাবু বলিলেন, “কিন্তু বিনোদ এখনও স্ত্রীকে ভালবাসে; জেলখানায় প্রবেশ করিবার সময় আমাকে কত বিনীত ভাবে কত কাতর স্বরে বলিয়াছিল, ‘দাদা আমার শৈলকে দেখ, তার অল্প বয়স কিছু বুঝিতে পারে নাই, তার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।’ এই কথাগুলিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; কি অকৃত্রিম ভালবাসা!”

গোপালের স্ত্রী বলিলেন, “পোড়াকপাল অমন ভালবাসার।”

গো। পোড়াকপাল নহে, এই ভালবাসাই সুখের। বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য, কিন্তু কানা না হইলে ভালবাসা জন্মে না, যে দোষ দেখিতে পায়, সে কখন ভালবাসিতে পারে না; ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।

গোপাল বাবুর পরিবার আর কোন উত্তর না করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দোলাইতে লাগিলেন। শিশুকে এতক্ষণ তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিনু কাকার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিল; বিনোদের নিমিত্ত শিশু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে মাতৃক্রোড়ে দুলিতে দুলিতে নিদ্রাসক্ত হইল। শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে মাতা অতি মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, “ঘুম আয়রে ঘুম আয়।” শিশু ক্ষুদ্র হস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, নিদ্রাবেশে মাতার স্বরের সঙ্গে বলিতেছে, “কাকা আয় রে আয়!”

গোপাল বাবু ভাবিতে লাগিলেন, “বিনোদের জন্য অজ্ঞান শিশুর এই কাতরতা।” কি আশ্চর্য্য!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে জেলখানার ডাক্তার সাহেব আসিয়া যে ঘরে বিনোদ পড়িয়াছিলেন সেই ঘরে গেলেন; এবং পরীক্ষা করিয়া অতি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক।" পরে জেলদারোগাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার অনবধানতা প্রযুক্ত এই লোকটি মরিতে বসিয়াছে। তুমি তখন যদি আর আমাকে সময়ে জানাইলে, এতদূর ঘটিত না।" ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে জেলদারগা নেটিব ডাক্তারকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "তুমি সময়ে চিকিৎসা করিলে এরূপ হইত না।"

বেলা দুই প্রহরের সময় মেজেষ্টর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার সাহেব আবার আসিলেন। তখন বিনোদ কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয় সাহেব একত্রে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া গেলেন। মেজেষ্টর সাহেব কাছারীতে গিয়া বিনোদকে খালাস দিবার নিমিত্ত রিপোর্ট করিলেন। কিছু দিন পরে রিপোর্ট মঞ্জুর হইয়া আসিল। প্রাতঃকালে জেলদারোগা স্বয়ং আসিয়া বিনোদকে সে সংবাদ দিয়া গেল।

বিনোদ আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন। সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শম্ভুর অনুসন্ধান করিতে গেলেন। শম্ভু এ সম্বাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন অতএব বিনোদকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ করিলেন না; কেবল বলিলেন, "তোমায় পাইয়া অবধি আমি সংসারের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম; তুমিই আমার সংসার হইয়া পড়িয়াছিলে।" বিনোদ বলিলেন, "এখনও তুমি আমার জন্য যন্ত্রণা পাবে। আমার জন্যে পড়িবে আর তুমি কাতর হবে। সত্য করে বল শম্ভুখুড়া, তুমি কাতর হবে না?"

শম্ভু গম্ভীর হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কে আছে? শৈল তোমার কে? অনেক দিন অবধি এইটি জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা করি নাই, এখন না জিজ্ঞাসা করে থাকিতে পারিলাম না।"

বিনোদ বলিলেন, "শৈল আমার স্ত্রী—শৈল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই; আর আমি ব্যতীত শৈলের কেহ নাই। শৈল আমাকে বড় ভালবাসে, এক দণ্ড আমাকে না দেখিলে অস্থির হয়, এত দিন আমাকে না দেখিয়া সে কেমন করে প্রাণ ধরে আছে জানি না।"

শম্ভু। সে বিষয় তোমার চিন্তা করিতে হবে না। পুত্র-শোক যাহারা ভুলিতে পারে, তাহারা যে বড় অধিককাল পর্য্যন্ত তোমার জন্য ভাবিবে এমন মনে করিও না। এখন কথা এই যে, তুমি পীড়িত, তোমার চিকিৎসা আবশ্যক, সেবা আবশ্যক, এ সকল তোমার স্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হবে?

বি। হবে। সে বিষয়ের কিছু ভাবনা নাই। তুমি জান না, শৈল কত যত্ন জানে। স্ত্রীজাতি রত্নবিশেষ।

শ। স্ত্রীজাতি ইদানীং রত্ন হয়ে থাকিবে, কিন্তু আমি যখন জেলে আসি নাই, তখন এ রত্ন বড় দেখিতে পাই নাই। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই?

বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না,—না—মিথ্যা কথা।"

শম্ভু উঠিয়া গেলেন। বিনোদ অনেকক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শম্ভু আবার আসিয়া আর একটি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ সে পরিচয়টি দিবামাত্র শম্ভু

শিহরিয়া উঠিলেন, অতি দ্রুত পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। শত্রুর সহিত আর বিনোদের সাক্ষাৎ হইল না।

অন্যান্য কয়েদীরা আসিয়া বিনোদের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। "রোগ শীঘ্র আরোগ্য হউক" বলিয়া সকলেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেলে বিনোদ একা বসিয়া বাটী যাইবার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। "আজ শৈলকে দেখিতে পাব। শৈল এখনও জানিতে পারে নাই যে আমি আজ বাড়ী যাব। আমায় হঠাৎ দেখিয়া সে কিরূপ করিবে? আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিবে। না—না—আহ্লাদে নহে। দুঃখে কাঁদিয়া উঠিবে—আমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিবে 'আমি তোমার পায়ে কত অপরাধী—আমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছ।' আবার এই রুগ্ন শরীর দেখিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিবে, আমি তখন কি বলে তারে শান্ত করিব? আমি তখন তার মুখখানি আমার কাঁধে লইয়া চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে তারে দেখিব; ছয় মাস দেখি নাই চোক পূরে দেখিব, আর তারে প্রবোধ বাক্যে বলিব ভয় নাই, আমি শীঘ্র আরোগ্য হইব।" বিনোদ এইরূপ সুখানুভব করিতেছেন এমত সময়ে একজন কনেষ্টবল আসিয়া বিনোদকে জেলদারগার নিকট লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পর বিনোদ বাবু জেলখানা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে বস্ত্র পরিধানে জেলখানায় আসিয়াছিলেন সেই বস্ত্র পরিয়া একটি যষ্টির উপর ভর দিয়া জেলখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাচীরে, বৃক্ষে,

আকাশে শত শত পক্ষী আহ্লাদে কোলাহল করিতেছে। পথে ছেলেরা হাসিতেছে, খেলিতেছে। যুবতীরা কলসী কক্ষে সুখের কথা কহিতে কহিতে ঠমকে ঠমকে চলিতেছে; পৃথিবী পূর্ব্বমতই আছে। বিনোদের কষ্টে দেশের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেহই বিমর্ষ হয় নাই। পরিবর্ত্তন কেবল বিনোদের শরীরে হইয়াছে, যদি কেহ বিমর্ষ হইয়া থাকে বিনোদ ভাবিলেন, সে কেবল শৈল হইয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ ধীরে ধীরে চলিলেন। বাজারে প্রবেশ মাত্রই আরসী, চিরুণী, ফিতা প্রভৃতি শৈলের প্রীতিকর সামগ্রী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। লাঠিটী মৃত্তিকায় রাখিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে একখানি দোকানের সম্মুখে বসিলেন। আসিবার সময় জেলদারগার নিকট হইতে যে কয়টি পয়সা পাইয়াছিলেন তাহা দোকানীকে দিয়া একখানি চিরুণী বাছিয়া লইলেন। বহু যত্নে সেইখানি আবার বস্ত্রাগ্রে বাঁধিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

নগর অতিক্রম করিয়া অল্প দূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে অক্ষম। জেলখানা হইতে যখন বহির্গত হয়েন তখন আপন দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুই ভাবেন নাই। শৈলকে দেখিবার স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, অতএব চলিবার কষ্ট ভাবেন নাই। এক্ষণেও সেই স্পৃহা বলবতী রহিয়াছে, অতএব শৈলের মুখ মনে করিয়া আবার উঠিলেন; কিন্তু কতক দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় এক জন কৃষক নগরে ধান্য বিক্রয় করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতেছিল। বিনোদ তাহাকে কাতর স্বরে অবস্থা জানাইলেন। কৃষক যত্ন করিয়া বিনোদকে গাড়ীতে তুলিয়া

রহিল। বিনোদ গাড়ীতে উঠিয়া নিজগ্রামের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি চন্দ্রোদয় দেখিবে বলিয়া পূর্ব্বদিকের আকাশ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, মেঘতরঙ্গসীমা স্বর্ণরেখায় মণ্ডিত হইতে লাগিল। দুই একটি অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-বর্ণ পক্ষী আকাশ পথে উড়িতে লাগিল। তালপত্র কাঁপিতে লাগিল, শেষ তাহার অন্তরাল হইতে চন্দ্র দেখা দিল, পৃথিবী আলোকে ভাসিল। আনন্দে কৃষক গীত আরম্ভ করিল—

"মাথা তোল পদ্ম মুখি চাঁদের আলোয় মুখ দেখি।"

গীত সমাপ্ত হইলে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে আছে?" কৃষক উত্তর করিল "সংসারে আমার সকলেই আছে।"

বি। তোমার স্ত্রী আছেন?

কৃ। আছে; না থাকিলে আমি চাষ আবাদ করিতে পারিতাম না; এখন আমি ভাবি যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারা কেমন করে পৃথিবীতে থাকে।

বিনোদ আর কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এতক্ষণ জানেলা দিয়া চন্দ্রের আলো শৈলের গায়ে লাগিয়াছে; শৈল শয়ন করিয়া আমার যন্ত্রণা ভাবিতেছে। ক্ষণেক পরে কৃষক বলিল, এই স্থানে নামিতে হইবে আমি অন্য পথে যাইব। বিনোদ নামিলেন।

কৃষক আপনার গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিনোদ একা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। নিজ গ্রাম আর অধিক দূর নাই, গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। সেই সকল বৃক্ষের নিকটেই শৈল আছে—তথায় গেলেই তাহারে দেখিতে পাইবেন—সকল যন্ত্রণা যাবে, এই মনে করিয়া বিনোদ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু

আবার পদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন; শরীর কাঁপিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে আর ভাল দেখিতে পান না তথাপি চলিতে লাগিলেন; শেষ পড়িয়া গেলেন।—কিন্তু অচেতন হইলেন না। গ্রামের আলোকপ্রতি চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন।

দুই একবার কাসিলেন, রক্ত উঠিল। চিকিৎসার কৌশলে প্রায় সপ্তাহ রক্ত উঠে নাই এবং সেই অবধি শ্বাস রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; এক্ষণে সে রোগও উপস্থিত হইল। আর পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিলেন। মৃত্তিকায় জানু রাখিয়া নক্ষত্রের দিকে মুখ তুলিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন; চক্ষু বড় হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থা অধিকক্ষণ রহিল না; ক্ষণেক পরেই শ্বাস মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিনোদ ক্লান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমৃত্তিকায় আবার এলাইয়া পড়িলেন। মৃত্তিকায় পড়িবার সময় একবার বলিলেন "মরণ হল না!"

ক্ষণেক পরে নিদ্রা আসিল। নিদ্রাবেশে বিনোদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন শৈল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন বলিতেছে "এখন ওঠ, আমি তোমার দাসি এসেছি, চল তোমায় বুকের ভিতর করিয়া লইয়া যাই; তোমায় কত দিন দেখি নাই; কতদিন তুমি আমায় আদর করে ডাক নাই; এখন চল—তোমার ঘর অন্ধকার হইয়া পড়ে আছে, একবার দেখিবে চল; তুমি আসিবার সময় যেখানে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছিলে সেইখানেই তাহা পড়িয়া আছে, আমি তাহা তুলি নাই তুলিতে পারি নাই, তুলিতে গেলেই তোমায় মনে পড়ে।" শৈলের স্নেহ দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ দেখিলেন শৈল নাই। নিকটে একটি শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে; মৃত দেহ ভাবিয়া সে আসিয়াছিল কিন্তু বিনোদকে কাঁদিতে দেখিয়া শৃগাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। বিনোদ উঠিয়া বসিলেন, একে একে সকল স্মরণ করিলেন, আবার ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক চলিবার সাধ্য নাই; কখন চলেন, কখন বসেন। ক্ষণেক পরে আর চলিতে পারিলেন না বসিতেও পারিলেন না, কাতরে বলিয়া উঠিলেন "শৈলরে আর বুঝি দেখা হল না।"

ভালবাসার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার মোহিনী বলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় এইরূপ কষ্টে বিনোদ বাটী পৌঁছিলেন। শয়ন ঘরের নিকটেই খিড়কী দ্বার। তথায় যাইয়া ডাকিলে, শৈল শীঘ্র শুনিতে পাইবে এই প্রত্যাশায় বিনোদ সেই দিকে কোন মতে গেলেন। খিড়কী দ্বার স্পর্শ মাত্রে খুলিয়া গেল; বিনোদ আহ্লাদে বলিবার চেষ্টা করিলেন, "শৈলরে আমি এসেছি" কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠ হইতে কেবল একটা বিকট শব্দ নির্গত হইল মাত্র। বিনোদের বাক্যরোধ হইয়া আসিয়াছিল; সর্ব্বাঙ্গের ক্রিয়া রোধ হইতেছিল। বিনোদ শয়ন ঘরের নিকট আসিয়া পড়িয়া গেলেন। আর কোন অঙ্গসঞ্চালনের সাধ্য রহিল না। শৈলকে আর ডাকিতে পারিলেন না। কোন শব্দ দ্বারা আগমন বার্ত্তা জানাইতে পারিলেন না কেবল তৃষিতলোচনে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "শৈল একবার উঠ আমি তোমার দ্বারে পড়ে। শীঘ্র উঠ নইলে বুঝি আর দেখা হল না।"

শৈল শীঘ্র উঠিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশ মাত্র যে শব্দ করিয়াছিলেন শৈল তাহা শুনিয়াছিল। কি শব্দ হইল জানিবার নিমিত্ত শৈল প্রদীপ হস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিল। বিনোদ তাঁহাকে

দেখিয়া চরিতার্থ হইলেম ; শৈল আরও সুন্দর হইয়াছে; ডাইমনকাটা মল পরিয়াছে, গলায় চিক্ দিয়াছে, শান্তিপুরে ধুতি পরিয়াছে। শৈল এ সকল কোথা পাইল এই মনে করে বিনোদ একাগ্র চিত্তে শৈলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শৈল মাথা ফিরাইয়া "এসো না?" বলিয়া এক জনকে ডাকিল। "যাইতেছি" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে একজন পুরুষ আসিয়া শৈলের পশ্চাতে দাঁড়াইল। বিনোদ চিনিলেন যে, সে "বিলাস বাবু!" বিনোদ অমনি চক্ষু মুদিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত হইল না। কোন অঙ্গই তাঁহার আর বশ নহে, চাহিয়া থাকিতে হইল।

শৈলের কথামত বিলাস বাবু খিড়কী দ্বারে শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যাইতে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিনোদের বুকে পড়িল; বিলাস চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখেন, একটা মনুষ্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; শৈলকে প্রদীপ আনিতে বলিলেন, দীপালোকে চিনিতে পারিলেন। শৈল জিজ্ঞাসা করিল "কে?" বিলাস বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শৈল আপনি প্রদীপ লইয়া দেখিল, চিনিতে পারিয়া বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি কাণ্ড, আছে না গেছে?"

বিলাস সভয়ে বলিল, "গিয়াছে।"

শৈ। এখন উপায়? মরিবার আর কি জায়গা ছিল না।

বিনোদ তাহা শুনিলেন। পিশাচীর প্রতি কেবল চাহিয়া রহিলেন।

বিলাস পলাইবার উদ্যম করিল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার চুল ধরিল, এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার স্বামীকে

তুমি খুন করিয়াছ, কাল আমি থানায় জানাইব, তোমায় ফাঁসি দেওয়াইব। কালামুখ! এই সময় পলাতে চাও?”

পরে শৈল স্বরের মধ্যে বিলাসকে লইয়া গিয়া কোদালি সাবল দেখাইয়া বলিল, “যাও এই সকল লইয়া ঐ প্রাচীরের নিকট গর্ত্ত কর, আমি সন্ধ্যা লইয়া যাইতেছি।”

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বিলাস বাবু গর্ত্ত কাটিতেছেন; নিকটে বিনোদ পড়িয়া আছেন, তাহার পার্শ্বে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। বৃক্ষ সকল স্তব্ধ, নক্ষত্র কণ্টকিত হইয়া শৈলের কার্য্য দেখিতেছে। গর্ত্ত খনন সমাধা হইল, বিলাস বাবু গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিলেন; শ্রমজনিত নিশ্বাস ফেলিলেন, কপালের ঘর্ম্ম মুছিলেন।

বিনোদ আপন আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর অন্তরে কত কথাই ভাবিতেছিলেন। যার জন্য এত কষ্টভোগ করিলেন, যারে একবার দেখিব বলিয়া এত কষ্ট পাইয়া গৃহে আসিলেন, সেই বলিল “মরিবার আর কি জায়গা ছিল না” যার কাছে যুড়াইতে আসিলেন সেই আবার প্রাণহন্তা হইল। এক্ষণে প্রাণ যায়, গর্ত্ত প্রস্তুত, মুহূর্ত্তেকমাত্র বিলম্ব, তাহার পর সকল ফুরাইবে; বিনোদের বাক্য রোধ হইয়াছে, গতি রোধ হইয়াছে, আর কোন উপায় নাই। শৈলকে কত আদর করিবেন, কত কথা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন এক্ষণে সে সকল ফুরাইল। এখন মরণই ভাল। বিনোদ মনে মনে তখন জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন, বিনোদের অন্তর বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু চক্ষে জল আসিল না, বাহ্যিক তাহার কিছুই প্রকাশ হইল না।

এই সময় বিলাস বাবু শৈলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এখন শব গর্ত্তে ফেলি?"

শৈল তৎকালে গর্ত্তের পার্শ্বে বসিয়া প্রাচীরের দিকে কি দেখিতে ছিল, এই সময় শেষ অতি অস্ফুটস্বরে বিলাস বাবুকে বলিল, "ঐ বৃক্ষের দিকে চাও।" সেদিকে বিলাস বাবু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন। শৈল সেই দিকে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর দীর্ঘাকার এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দীর্ঘাকার পুরুষ প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিতে লাগিল, শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে সেই ভীমাকৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল! একি?"

শৈল শিহরিয়া উঠিল, এস্বর অপরিচিত নহে। বালিকা কালের কোন এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট ভয় মনে আসিয়া আর আসিল না।

ভীম পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনিতে পারিয়াছ?"

শৈল বলিল "না।"

তখন সেই পুরুষ শবের পার্শ্ব হইতে প্রদীপ লইয়া আপনার মুখের নিকট ধরিলেন।

শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল, কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীরে কম্পের তরঙ্গ উঠিল। জানুতে জানুতে আঘাত হইতে লাগিল, দন্ত কাঁপিতে লাগিল, অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শৈল ক্রমে করযোড় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীম পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে মরিয়াছে সে আবার এত দিনের পর কিরূপে বাঁচিয়া আসিল এই ভাবিতেছ? আমাকে প্রেত ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? তোমার গর্ভধারিণী আমাকে হত্যা করিয়াছিল সত্য,

—কিন্তু আমি মরি নাই। এক্ষণে আইস আমার সঙ্গে আইস।” শৈল যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি একরূপ মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। শৈল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অনেকক্ষণ বিলম্বে তীমপুরুষ একা ফিরিয়া আসিলেন, শৈল সঙ্গে ছিল না। বিনোদ যেস্থানে পড়িয়া ছিলেন সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে, শম্ভু কাকা?”

দশম পরিচ্ছেদ।

শম্ভু এক সঙ্গীন ডাকাতি মোকদ্দামায় কয়েদ হইয়াছিল, তথাপি জেলদারগা কখন কখন শম্ভুকে ডাকাত নহে বলিয়া ভাবিতেন। এক দিন তিনি গোপনে শম্ভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শম্ভু তাহাতে উত্তর করিলেন, আমাকে আপনার কি বোধ হয়? জেলদারগা বলিলেন, তোমার শক্তি, সাহস, রাগ, প্রখর দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিয়া তোমাকে ডাকাত বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়; কিন্তু তোমার দুখানি পা দেখিলে আমার সন্দেহ জন্মে। আমি অনেক ডাকাত দেখিয়াছি, এই হাতে অনেক ডাকাতকে ঘুসা মারিয়াছি কিন্তু কখন কাহারও এরূপ পা দেখি নাই; দেখিলেই বোধ হয় তোমার পা কখন কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শ করে নাই, বোধ হয় যেন জুতা পরা তোমার সর্ব্বদা অভ্যাস ছিল; কিন্তু ডাকাতরা ত কখন জুতা পরে না; তাহাদের পা পুরু, ফাটা, বাঁকা, কঠিন, তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটে না কিন্তু দেখিতেছি তোমার পায়ে ঘাসের আগাও বিঁধিতে পারে। অন্য ডাকাতের সহিত তোমার এ প্রভেদ কেন, আমি বুঝিতে

পারি না। শম্ভু বলিলেন, আমি ডাকাতি মোকদ্দামায় দণ্ড পাইয়া আপনার জেলখানায় আসিয়াছি, অতএব আমাকে ডাকাত ভিন্ন অন্য ভাবা অনর্থক; ডাকাত যদি ধনী হয় তবে এক জোড়া জুতা পরিয়া পা রক্ষা করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

জেলদারগা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন; শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শম্ভু, তুমি আমায় প্রতারণা করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল তুমি ডাকাত কি না?" শম্ভু বলিলেন, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমাকে ডাকাত বিবেচনা করা উচিত। ডাকাত কি? আমি ডাকাতের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছি কিন্তু সে সকল কথা বলিব না, বলিলে আমার আবার দণ্ড হইবে।"

জেলদারগা বলিলেন, "আমিও তোমায় সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তুমি যদি ডাকাত, তবে তোমার অধীন লোক অবশ্য ছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায়?"

শম্ভু বলিলেন "তাহারা এক্ষণে কোথায়, আমি জেলে থাকিয়া কিরূপে বলিব?" জেলদারগা বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি যদি কোন রাত্রে এই জেল হইতে পলাইতে পাও তাহা হইলে কি কর? তুমি কি আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ডাকাতি কর?"

শম্ভু বলিলেন "করি।"

জেলদারগা বলিলেন, "তোমার আর কে আছে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "আমার আর কেহ নাই, সকল ডাকাতেই যে সংসার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ডাকাতি করে এমত নহে; অনেকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না কাজেই ডাকাতি করে। ডাকাতির পরামর্শ, অনুসন্ধান, লোকযোজনা

প্রভৃতি কার্য্য আমার পক্ষে যেরূপ সুখের, আবার ডাকাতির সময় আরও সুখ। আপনারা ইংরেজ, বুঝিতে পারিবেন দশহাজার ফৌজ লইয়া আপনারা যখন একটি কেল্লা চড়াও করেন, বলুন দেখি, তখন সেই ফৌজের মধ্যে যাহারা বীরপুরুষ, তাহাদের কত সুখ হয়? সেই মুহুর্মুহু তোপের ধ্বনিতে কোন্ বীরপুরুষের অন্তর নাচিয়া না উঠে? তখন কে আগে কেল্লায় উঠিবে, এই লইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্মে, চারিদিকে গুলি বৃষ্টি হইতেছে তথাপি গ্রাহ্য নাই, চারিদিকে কামান ফুৎকার করিয়া বজ্রবর্ষণ করিতেছে তাহাতে কাহারও ভয় নাই বরং বীরেরা তাহাতে আরও মাতিয়া উঠে; আমাদের দেশে ডাকাতিতে সেইরূপ মাতামাতি আছে। আমরা যুদ্ধে যাইতে পাই না কিন্তু আমাদের সে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ডাকাতি করিয়া সে বীরবৃত্তির কতক শমতা করি, আমরা দশ হাজার ফৌজ লইয়া কেল্লা লুটিতে যাই না, দশজন কি পনের জন একত্রে যাই এবং সেই দশ পনের জনের উপযুক্ত কেল্লা দখল করি। কিন্তু দশ জনে গৃহস্থের ঘরই আক্রমণ করা যাক, কিম্বা দশ হাজার জনে কেল্লাই আক্রমণ করা যাক সাহসীর সুখ উভয়স্থলেই সমান। ডাকাতির পর আরও সুখ আছে; পুলিষের চক্ষে ধূলা দিতে যে কৌশল আবশ্যক, তাহার চালনায় অনেক সুখ হয়, কিন্তু এক্ষণে যদি আমি কোন রাত্রে গিয়া ডাকাতি করি তাহা হইলে সেই সুখে বঞ্চিত হইব।"

জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বঞ্চিত হইবে?" শম্ভু উত্তর করিলেন, "পুলিষের চক্ষে ধূলা দিবার নিমিত্ত আমার কোন কৌশল করিতে হইবে না, আমি জেলখানায় আছি, আমায় কেহ সন্দেহ করিবে না, আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমার সুখ আর কই হইল।" জেলদারগা সে

দিন আর কোন কথা বলিলেন না, অন্যমনস্কে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় শম্ভুকে গোপনে লইয়া গিয়া জেলদারগা আপনার ঘরে বসাইলেন; অন্যান্য দুই একটি কথার পর বলিলেন, "তুমি যে সে দিবস বলিতেছিলে যে এক্ষণে জেল হইতে গিয়া ডাকাতি করিলে কেহ তোমার প্রতি সন্দেহ করিবে না, একথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি তুমি ঠিক্ বলিয়াছিলে; যদিও কোন ব্যক্তি কেহ তোমাকে চিনিতে পারে তথাপি কেহ তাহা মুখে আনিতে পারিবে না।"

শম্ভু বলিলেন, "পাকা ডাকাতকে চিনিবার সাধ্য কাহারও নাই; অন্য লোকে চেনা দূরে থাকুক দলের লোক সকলে জানিতে পারে না; দলে কে কে আসিয়াছে আর কে কে আসে নাই সে [illegible] লইবার ক্ষমতা সকলের নাই। দলস্থ অধিকাংশ লোক সাঙ্কেতিক স্থানে একে একে গিয়া অন্ধকারে জমিতে থাকে। তখন সর্দ্দারের নায়েব স্বরূপ যে থাকে কেবল তাহার স্বর চিনিতে পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আর কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না, তত্ত্ব লইবার সময়ও থাকে না, অতি অল্পক্ষণ সাঙ্কেতিক স্থানে থাকিতে হয় তাহার পরই কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কে কার অনুসন্ধান করে।" জেলদারগা বলিলেন, "তবে ত এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া ডাকাতি করিতে পার।" শম্ভু বলিলেন, "তাহা পারি সত্য, কিন্তু জেলখানা হইতে যাইতে পারি কই?"

জেলদারগা বলিলেন, "যদি আমি যাইতে দিই তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দিবে?"

শম্ভু বলিলেন, "যাহা আমি উপার্জ্জন করিব তাহার অর্দ্ধেক দিব। অথবা প্রত্যেক রাত্রের নিমিত্ত দুইশত করিয়া টাকা দিব,

ইহার অধিক পাই আমার থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অল্প পাই আমার পূর্ব্ব সঞ্চয় হইতে আপনাকে পূরণ করিয়া দিব।”

জেলদারগা বলিলেন, “আমি ইহাতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিলে তুমি যদি আর ফিরে না আইস তখন কি হইবে?”

শম্ভু উত্তর করিলেন, “এ সন্দেহ আপনি অবশ্যই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যে পলাইব না, তাহার জামিন আমার কথা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না; আমি হিন্দু, মিথ্যা কথা আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি মিথ্যাবাদী হইলে কখন অন্যে আমাকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিত না; তাহারা ডাকাত সত্য, কিন্তু তাহারা কাপুরুষকে ঘৃণা করে, মিথ্যা কথা কেবল কাপুরুষের অবলম্বন। আমার কথার উপর নির্ভর করা না করা আপনার ইচ্ছাধীন, সাহস করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিতে পারেন লাভ আপনার নিজের, না পারেন তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই।”

জেলদারগা বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে আবার অনেকক্ষণ বেড়াইলেন, শেষ শম্ভুর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন, কিঞ্চিৎকাল তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “শম্ভু তুমি বীরপুরুষ, আমি ইংরাজ, বীরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে আমাকে যে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি; অতএব তুমি যে রাত্রে ইচ্ছা কর সেই রাত্রেই যাইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে আমায় না জানাইলে আমি তাহার উদ্যোগ করিতে পারিব না। মেম সাহেবের নিমিত্ত আমি নিতান্তই দায়-গ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতেই তোমাকে মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলাম কিন্তু দেখ যেন আমি মারা না পড়ি।”

শম্ভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই।"

সেই দিন হইতে শম্ভু এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন, যে দিন ইচ্ছা সেই দিন জেলখানা হইতে বহির্গত হইতেন, কেবল একবার সন্ধ্যার সময় জেলদারগাকে জানাইতে হইত; জেল-দারগা তাঁহার আগম নির্গমের উপায় করিয়া দিতেন। এই জন্য যেদিন বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্ত হন, সেই দিন শম্ভু অনায়াসেই বিনোদের বাটী যাইতে পারিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন বিনোদ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া অতি মৃদুস্বরে শম্ভুকে সম্ভাষণ করিলেন, তখন শম্ভু আহ্লাদে আর থাকিতে পারিলেন না, বিনোদকে বুকে তুলিলেন। শম্ভু মনে করিয়াছিলেন যে, পিশাচী বিনোদকে হত্যা করিয়াছে; এক্ষণে বিনোদকে জীবিত দেখিয়া দৈবের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হইল। পরে বিনোদকে উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিনোদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শম্ভু অতি দ্রুতপদ বিক্ষেপে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটী সামান্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটী বনাকীর্ণ, বসতি অতি অল্প; মধ্যে মধ্যে দুই একটী দেবমন্দির আছে, আর অধিকাংশ স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভু একটী ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দুই একটী পেচক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ এক ভগ্ন মন্দির বেড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে লাগিল; তাহাদের পক্ষসঞ্চালিত বায়ুর দ্বারা একটী সূক্ষ্ম লতা সেই ভগ্ন মন্দির

হইতে [illegible] কুকুর বন হইতে মাথা তুলিয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। [illegible] শম্ভু ধীরে ধীরে [illegible] উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, কখন বাম বাহু কখন দক্ষিণ বাহু [illegible] তুলিয়া পদস্খলন রক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শেষ একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, যে গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পরে মৃদুস্বরে সঙ্কেত করায় রামদাস সন্ন্যাসী দ্বার মোচন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামদাস প্রথমে শম্ভুকে চিনিতে পারে নাই, পরে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক যোড় করে জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজের এত সত্বর আবার ফেরা হইল কেন? পথে যাইতে কোন ও বিঘ্ন ঘটে নাই?"

শম্ভু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস! তুমি এখনও শয়ন কর নাই?"

রাম। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া এই মাত্র গৃহে আসিতেছি।

শম্ভু। দেখ, তাহার কোন অংশে অন্যথা ত হয় নাই?

রাম। মহারাজের আজ্ঞা কখন তিল পরিমাণে অন্যথা হইতে শুনি নাই।

শম্ভু। তোমার অধীনে নৌকা কি পাল্‌কী প্রস্তুত আছে? দুইয়ের এক আমার অবিলম্বে চাই।

রাম। পাল্‌কী প্রস্তুত হইতে পনের মিনিট লাগিবে, নৌকা প্রস্তুত করিতে আর আধ ঘণ্টা আবশ্যক।

শম্ভু। তবে পাল্‌কীই ভাল, শীঘ্র আনয়ন কর।

এই বলিয়া শম্ভু এক তক্ত পালঙ্কের উপর বসিলেন। রামদাস নফর বেহারা ডাকিতে গেল, [illegible] নফর গৈরিক বস্ত্রধারী একটি মোহান্ত আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শম্ভু

তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস কি সত্বরে পাল্‌কী আনিতে পারিবে?"

মোহান্ত উত্তর করিলেন, "পারিবে, বেহারা প্রস্তুত আছে, সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, যেখানে যেখানে মহারাজের আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থানেই বেহারা প্রস্তুত রাখিবার অনুমতি দিয়াছি। আপনি কবে কোথায় যান, তাহার স্থিরতা নাই, এই জন্যই এ অনুমতি দিয়াছি।"

শম্ভু। উত্তম করিয়াছেন, এক্ষণে একখণ্ড হীরক আনয়ন করুন। ওজন ৫ রতির ন্যূন না হয়, ইতি পূর্ব্বে দুইশত টাকা যে কারণে লইয়াছি ইহাও সেই বিষয়ে খরচ লিখিতে অনুমতি করিবেন। আর একটা কথা আছে; দিন দুঃখীর বিবাহ নিমিত্ত কত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে? মোহান্ত উত্তর করিলেন "একলক্ষ টাকা।"

শম্ভু। উত্তম, এই টাকা অদ্য হইতে অনাথ গৃহে বৎসর বৎসর ব্যয়িত হইবে, অনাথ গৃহের বরাদ্দ বড় অল্প আছে।

মোহান্ত। অনাথ গৃহে পাঁচ লক্ষ ব্যয় হইয়া থাকে।

শম্ভু। উত্তম, এক্ষণ হইতে ছয় লক্ষ ব্যয় হইবে।

মোহান্ত। মহারাজ যখন বিবাহের বিষযে এই টাকা বরাদ্দ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, যুবা মাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত; না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বভাব কলুষিত হয়, সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না; অবিবাহিত অবস্থা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

শম্ভু। এসকল কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু এক্ষণে এবিষয়ে আমার অন্যরূপ বিবেচনা হইয়াছে।

মোহান্ত। যখন মহারাজ অজ্ঞাতবাস হইতে আসিলেন—

শম্ভু। এখনও আমার অজ্ঞাতবাস। বোধ হয় আপনার

বলিবার অভিপ্রায় যে, যখন আমি পশ্চিম দেশ হইতে পুনরায় বাঙ্গালায় আসি'।

মোহান্ত। আমি তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন মহারাজ পশ্চিম হইতে আসিয়া রাজকুমারীর কোন উদ্দেশ পাইলেন না—

এই কথায় শম্ভু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজকুমারীর নাম আর আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিবেন না, আমি তাহার উদ্দেশ পাইয়াছি।"

মোহান্ত তখন শম্ভুর প্রতি চাহিয়া ভীত হইলেন ; যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্ত না করিয়া পালকী আসিল কি না, দেখিবার ছলে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময় রামদাস, গৃহপ্রবেশ করিয়া শম্ভুর নিকট পাল্কী আসার সম্বাদ দিল। শম্ভু উরুর উপর উরু রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক ধরিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছিলেন। রামদাসের স্বর শুনিয়া ধীরে ধীরে মস্তক ফিরাইয়া রামদাসের প্রতি চাহিলেন, রামদাস পুনর্ব্বার বলিল "পাল্কী বেহারা প্রস্তুত।" শম্ভু এই কথাটী বুঝিবার নিমিত্ত আপনা আপনি দুই একবার বলিলেন "পাল্কী বেহারা প্রস্তুত" শেষে স্মরণ হইল। হঠাৎ উঠিয়া রামদাসকে বলিলেন "পাল্কী লইয়া শীঘ্র সুরগ্রামে যাও, তাহার দক্ষিণ পাড়ায় একস্থানে তিনটি দেবদারু বৃক্ষ আছে, সেইখানে যে বাটীর দ্বারে দেখিবে একটি অশ্রশাখা ঝুলিতেছে আর তোমার নামের আদ্যাক্ষর ইষ্টকখণ্ডে লিখিত আছে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যে রুগ্ন পুরুষকে দেখিবে, তাহাকে পাল্কীতে তুলিবে। তাহার নাম বিনোদ, সেখানে আর কেহ নাই। বিনোদকে ভুবনপুরে লইয়া আমার বৈঠকখানায় রাখিবে, চিকিৎসা করাইবে; তাহাকে

আমার কোন পরিচয় দিও না; সে আমাকে শম্ভু কয়েদী বলিয়া জানে, তাহার সেই বিশ্বাস রাখিবে। আর আর যাহা করিতে হইবে তাহা আমি পরে লিখিয়া পাঠাইব। কিন্তু সাবধান, বিনোদকে যে তোমরা স্থানান্তরিত করিলে ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে; প্রতিবাসীরা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া যাইবে। শীঘ্র যাও।”

রামদাস বেহারা সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল। এই সময় মোহান্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শম্ভুর হস্তে হীরকখণ্ড আনিয়া দিলেন। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রি আর কত আছে?” মোহান্ত উত্তর করিলেন, অতি অল্প আছে।” শম্ভু আর অপেক্ষা করিলেন না সত্বর চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাস বাবু প্রাচীরের উপর ভীমাকৃতি দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন, সেখানে শৈল কি আর কেহই নাই কেবল মৃতদেহ তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বিলাস বাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া যথাসাধ্য বেগে পলাইলেন। আপনার গৃহে যাইয়া শয়নকক্ষের সমুদয় দ্বার জানেলা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। তখন কোন ক্রমে মনস্থির করিয়া আকাশ পটে যে মূর্ত্তির কতক আভাস চিত্রিত দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, “প্রাচীরে কেবল মনুষ্যাকৃতিই দেখিয়াছিলেন।” আবার ভাবিলেন, “না, আর কি হইবে।” বিলাস বাবু বাস্তবিক সে মূর্ত্তিটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে ভয় সঞ্চারিত হইয়াছিল; একে রাত্রিকাল, তাহে নিকটে

মৃতদেহ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে, আবার তিনিই সেই দেহের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। বিলাস বাবু নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন, যে তাঁহারই পদদলিত হইয়া বিনোদের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অতএব ভয়ে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই অবস্থায় সামান্য উপলক্ষ হইলেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন, যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বেশীর ভাগ।

বিলাস বাবু যাহা দেখিয়াছিলেন, শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি ভয়ানক হইতে লাগিল; ক্রমে ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল; শেষ বিলাস বাবু চক্ষু মুদিলেন, তবুও বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, চক্ষু বোজা বৃথা হইল। মনশ্চক্ষে এই সকল মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, দৈহিক চক্ষু মুদিলে কি হইবে। বরং চক্ষু মুদিয়া বিলাস বাবু আরও বিষম করিলেন, ভয়ে আর চক্ষু খুলিতে পারিলেন না; তখন ঘরের ভিতর চারিদিকে সেই সকল বিকট মূর্ত্তি রহিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তাঁহার শয্যার চারিদিকে বসিতে লাগিল। বসিয়া যেন একবার পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বিলাসকে দেখাইল; তাহার পর যেন একবাক্যে সকলেই মাথা নামাইয়া গলা বাড়াইয়া বিলাসের মুখের নিকট তাহাদের নাসা আনিল; তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস শুনা যাইতে লাগিল; ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের নাসা বিলাসের মুখের উপর আসিয়াছে। মুখস্পর্শ করে নাই, অল্প, অতি অল্প, ব্যবধান আছে, স্পর্শ করিতে আর বিলম্ব নাই। তখন বিলাস বাবু ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত, শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চীৎকার করিতে চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বিকট আকারেরা যেন দন্ত দেখাইয়া নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল। বিলাস বাবু আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিলাস বাবুর জ্ঞান হইল; তখনও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে, কিন্তু কিসের নিমিত্ত সে আতঙ্ক তাহা বড় স্মরণ নাই; ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দ্বারের ছিদ্র দিয়া ঘরে সূর্য্যকিরণ আসিয়াছে। পার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়া জানিলেন যে, তাঁহার আপন শয়নকক্ষেই আছেন। পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা তখন একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। আদ্যোপান্ত সকল স্মরণ হইলে, ভাবিতে লাগিলেন, "শেষ যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি ভৌতিক? ভৌতিক ভিন্ন আর কি সম্ভবে? মনুষ্য কে এমন আছে যে, সেই সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হইবে? শৈলের বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা সেই রাত্রে অনুসন্ধান করিবার জন্য কাহার প্রয়োজন পড়িবে? অতএব অবশ্য কোন ভৌতিক ব্যাপার হইয়াছিল। নতুবা শৈল কোথা গেল। শৈলকে কোথায় লইয়া গেল, লইয়া কি করিল, তাহাকে কি বধ করিয়াছে? না—বোধ হয় এই ব্যাপার ভৌতিক নহে, যদি তাহা হইত তবে মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত না, শুনিয়াছি, শবের সহিত ভূতের নিকট সম্বন্ধ আছে, ভূতের আবির্ভাব হইলে মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি আসিয়াছিল সে ব্যক্তি চোর নহে, শৈলের কি ছিল যে চোর কষ্ট পাইয়া আসিবে? বিশেষ, যদি চোর আসিত তাহা হইলে প্রদীপ আর আমাদের দেখিয়া কদাচ সে অপেক্ষা করিত না, প্রথম উদ্যমেই পলাইত। কিন্তু যদি চোর না হইল, শৈল অথবা বিনোদের কোন আত্মীয় স্বজন না হইল, তবে কে? তবে কি পুলিষের লোক আসিয়াছিল? মৃতদেহ দেখিয়া শৈলকে গ্রেপ্তার

করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি যে খুন করিয়াছি তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, বোধ হয় আমাকে দেখিতেও পায় নাই। কিন্তু না দেখুক শৈল বলিয়া দিবে, সে অনায়াসে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাসঘাতিনী নিশ্চয়ই আমার নাম করিবে। তাহা হইলেই আমি গেলাম। খুন করিয়াছি, আমিই খুন করিয়াছি। ফাঁসি—"

ফাঁসির আনুষঙ্গিক একেবারে সমস্তই মনে পড়িল; চারিদিকে কনেষ্টবল, মেজেষ্টর, ও অন্যান্য লোক, মধ্যস্থানে মঞ্চ, তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানাবলী, উর্দ্ধে দড়ি ঝুলিতেছে। বিলাস বাবু অমনি আপনার গলায় একবার হাত দিলেন, ভাবিলেন, "এইবার আমার শেষ হইল, গোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই এই পৃথিবীতে সুখভোগ করিবে, কেবল আমিই গেলাম। কেনই বা এমন কুকার্য্য করিয়াছিলাম। শৈলের সহিত আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ত সুখী ছিলাম! কত সুখী ছিলাম! এখন আমার দশা কি হইল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, "বিনোদ! বিনোদ!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বিনোদ! আমি তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী, তুমি আমার বিনাশ করিলে উচিত বিচার হইত, তাহা না হইয়া আমি তোমায় হত্যা করিয়াছি।"

ক্রন্দনধ্বনি বিলাস বাবুর মাতৃস্বসার কর্ণে গেল, তিনি কর্ম্মান্তরে বিলাস বাবুর শয়ন কক্ষের নিকট আসিয়াছিলেন। শব্দ শুনিয়া দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার রুদ্ধ; বিলাসকে ডাকিলেন, বিলাস ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা ভাবিলেন, বিলাস স্বপ্নে কাঁদিয়াছে—অতএব আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিলাস বাবু গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বেলা দেড়

প্রহর অতীত হইয়াছে। ভাবিলেন, "এত বেলা হইয়াছে অথচ কেহ আমাকে ডাকে নাই, মাসি আমার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অবশ্য আমার প্রতি সকলের কিছু মন ভার হইয়াছে, রাত্রের ব্যাপার সকলে জানিতে পারিয়াছেন। পুলিষে সম্বাদ পাইয়াছে বলিয়া, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা; পুলিষ জানিতে পারিলে এত বেলা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিত না, প্রত্যূষে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিত। কেবল এই গ্রামবাসীরা যদি জানিয়া থাকে তবে অবশ্য সৎকারের নিমিত্ত বিনোদকে নদীকূলে লইয়া গিয়াছে।"

এই মনে করিয়া বিলাস বাবু ছাদের উপর উঠিলেন। তথা হইতে বিনোদের গৃহাভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না, কেবল প্রাঙ্গণস্থ অম্রবৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগ দেখা যায়। তথায় শকুনি প্রভৃতি মাংস ভুক্ পক্ষী মাত্র দেখিতে পাইলেন না, কুকুরদিগের কলহ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, অতএব মনে করিলেন যে, নিশ্চয় বিনোদকে সৎকারের নিমিত্ত প্রতিবাসীরা লইয়া গিয়াছে। আবার ভাবিলেন, "আমিও ত প্রতিবাসী, এবং আত্মীয়, আমাকে ডাকে নাই, তাহাতেই বোধ হইতেছে সকলে জানিতে পারিয়াছে, নতুবা আমাকে ডাকিত।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিলাস ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া আপন কক্ষে যাইতেছিলেন, এমত সময় পথে কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক রাত্রের মধ্যে বিলাসের মুখমাধুরী একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চর্ম্ম শুষ্ক হইয়াছে, চক্ষু তেজোহীন, কেশ রুক্ষ এবং কণ্টকবৎ হইয়াছে; বিলাস বাবু যেন কত দিনের রোগী। তাঁহার ভগিনী হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল।

লজ্জাবতী কখন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে মুখ তুলে নাই অদ্য চাহিয়া রহিল। বিলাস ভাবিলেন, সহোদরাও শুনিয়াছে তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হইয়াছে। বিলাস সত্বরে আপন ঘরে লুকাইলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জানেলার রন্ধ্র দিয়া দেখিলেন পাকশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটি প্রতিবাসীর কন্যা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে, আর একবার একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে। বিলাস বাবু নিশ্চয় বুঝিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। এই সময় তাঁহার সহোদরা আসিয়া ওষ্ঠাধর মধ্যে অঞ্চলাগ্র দিয়া তাহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিলাসের সন্দেহ হইল যে, নিশ্চয় আমার কথা হইতেছে।

আবার ক্ষণেক বিলম্বে অন্য জানেলা খুলিয়া দেখেন পথে স্থানে স্থানে দুই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। বিলাস ভাবিলেন, অন্য দিন ত এত কথা বার্ত্তা লোকে কহিত না, অদ্য সকলে কেবল আমারই কথা কহিতেছে। আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।

বিলাস বাবু অতি ব্যথিত হইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। এই সময় এক জন বৃদ্ধা অপরের সহিত কলহ করিয়া পথিমধ্যে আপনাআপনি দুই একটি তিরস্কার ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছিল। বিলাস বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, বৃদ্ধার কেবল এই কথাগুলিন শুনিতে পাইলেন, "অমন লোকের গলায় দড়ি, ছি! যারে হাড়ি বাগ্দীতে গালি দেয়, ঝাঁটা মারিতে চায়, তার আবার বাঁচা কেন।" বৃদ্ধা জাতিতে বাগ্দী। বিলাস বাবু ভাবিলেন, "এই গালি লোকে পথে আমারই উদ্দেশে দিতেছে। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তবে আর কখন বাটীর বাহির হইতে পারিব না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে দেঁতোর মা গোপাল বাবুর অন্তঃপুরে আসিয়া গোপাল বাবুর পরিবারকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিল। গোপাল বাবুর স্ত্রী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেঁতোর মা, তুমি এত দিন কোথা ছিলে?"

দেঁতোর মা উত্তর করিল, "আমি জেলখানার নিকটে একটি গৃহস্থের বাটীতে আছি, আমাদের বাবুকে দেখিতে পাব বলে সেইখানে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একান্ত দেখিতে না পাই, তথাপি তাঁহার নিকটে আছি, এই মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হবে। প্রথম প্রথম তাঁকে দেখিতে পাই নাই, এক এক দিন জেলখানার ভিতর সন্ধ্যার সময় বড় গোল হইত; কেন গোল হইত তখন আমি তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিত; কত দেবতার নিকট মানিতাম যেন আমাদের বাবুর আবার কোন বিপদ্ না ঘটে।" এই বলিতে বলিতে দেঁতোর মা অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল, যাঁহারা সেখানে বসিয়াছিলেন, একে একে সকলেই চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর দেঁতোর মা বলিতে লাগিল, "এক-দিন বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অন্য কয়েদীর সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। একে স্বভাবতঃ শান্ত, তাতে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছেন। অন্য কয়েদীরা হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে আসিল, আসিয়াই ঝুপ ঝাপ করিয়া জলে পড়িল, কেহ সাঁতার দিতে লাগিল, কেহ গীত গাইতে লাগিল, কেহ জল ছড়াইতে লাগিল, পুকুর একেবারে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। আমাদের বাবু

ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, কোন দিকে ফিরেও চাহিলেন না, কাহারও সহিত কথাও কহিলেন না, পোড়া লোকেরা কেহ একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করিল না। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে ঠাকুর, বাবু একটা কথা কহেন ত আমার কাণ জুড়ায়, একবার একটু হাসেন ত আমার প্রাণ জুড়ায়। ওমুখ কখন হাসি ছাড়া ছিল না। হাসি দূরে থাক, একটি কথাও কহিলেন না, পরে বাবু জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। আমি দাঁড়াইয়া মুখখানি দেখিতে লাগিলাম; শেষ যখন বাবু হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে মাথা তুলিলেন, আমার বুক উথলে উঠিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম বাবু মনোবেদনা সূর্য্যদেবকে জানাইতেছেন। আমিও সেইখানে কলসী রাখিয়া তেমনি করিয়া হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের কাছে কাঁদিলাম। বলি ঠাকুর, তুমিই এসংসারে সত্য, তুমি সকল দেখিতেছ, রাত দিন করিতেছ; বাবু যে নির্দ্দোষী তা জেনেও কেন আর দুঃখ দেও ঠাকুর! যেমন করে তুমি অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাক, একবার তেমনি করে বাবুর শত্রু নষ্ট কর, দশে ধর্ম্মে দেখুক। তার পর সন্ধ্যা করা হইলে বাবু সকলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেই দিন ভিন্ন আর আমি বাবুকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই বাবুর যোড় হাত মনে পড়িত, তখনই কেঁদে উঠিতাম।”

গোপাল বাবুর পরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এখন সেখানকার চাকুরি ছেড়ে এসেছ?”

দৈত্যের মা বলিয়া উঠিল, “আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যদিও বাবুকে আর দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাবুর সম্বাদ পাইতাম; বাবুর বড় শক্ত পীড়া হইয়াছিল। রোগ দেখে সাহেবেরা তাঁহাকে জেল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা

আজ প্রাতে শুনে তাই দৌড়ে এলাম, কিন্তু দেখা হল না, মাঠাকুরাণী এখনও দ্বার খুলেন নাই, পাছে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাই বুঝি লজ্জায় দ্বার খুলেন নাই, তা হোক এখন মিটিয়ে একা সেবা করুন, আমি না হয় পরশ সেবা করিব, তিনি যে এখন আপনার ধন চিনিতে পারিলেন, এই আমাদের সুখ। তা মা আজ আর কোথা যাব, বলি, তোমার ঘরের একপাশে পড়ে থাকি।”

গোপাল বাবুর স্ত্রী তাহাকে থাকিতে বলিয়া স্বামীর নিকট যাইয়া কহিলেন, যে, “বিনোদ বাবু বড় পীড়িত বলিয়া সাহেব তাঁহাকে খালাস দিয়াছেন। তিনি গত রাত্রে বাটী আসিয়া থাকিবেন কিন্তু শৈল এপর্য্যন্ত দ্বার খুলে নাই বলিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে, তুমি লোকদ্বারা একবার সম্বাদ জান। আপনি স্বয়ং সেস্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই।” গোপাল বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমায় এসম্বাদ কে দিল?” তাঁহার পরিবার, দৈত্যের মা ও দুই একজন প্রতিবাসিনীকে দেখাইয়া দিলে গোপাল বাবু স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন; শৈল এপর্য্যন্ত কেন দ্বার খুলে নাই, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রে বিনোদকে লইয়া যাইবার সময় রামদাস সন্ন্যাসী বাটীর ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন এ সম্বাদ কেহই জানিত না, সুতরাং সকলেই ভাবিয়াছিল শৈলই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রহিয়াছে। শেষ গোপাল বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া জনেক সরকার দ্বারা দারগার নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন।

ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। গোপাল বাবু আপন বাটীর সম্মুখে এক পুষ্পোদ্যানে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, নিকটে তাঁহার কন্যা দাঁড়াইয়া একটি গোবৎসের সহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ

ভ্রাতার ক্রীড়া দেখিতেছে। নববৎসটি এক একবার দৌড়িয়া আসিয়া শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইতেছে; শিশু তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিতেছে, আবার বৎসটি পূর্ব্বকোণ দৌড়িয়া পলাইতেছে, আবার আসিতেছে, একবার একবার আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শিশুর মস্তকের নিকট নাসা বিস্তার করিতেছে; শিশু চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বৎস অপ্রতিভ হইয়া অমনি পলাইতেছে।

এই সময় বিলাস বাবু তথায় আসিলেন; আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া গোপাল বাবুর কন্যা তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিল। পদদ্বয় অচল হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ভূমিস্পর্শ করিতেছে। গোপাল বাবুর কন্যা ভাবিল পায়ে বেদনা হইয়া থাকিবে। বিলাস বাবুর সম্মুখদৃষ্টি ঘুচিয়া প্রায় পার্শ্বদৃষ্টি হইয়াছে। গোপাল বাবুর কন্যা ভাবিল, বিলাস বাবু টেরা হইয়াছেন। বিলাস বাবু প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইবে গোপাল বাবুর বাটীতে আসেন নাই।

বিলাস বাবু আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন; গোপাল বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অল্প শব্দ করিলেন। গোপাল বাবু তাঁহার প্রতি চাহিবামাত্র বিলাস বাবু বায়ুতে মাথা ঠুকিলেন, অর্থাৎ আধুনিক না ইংরাজি না মুসলমানী কেতায় সম্ভাষণ করিলেন। গোপাল বাবু অন্যমনস্কবশতঃই হউক আর ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, সে সম্ভাষণ বড় গ্রহণ করিলেন না। বিলাস বাবু ভাবিলেন, আমাকে গোপাল বাবু ভাল চিনিতে পারেন নাই, অতএব দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া স্বর পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত দুই একবার কাসিলেন, পরে বলিলেন, "গোপাল বাবু ভাল আছেন? কল্য রাত্রে আমি এখানে ছিলাম না, তাই ভাবিলাম যে সে কথাটা একবার আপনাকে বলে আসি আর

একবার দেখা করে আসি, অনেক দিন দেখা হয় নাই।” গোপাল বাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ভাল আছেন?” বিলাস বাবু কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, “আমাকে ‘আপনি’ ‘মহাশয়’ এ সকল কথা কেন বলেন? পূর্ব্বে যখন ঐ বৈঠকখানায় বসিয়া দিবা রাত্রি তাস খেলা যাইত তখন ত এ সকল শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; আমি আপনার চিরইয়ার।”

এই সময় দারগা কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে গোপাল বাবুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিলাস বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি পলাইবার উদ্যম করিলেন। দারগা উপহাসচ্ছলে বলিলেন, “বিলাস বাবু পলাও কেন?” বিলাস বাবু সত্য সত্যই পলাইলেন। যেদিকে গেট সেদিকে কনেষ্টবলগণ ছিল বলিয়া অন্য দিকে ছুটিলেন, কিন্তু অল্প দূরে গিয়াই দেখেন সম্মুখে প্রাচীর! পুষ্পোদ্যানের চারিদিকে প্রাচীর আছে, তাহা বিলাস বাবু বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু পলাইবার সময় সে কথা মনে আসিল না। সম্মুখে প্রাচীর দেখিয়া বিলাস বাবু তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। বিলাস বাবু কেন পলাইলেন একথা গোপাল বাবু কি দারগা কেহই বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে বিলাস বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বিলাস বাবু ভূমি হইতে উঠিয়া দেখেন দারগা নিকটে দাঁড়াইয়া। তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন, “যখন আপনি সকলই জানিয়াছেন, তখন আমি আর কতদূর পলাইব; আমি ধরা দিলাম কিন্তু সত্য করে বলুন আমার কি ফাঁসি হবে? আমি খুন করেছি সত্য, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কি জানত খুন করি নাই; অন্ধকারে বুকে পা দিয়াছিলাম তাই বিনোদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।”

গোপাল বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "তবে কি বিনোদ নাই!"

বিলাস বাবু বলিলেন, "বিনোদ নাই, কল্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দারগা মহাশয় তা সকল জানেন।"

দারগা মহাশয় আর কোন উত্তর না করিয়া বিলাসকে গ্রেপ্তার করিলেন। সজোরে হাতকড়ি কসিতে, বিলাসকে লাগিল। বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা চারি দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের দুরদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই সুখ সংসারে সচরাচর ঘটে না। তজ্জনিত বিনোদের যে চিত্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিনোদের পক্ষে শৈল এ সংসারের একমাত্র গ্রন্থি ছিল; সে গ্রন্থি ছিঁড়িল। বিনোদের চক্ষে সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন সংসার অকারণ, পৃথিবী অকারণ, সৃষ্টিই অকারণ।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র দ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলিন বিনোদ সময়ে সময়ে শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা না থাকুক, মনের যন্ত্রণায় যে পত্রগুলিন লিখিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম পত্র।

যেখানে পাঠাইয়াছিলে আমি সেই খানেই আছি। স্থানটি চমৎকার নির্জ্জন; যে কয় দিন বাঁচি ইচ্ছা হয় যেন এই খানেই

থাকিতে পাই। পূর্ব্বদিকের জানেলা খোলা থাকে; পালঙ্কে শুইয়া আমি সেই দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকি, কেবল পৃথিবী দেখি। আকাশ, প্রান্তর, আর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ ব্যতীত এদিকে আর কিছুই নাই। মনুষ্য সমাগম একেবারে নাই।

এই মাত্র বড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। দুর্ব্বাদল, বৃক্ষপত্র সূর্য্য কিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে; পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটি পক্ষী ডালে একা বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে; তাহারা কিছু চাহে না, কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয় আমিও ঐরূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি, কিন্তু পারি না। ইতি।

দ্বিতীয় পত্র।

এক্ষণে আমি এক একটু চলিতে পারি, অদ্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলাম। আমি এতদূর চলিতে পারি, দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না। নবশিশু দুই এক পদ চলিতে পারিলে যেরূপ আপনাকে অসামান্য মনে করিয়া মাতৃপ্রতি দৃষ্টি করিয়া হাসিতে থাকে, আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আমি যে আর কখন চলিয়াছিলাম কি চলিতে পরিতাম, তাহা আমার মনে ছিল না। আমার চলিতে ইচ্ছা কেন, চলিতে এত যত্ন কেন, এত আনন্দ কেন তাহা বুঝিতে পারি না। ইতি

তৃতীয় পত্র।

অদ্য কবিরাজ আসিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শেষ বলিলেন, "আর ভয় নাই আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।" অমনি আমি আহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম।

হাত ধরিয়াই সকল মনে পড়িল। আমার আবার আহ্লাদ কেন? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়াছিলাম জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই; মরিলেই ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা; অদ্য ধরা পড়িয়াছি। বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা। কিন্তু কেন?

আমার মত দুর্ভাগ্যেরও এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন। কিন্তু সে সুখ কি?

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না, একথা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিদল প্রাতে ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে বসিয়া কত কথা বলে, কত কলহ করে, কত বার উড়ে কতবার বসে, কত পুষ্প ঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। প্রজাপতিগুলি উড়িতেছে; কখন শূন্যে উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটি ছুটিতেছে, প্রথমটি আবার পলাইতেছে; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। বড় বড় তরু সকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে জন্মিয়াছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে, কতবার দুলিয়াছে, একবারও সরে নাই; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী উচ্চাকাশে উঠিয়া তিলবৎ আকারে ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। ভালবাসি সত্য, কিন্তু কেবল এই সকল দেখিবার নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে চাহি? কদাচ নহে। সকল সময় ত এ সমস্ত ভাল লাগে না। যখনই ভাবি ঐ বৃহৎ পক্ষী সমস্তদিন কেবল আহারের নিমিত্ত এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উড়িতেছে, অমনি আমার রাগ হয়। এই যে সুন্দর প্রজাপতি সর্ব্বদা উড়িতেছে, ইহারও আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল আহার খুঁজিতেছে, মরণ পর্য্যন্ত কেবল আহারই খুঁজিবে! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! ইহারা কেবল আহারের

নিমিত্ত জন্মিয়াছে। হে জগদীশ্বর! এই ক্ষুদ্র প্রজাপতিদিগকে উদ্ধার কর, আর ইহাদের যন্ত্রণা দেখা যায় না।

কেবল প্রজাপতিরই কথা কেন বলি। জগতের সকল জীবই এইরূপ যন্ত্রণা পাইতেছে। ভেক, মূষিক, হস্তী, সিংহ, মসা, মাছি, বিহঙ্গ বানর সকলেই কেবল আহার অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের আর কোন ইচ্ছা নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। হে জগদীশ্বর! তাহাদের কেবল কি আহার করিতে পাঠাইয়াছ?

কেবল এই সকল জীব জন্তু কেন? মনুষ্যই বা কি? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উদ্দেশ্য কেবল আহার। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য নিত্য জন্মিয়াছে; লক্ষ লক্ষ নিত্য মরিয়াছে; কিন্তু আহার ভিন্ন তাহারা আর কি করিয়া গিয়াছে। এইরূপ কত কাল অবধি মনুষ্য জন্মিতেছে মরিতেছে, তাহাদের সংখ্যা—হে জগদীশ্বর—তাহাদের সংখ্যা একবার আমার হৃদয়ে অনুভূত করাইয়া দেও; একবার আমি তাহা ভাবিয়া দেখি। এই অসংখ্য অভাবনীয় মনুষ্য রাশি কি কেবল আহার করিবার নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছিল? তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের এক্ষণে আর কি চিহ্ন আছে? তাহারা কেন জন্মিয়াছিল? সত্য সত্যই কি কেবল আহার করিতে জন্মিয়াছিল? তাহা যদি হয়, তবে—হে ঈশ্বর—এ জীবন অনর্থক, এ দেহ বৃথা, আমি ইহা চাই না, তোমার পৃথিবী মিথ্যা। প্রত্যহ তোমার সেই দিন, সেই রাত্রি; সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র; সেই বৃক্ষ, সেই লতা; সেই জল, সেই স্থল; আর আমার সহে না; আমার শেষ কর।

শেষ কি? মৃত্যু! তাহার পর—পরকাল। তাহাও কি এইরূপ উদ্দেশ্যরহিত? কে জানে, কে বলিতে পারে। পরকাল যে দেখেছে সে ফেরে নাই; তৎসম্বন্ধে যে যাহা বলে সে কেবল

অনুভব মাত্র; শাস্ত্রের কথাও কেবল অনুভবমূলক। কিন্তু পরকাল এক নিমেষের পথ, আমি এখনই দেখিলে দেখিতে পারি; ইহকাল আর পরকালের মধ্যে অতি সূক্ষ্মচ্ছেদ, এখনই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারি। একপদ গেলেই পরলোক দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা দেখিলে আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। তখন যদি ভাল না লাগে? তখন যদি পরলোক অপেক্ষা ইহলোক ভাল বোধ হয়, তবে কি উপায় হইবে?

আমি মরিব না, পরলোক আমি চাহি না। চাহি না বা কেন বলি, মরণ আছেই; মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, অপরিহার্য্য, যে জন্মিয়াছে সেই মরিয়াছে অথবা মরিবে। তুমি নিশ্চয় মরিবে। আমিও নিশ্চয় মরিব। সময় উপস্থিত হইলে যত্নে কি ঔষধে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বৃথা।

মরণ নিশ্চিত, এই পাপ সংসার হইতে যে উদ্ধার হইব তাহা কাজেই নিশ্চিত; তবে মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিতে ভয় কেন? বাঁচিব শুনিলে আহ্লাদ কেন? মনের এ সকল গতি কিছুই বুঝিতে পারি না।

পরকালের প্রতি সন্দেহই কি এই ভয়ের কারণ? তাহা হইলেও হইতে পারে। তবে পরকালের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস আছে, যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, বোধ হয় মরিতে কেবল তাঁহাদের ভয় হয় না।

এ সকল চিন্তা আমার পক্ষে এক্ষণে গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বোধ হয় তোমার ভাল লাগে না। অতএব ক্ষান্ত হইলাম। ইতি।

চতুর্থ পত্র।

তোমার বয়স হইয়াছে, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু বল দেখি কখন কি এ সংসারে উদ্দেশ্যরহিত ব্যক্তি দেখিয়াছ? যে সংসারী, সংসারের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে সন্ন্যাসী, পরকালের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে দীনহীন, ধনোপার্জ্জন তাহার উদ্দেশ্য; যে ধনবান্, প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য; এইরূপ সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহাই উপলক্ষ করিয়া সকলেই কার্য্য করে; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্য নাই সে কি বিষয়ের উদ্যোগ করিবে? সে ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া ভাবিবে কি করিব? মধ্যাহ্নে বসিয়া ভাবিবে কি করিব? শয়নকালে দীপ জ্বালিয়া ভাবিবে কি করিব? বাস্তবিক এ পৃথিবীতে সে কি করিবে? তাহার সংসার নাই যে, পরিবারের সুখসাধন নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিবে; তাহার সমাজ নাই যে সমাজের উপকার করিয়া সুখানুভব করিবে; তাহার ঈশ্বর নাই যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আশা উদ্দীপন করিবে; তাহার কিছুই নাই, সে পৃথিবীতে কেন থাকিবে; তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন কি? সে আপনিই আপনার লোপ করিবে। তাহার আত্মহত্যা অসঙ্গত নহে। সে কতকাল অকারণে আর এখানে থাকিবে? তাহার অবস্থা ভয়ানক।

পূর্ব্বে অরণ্য মধ্যে একটি শালবৃক্ষের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কি কারণে জানি না, বৃক্ষটী এক সময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল; তাহার কোমল মঞ্জরীগুলি গিয়াছে, পত্রগুলি গিয়াছে, শাখাগুলি পর্য্যন্ত গিয়াছে, কেবল অঙ্গারাবশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধ আর দুই একটি মূলশাখার অংশমাত্র রহিয়াছে! চারিদিকে ফলে ফুলে শোভিত বিটপী সমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার

মধ্যস্থলে এই দগ্ধ তরু বাহু পসারিয়া হা হা করিতেছে। সুখ সমীরণ সকল বৃক্ষের নিকট যাইতেছে, সকলকে ভুলাইতেছে, সকলকে দোলাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষের নিকট যাই-তেছে না। চন্দ্রকিরণ কত সুখের সামগ্রী! সকল তরুকে হাসাইতেছে, আলোকে ভাসাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষকে স্পর্শ করিতেছে না। চারিদিকে বৃক্ষসকল কোমল সুবর্ণে প্লাবিত হইতেছে, কেবল এই হতভাগ্য বৃক্ষস্কন্ধ যেমন অঙ্গারবর্ণ তেমনই রহিয়াছে—আবার একা রহিয়াছে। অন্য কোন বৃক্ষ ইহার নিকটে নাই। দেখিয়াছিলাম কেবল একটী লতা দূরহইতে ক্রমে ক্রমে এই হতভাগ্য তরুর মূলপর্য্যন্ত আসিয়াছে। ভাবিলাম লতা স্ত্রীজাতি, তাহা না হইলে কাত-রের প্রতি এত দয়া কেন; যাহারে সকলে ত্যাগ করিয়াছে লতা তাহারে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে; লতা সেই অঙ্গা-রাবশিষ্ট দেহ আপন পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া আবার ফল ফুলে শোভিত করিবে, দগ্ধতরুকে শীতল করিবে, সতত কাছে থাকিবে, কোমল বাহু দ্বারা তাহাকে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে।

তখন আমার কি ভ্রম ছিল! এখন আমি বুঝিয়াছি লতা কেবল ঐ ভাগ্যহীন তরুকে অবলম্বন করিয়া আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবে বলিয়া আসিতেছিল, দয়া ভাবে আইসে নাই।

তোমায় যাহা বলিব মনে করিয়া এই পত্রখানি লিখিতে বসি-য়াছিলাম তাহা বলিতে পারিলাম না; বারান্তরে চেষ্টা করিব। ইতি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদী এই শেষ পত্রখানি পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন; পত্রখানি দুই তিনবার পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বিনোদ ভাবিয়াছিলেন যে, যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন বিনোদ তাহা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শম্ভু স্থিরনেত্রে অনেকক্ষণ ভাবিলেন, শেষ আপনাপনি বলিলেন "মনের এ অবস্থা ভাল নহে।"

যে রাত্রে শম্ভু বিনোদের এই পত্র পাঠ করিতেছিলেন, সে রাত্রে বিনোদ ছাদের উপর শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে-ছিলেন। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ তাঁহার দৃষ্টি চন্দ্রের উপব পড়িল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে, বিনোদ অনেকবাব চন্দ্রেব প্রতি চাহিয়াছেন কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। এইবার চন্দ্রেব দিকে চাহিতে চাহিতে মনে হইল যে, এই চন্দ্র-কিবণ কতদূব ব্যাপিয়া কত পদার্থেব উপর পড়িতেছে; পর্ব্বতে, কন্দবে, অরণ্যে, সাগরে—যে পর্ব্বতে কখন কেহ যায় নাই, যে কন্দর আছে কি না কেহ জানে না, যে অবণ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ কবে নাই, যে সাগরে মেঘ ভিন্ন অন্যেব ছায়া পড়ে নাই—সর্ব্বত্র চন্দ্রকিরণ পড়িতেছে। এই চন্দ্ররশ্মি হিমালয়ের তুষার বাশিতে জ্বলিতেছে; দেবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় জ্বলিতেছে; শার্দ্দূ-লের চক্ষে জ্বলিতেছে; হত্যাকারীর অস্ত্র ফলকে জ্বলিতেছে; হতব্যক্তির রক্তধারায় জ্বলিতেছে; আবার কত দুর্ভাগ্যের নয়নাশ্রুতে জ্বলিতেছে।

বিনোদ আবার মনে করিতে লাগিলেন চন্দ্রের দিকে চাহিতে আমার যে সময় লাগিল, এই অল্প সময় মধ্যে পৃথিবীর কত স্থানে

কত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, চন্দ্র তাহা নিঃশব্দে দেখিলেন। এই মুহুর্ত্তমধ্যে কতস্থানে কত মনুষ্যজীবন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মিলিয়া গেল।

রাত্রের মৃত্যু ভয়ানক, নিঃশব্দে, অন্ধকারে মরণ ভয়ানক। মৃত্যুগৃহে রাত্রে যে আলোক জ্বলে, তাহা আরও ভয়ানক। রাত্রের যম স্বতন্ত্র। ত হার সঙ্গী পাপ। রাত্রের যম মনুষ্য জীবন চুরি করে, পাপ তাহার পরামর্শী।

সিংহ শার্দ্দূলের, হিংসা হত্যার সময় রাত্রি। এই সময় কত পথে কত সর্প পথিকের প্রতীক্ষা করিতেছে; কত গৃহে কত কামিনী বিষপাত্র লইয়া জাগিতেছে। সুন্দর সর্পমুখে ফেণ, কামিনীর কোমল করে বিষপাত্র, অসঙ্গত; অসহ্য। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে ইহা সঙ্গত; সর্প ও যুবতী এক দল, একত্রে পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অনিষ্টের বীজ বপন করিয়াছিল। বোধ হয় সে পরামর্শ রাত্রে হইয়াছিল। দিবস পুণ্য, রাত্রি পাপ। দিন সুখ, রাত্রি দুঃখ।

রাত্রি শোকের সময়। রাত্রি হতভাগ্যের দিন। আমাব মত কত হতভাগ্য এই রাত্রে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আপন গতানুশীলন কবিতেছে। তাহারা কি আমার মত? আমার মত কি আব আছে? চন্দ্র! তুমি বৃহৎ সূক্ষ্ম সকল দেখিতেছ; নদীকূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলিন নদী হইতে কর্দ্দমে উঠিয়া সূক্ষ্ম শুণ্ড নাড়িতেছে তুমি তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। তুমি স্বরূপ বল আমাব মত হতভাগ্য আব দেখিয়াছ? তুমি অনেক দিনের। সীতাশোকে অধীর শ্রীবামের চক্ষের জল দেখিয়াছ; অভিমন্যু শোকাভিভূত অর্জ্জুনের যন্ত্রণা দেখিয়াছ; নলরাজার উন্মত্ততা দেখিয়াছ; ছোট বড় দেব মানব, কত লোকের পুত্রশোক, পত্নীশোক দেখিয়াছ। কিন্তু স্বরূপ বল আমার মত শোকের আধার আর

কখন কি দেখিয়াছ? সেই রাত্রের মত মর্ম্মভেদী ভয়ানক কার্য্য আর কখন কি দেখিয়াছিলে? সেই অচিন্তনীয় ব্যাপার কি কেবল আমারই অদৃষ্টে ছিল? আমারই নিমিত্ত কি কল্পিত হইয়া এত দিন রক্ষিত হইয়াছিল? আমায় এ যন্ত্রণা তাহারা কেন দিল? আমি তাহাদের কাহারও নিকট ত দোষী নহি। আমার দোষ এই যে, আমি সকলকেই ভালবাসিয়াছি,—আন্তরিক ভালবাসিয়াছি। আর এক দোষ আমি ছয় মাস অনুপস্থিত ছিলাম—জেলে গিয়াছিলাম—কিন্তু সেও ত আমার দোষ নহে। যাহাই হউক এই ছয় মাসমধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই সুন্দরী, সরলা, পতিব্রতা এক্ষণে রাক্ষসী; পূর্ব্বে আমায় কত ভালবাসিত আমিও কত ভাল বাসিতাম, এখন এমন কেন হইল? সেই ত সকল রহিয়াছে। গৃহে সেই আম্রবৃক্ষ, সেই প্রাচীর, সেই দ্বার, সেই সকলই রহিয়াছে। কিন্তু সে আদর, সে গৃহসুখ কোথা গেল!

এই সময়ে হঠাৎ নদীকূলে মৃদু-মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইল। বিনোদ ব্যস্ত হইয়া কর্ণপাত করিলেন। সংগীতধ্বনি ক্রমে আকাশ প্লাবিত করিল; বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষীরা জাগ্রত হইয়া উঠিল. দুই একটি কোকিল ও পাপীয়া ডাকিতে লাগিল। কোকিলেরা যাহাকেই ডাকুক, ডাকিবার সময় প্রথমে অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে ডাকে; যাহারে ডাকে সে আইসে না; সে শুনেও না; পক্ষীরা আবার ডাকে; ডাকের উপর ডাকে, উচ্চৈঃস্বরে উপর্য্যুপরি ডাকে; প্রাণ ভরে মর্ম্মভেদ করিয়া ডাকে; শেষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আবার ডাকিতে থাকে। প্রথমে ভগ্নস্বরে, ক্লান্তস্বরে, ধীরে ধীরে ডাকিতে থাকে; ক্রমে আবার তীক্ষ্নস্বরে ডাকের উপর ডাকে।

বিনোদ যে সংগীত শুনিতে ছিলেন, তাহাও সেইরূপ।

প্রথমে ধীরে ধীরে গীত আরম্ভ হইয়া, ক্রমে স্তরে স্তরে উঠিতে লাগিল, মর্ম্মব্যথার সঙ্গে সুর আরও উঠিতে লাগিল। সুরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বহিতে লাগিল, সুর যেন ব্যাকুল হইয়া চারিদিক্ ব্যাপিয়া ফেলিল। সুরের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, এত দিনের পর যেন কে তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিল, বিনোদ আপনিও সুরের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন। গীত থামিল; কিন্তু বিনোদ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিলেন, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। বিনোদের হৃদয় লঘু হইল। অনেক যন্ত্রণা গেল।

আবার গীত আরম্ভ হইল। এবার সুর স্বতন্ত্র; পূর্ব্ব রূপ উচ্চ নহে, তীক্ষ্ণ নহে, কেবল অলসময় কিন্তু বড় মধুর। বিনোদের চিত্ত ক্রমে প্রফুল্লোন্মুখ হইয়া আসিল; কিন্তু আবার তখনই মুদিত হইয়া গেল, যেন কি তাঁহার মনে আসিতেছিল, কিন্তু আসিতে আসিতে আর আসিল না। ক্রমে গীতধ্বনি চন্দ্রালোকে মিলাইয়া গেল।

সেই সুর আবার শুনিবেন বলিয়া বিনোদ ব্যগ্রচিত্তে বসিয়া রহিলেন। সুর আবার অলস ভরে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। এবার তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্লিত হইল; পূর্ব্বে যাহা মনে আসিয়া আসিয়া আইসে নাই এবার তাহা মনে আসিল—তাঁহার পূর্ব্ব সুখ—যে সুখে আপনি শৈলের অন্তরে ডুবিয়াছিলেন, শৈলকে আপনার অন্তরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই সুখপ্রতিমা, আলোকময়ী, আহ্লাদময়ী, দেবপ্রতিমার ন্যায় মনে আসিল। বিনোদ ভাবিলেন আমি কত সুখেই ছিলাম; এ সুখ আমার কেন গেল, সেই শৈল কেন এমন হইল, শৈল এরূপ না হইলে ত আমি সেইরূপই সুখে থাকিতাম। শৈল কি সত্য সতই এই কার্য্য করিয়াছিল; সেই রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি যাহা শুনিয়াছি

তাহা কি নিশ্চিত? না, হয় ত আমার ভ্রম। ভ্রম ত লোকের হয়। আমি হয় ত সে রাত্রে অজ্ঞানাবস্থায় অন্য কাহারও বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রদীপ হস্তে যে যুবতীকে দেখিয়া শৈল ভাবিয়া ছিলাম সে হয় ত আর কেহ হইবে। শৈল সে সকল অলঙ্কার কোথায় পাইবে, এ কথা আমার তখনই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এই সহজ কথা আমি এত দিন অনুধাবন করিয়া দেখি নাই, অনর্থক এই মর্ম্মভেদিযন্ত্রণায় জ্বলিতেছি।

বালকে কোন পক্ষিশাবক হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলে যেমন আহ্লাদে উছলিয়া উঠে, চারিদিক্ দেখে, আর শাবকটি বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে থাকে, বিনোদ সেইরূপ মনের এই ভাবটি আহ্লাদে অন্তরের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। 'সে যুবতী শৈল নহে—আর কেহ হইবে' এই কথা গুলিন যেন বিনোদ হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলেন, এবং বালকের মত সুখে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে টিপিয়া ধরিতে লাগিলেন।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন "আমার শৈল গৃহে আছে, আমি এখানে কেন রহিয়াছি? ভ্রম, আমার সকলই ভ্রম। যাই, এখনই তাহার নিকট যাইবার উদ্যোগ করি। উদ্যোগ আর কি, কেবল সঙ্গে একজন লোক আবশ্যক, তাহারও ভাবনা নাই।

এই সময় সঙ্গীতস্বর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যেন অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িল, আর জাগিল না। বিনোদ অনেক ক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন; গীতের আর কোন সম্ভব নাই বুঝিতে পারিয়া শেষ ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিলেন। ভাবিলেন এ মধুর গীত কে গাইল, একবার তাহাকে দেখিয়া আসি, এই মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানে গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যেদিক্ হইতে সংগীতধ্বনি আসিয়াছিল, বিনোদ একা সেই দিকে গিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু গায়কের দেখা কোথাও পাইলেন না। একস্থানে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে বোধ হইল, এক ব্যক্তি কে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিযা আছে। বিনোদ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া দেখেন সেখানে কেহই নাই, কেবল একস্থানে পত্রাভাবে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে। অন্ধকারমধ্যে সেই চন্দ্ররশ্মি শ্বেতবসন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিলেন, আমাদের কত সহজেই ভ্রম হয়; বৃক্ষচ্ছায়ায চন্দ্রকিরণ যদি মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতে পাবে, তবে অজ্ঞানাবস্থায এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আব এক ব্যক্তি বোধ হইবে তাহাব আশ্চর্য্য কি? অপবা সুন্দবীকে শৈল বলিযা বোধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ নদীকূলে দাঁড়াইলেন। সেখানেও কেহই নাই, কেবল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিযাছে; নৌকায় আলোক নাই, দুই তিনটী দাঁড়ি মাঝি শয়ন করিয়া আছে। নৌকাখানি সমস্ত দিনেব পব যেন অবকাশ পাইয়া ক্রীড়া কবিতেছে; স্রোতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, একবার একবাব রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে আবাব অগ্রসর হইযা কূলের দিকে আসিতেছে। বিনোদ তথায় ক্ষণেক দাঁড়াইযা বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একজন পরিচারক জাগ্রত ছিল; তাহাকে বলিলেন, এইমাত্র একজনকে গীত গাইতেছিল আমি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, তুমি একবার নদীকূলে যাইয়া দেখ নৌকায় কে আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই মধুব গীত গাইয়া ছিল কি না, জানিয়া আইস।

পরিচারক নদীকূলে যাইয়া "মাজি মাজি" বলিয়া দুই একবার ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না। নাবিকেরা নিদ্রিত মনে করিয়া পরিচারক জলে নামিল। তাহাকে অগ্রসর দেখিয়া নৌকা মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে মাজিদিগকে ডাকিতে লাগিল; মাজিরা কেহ উত্তর দিল না। পরিচারক নৌকার নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল যে, "এইমাত্র কে গীত গাইতেছিলে আমার সঙ্গে আইস।"

এই সময় নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া বলিল "আমি গীত গাইয়াছি অতএব আমাকে লইয়া চল।" পরিচারক চন্দ্রালোকে তাহার রূপরাশি দেখিয়া বলিল "আসুন, যিনি আপনার গীত শুনিয়া কাঁদিয়াছেন তিনি একবার আপনাকে দেখিবেন।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কে?" পরিচারক বলিল, "আমি তাহা বিশেষ জানি না। তিনি পীড়িত হইয়া এই বৈঠকখানায় আসিয়াছেন; পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, অদ্যাপি দুর্ব্বল আছেন; এই পর্য্যন্ত আমি জানি। স্ত্রিলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পীড়িত ব্যক্তির স্বভাব কিরূপ? তাহারে দেখিলে কি বোধ হয়? পরিচারক উত্তর করিল, তাঁহারে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে—যেন তাঁহার আর কিছুই নাই আর কেহই নাই; বাস্তবিক আত্মীয় থাকিলে তাঁহার কেহ না কেহ তত্ত্ব করিতে আসিত। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ আসে নাই; কেহ একখানা তাঁহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখে নাই। তিনি একা থাকেন, একা বেড়ান, একা ভাবেন; মধ্যে মধ্যে আমায় জিজ্ঞাসা করেন তোমার আর কে আছে? আমি কতবার সে কথার উত্তর দিয়াছি তবু আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে

যাহাই হউক লোকটি বড় ভদ্র কিন্তু বড় ভীরু। একদিন একস্থানে একটি গোর দেখিয়াছিলেন, দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁহার পা উঠিল না। কপাল ঘামিতে লাগিল, আমি সঙ্গে ছিলাম তাহাতেই কোন প্রকারে ফিরে আসিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অবধি আর সে দিকে যান না। দিনের বেলাই তাঁহার এত ভয় না জানি রাত্রি হইলে কি হইত; কিন্তু যদি তিনি আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহেন তবে সময় মত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন; আমি চাকর হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই; আর কোন পরিচয় না হউক, তাঁহার আর কে আছে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেই হইল; আমার বোধ হয় তাঁহার কেহ নাই।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমার এখন যাওয়া ভাল হয় না, অতএব তুমি যাও।"

পরিচারক কোন উত্তর না করিয়া ফিরিয়া চলিল। স্ত্রীলোকটি নৌকায় দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিল। অনেকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিনোদের দ্বারে যাইয়া সারঙ্গের ঝঙ্কার দ্বারা আপন আগমন বর্ত্তা জানাইল। পরিচারক আসিয়া দ্বার খুলিলে নর্ত্তকী বলিল "চল, কোথায় তোমার বাবু আছেন আমাকে দেখাইয়া দিবে চল।" এই বলিয়া নর্ত্তকী গৃহপ্রবেশ করিতে উদ্যতা হইল। পরিচারক বারণ করিল না। স্ত্রীলোকেরা গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিল বিনোদ একটি আলোকের নিকট বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার গাত্রে একখানি চাদর রহিয়াছে, নিকটে একটি লাঠী পড়িয়া আছে। বিনোদ সত্যই কোথায় এখনই যাইবেন। স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া বসিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া তাহা-

দের প্রতি চাহিয়া রহিলেন অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নর্ত্তকী আসিবার সময় বিনোদের আকার এক প্রকার মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া চক্ষে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিতা হইল; বিনোদ যে এত যুবা কি এমত রূপবান্, নর্ত্তকী তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। বিশেষ বিনোদের ম্লানবদন দেখিয়া নর্ত্তকী আরও আশ্চর্য্য হইল,

এই সময় বিনোদ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাই কি এইমাত্র গীত গাইতেছিলে? তোমাদের স্বর অতি মধুর আমি আর কখন এরূপ সুর শুনি নাই।"

বৃদ্ধা সঙ্গিনী নর্ত্তকীকে দেখাইয়া বলিল "ইনিই গাইতেছিলেন। ইনি উত্তম নাচিতেও পারেন।"

নর্ত্তকী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নতমুখে বলিল, "এ দুর্ভাগিনী এক সময় এই ব্যবসায়ে শিক্ষিতা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে আমাকে গায়িকা কি নর্ত্তকী বিবেচনা করিবেন না।"

বিনোদ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "আমি তোমাদের ডাকি নাই; যদি পরিচারক তোমাদের ডাকিয়া থাকে তবে অন্যায় করিয়াছে। তোমাদের দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল কিন্তু তখন আমার অনুভব হয় নাই যে তোমরা স্ত্রীলোক। এক্ষণে তবে তোমরা নৌকায় যাও; পরিচারক যে তোমাদের কষ্ট দিলে তাহাতে কিছুমাত্র মনে করিও না।"

নর্ত্তকী এই কথা শুনিয়া একবার মাথা তুলিয়া বিনোদের প্রতি চাহিল; চাহিয়াই আবার মাথা নত করিল, কিন্তু উঠিল না। বিনোদ ভাবিলেন বোধ হয় ইহারা কিছু অর্থের প্রত্যাশা করে। অতএব বলিলেন "আমায় তোমরা যেরূপ সুখী করিয়াছ

তাহাতে ইচ্ছা হয় তোমাদের পাথেয় কিছু দিই কিন্তু আমি দীনহীন অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি।”

এই কথা সমাপ্ত না করিতে করিতেই নর্ত্তকী বলিল “মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না; আপনার সহস্র মুদ্রাদান করিবার সাধ্য থাকিলেও আমি লইতাম না, পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, এক্ষণে আমি গীত ব্যবসায়ী নহি, মহাশয়ের চাকর আমাকে ডাকিয়াছে বলিয়াই যে আমি আসিয়াছি এমত নহে। আমি এই বাটীতে বালিকাকালে অনেকবার আসিয়াছি। যে সুরেব বা রাগিণীর আপনি প্রশংসা করিতেছিলেন তাহা এই ঘরে বসিয়া শিখিয়াছিলাম, তাহাই একবার এই ঘর দেখিতে আসিয়াছি।” বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন “তখন এ বাড়ীতে কে থাকিত?” নর্ত্তকী উত্তর করিল “এ বাড়ীতে তখন কেহ নিরবধি বাস করিতেন না, মধ্যে মধ্যে মহারাজ মহেশচন্দ্র আসিয়া থাকিতেন; আমিও সেই সঙ্গে আসিতাম; আমি তাঁহার নর্ত্তকী ছিলাম। মহারাজ যে অবধি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সেই অবধি সে ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছি। আমার আর কেহ নাই; কাজেই অর্থের আমার প্রয়োজন নাই।”

বিনোদ বলিলেন, “মহারাজ মহেশচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। আমি তাঁহারে কখন দেখি নাই; তাঁহার আকার কিরূপ ছিল।”

এই কথা শুনিয়া নর্ত্তকী আপনার গলদেশ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র লইয়া বিনোদের নিকট রাখিলেন। বিনোদ তাহা ব্যগ্রচিত্তে দীপের নিকট ধরিলেন। চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলেন, দীপালোকে চিত্র আবার দেখিলেন, এবার আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমায় কে বলিল এ মূর্ত্তি মহারাজ মহেশচন্দ্রের ? মিথ্যা কথা, অসম্ভব!"

নর্ত্তকী বলিলেন "চিত্র মিথ্যা নহে, আপনার সংশয় মিথ্যা। আমি তাঁহার প্রতিপালিতা, আমার কথা বিশ্বাস করুন।"

বিনোদ আর কোন উত্তর না করিয়া শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। চিত্র দেখিয়া বিনোদ কেন এত চঞ্চল হইলেন নর্ত্তকী তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপরিচ্ছদলিখিত নর্ত্তকীকে শৈল বলিয়া অনেকের ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বোধ হয় সে ভ্রম গিয়াছে। শৈল অপেক্ষা নর্ত্তকী প্রায় সাত আট বৎসর বয়োধিকা ; তদ্ভিন্ন, শৈল ক্ষীণাঙ্গী, নর্ত্তকী ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। শৈলকে কখন হাসিতে দেখা যাইত না ; নর্ত্তকী কখন হাসি ছাড়া থাকিত না। নর্ত্তকী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না অথচ সতত হাসিত ; মিষ্ট কথায় বক্তার মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত ; রুষ্ট কথায়ও হাসিত কিন্তু সে সময় নিকটস্থ শ্রোতাদিগের মুখ প্রতি চাহিয়া হাসিত। আবার যখন অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিত তখন মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া হাসিত। নর্ত্তকীর অপ্রতিভের হাসি আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একইরূপ দেখাইত ; হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে সহজে তাহা বুঝা যাইত না, অনেকে বলিত ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত।

আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত ; তৎসঙ্গে নিম্নদৃষ্টি, নাসাগ্রে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠকম্প দেখাযাইত। শৈলের এসকল কিছুই ছিল না।

শৈলের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তীব্র বোধ হইত; আবার তাহারপ্রতি কেহ চাহিলে সেই তীব্রতা আরও বাড়িত। নর্ত্তকীর [illegible] স্বভা বতঃ ভীতা কেহ তাহার চক্ষু প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়নপল্লব নামিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষুদিগকে আচ্ছাদিত করিত।

নর্ত্তকীকে কেহ কখন নৃত্য করিতে দেখে নাই। যে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিনোদের সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে, ইনি নাচিতেও পারেন, সে পরিচারিকাও কখন তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখে নাই। মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে এই রূপবতী আশৈশব নর্ত্তকী বলিয়া প্রতিপালিতা এজন্য সকলেই তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া জানিত।

কথিত আছে মহারাজ স্বয়ং নৃত্য ভালবাসিতেন না, অন্য কেহ নৃত্যের প্রশংসা করিলে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন। তাঁহার গৃহে কখন নাচের "মজলিস" হইত না। গীত শুনিতে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন কিন্তু কখন গায়ককে সম্মুখে বসাইয়া গীত শুনিতে পারিতেন না। গায়কেরা স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া গাইত আপনিও স্বতন্ত্র স্থানে একা শয়ন করিয়া গীত শুনিতেন। সে সময় তাঁহার পরমাত্মীয়গণেরাও নিকটে যাইত না; অনবধানতা প্রযুক্ত কেহ গেলে তিনি সিংহের ন্যায় মাথা তুলিতেন, অন্য প্রকারে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেন না; আর কিছু বলিতেনও না। এদেশীয় সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোন গায়ক তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। অথচ তিনি কখন এই দেশী রাগ রাগিণী শুনিতেন না। তিনি যাহা শুনিতেন তাহার কোনটির নাম "শোক" কোনটির নাম "সুখ" ইত্যাদি। নর্ত্তকীর প্রথম যে সুরে বিনোদ কাঁদিয়াছিলেন তাহার নাম "শোক" দ্বিতীয়

সুরটির নাম "সুখ।" এই সকল রসাত্মক সুর একজন ব্রহ্মচা[illegible] নর্ত্তকীদিগকে শিখাইতেন।

মহারাজের নর্ত্তকী অনেক ছিল। তাহারা সকলে মাসিক বেতন ও মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণখচিত বস্ত্র এবং তদুপযোগী অলঙ্কার পাইত। কিন্তু যে নর্ত্তকীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে সে কখন বস্ত্র অলঙ্কার লইত না। এই সকল মনোহর দ্রব্যের প্রতি তাহার এক প্রকার ভয় ছিল। নর্ত্তকীর প্রথম যৌবনকালে একবার তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা তাহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়াছিল। কিন্তু অলঙ্কার পরিয়া নর্ত্তকী আর মাথা তুলিল না বরং বিন্দু বিন্দু ঘামিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়েরা অলঙ্কার খুলিয়া লইল। তখন হাসি হাসি মুখে নর্ত্তকী একজনের কর্ণে বলিয়াছিল যে "অলঙ্কার পরিলে আমার মনে হয় যেন সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে।" কিন্তু এ কথা প্রথমাবস্থার। এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছিল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের পট দেখিয়া বিনোদ কক্ষান্তরে গেলে নর্ত্তকী ক্ষণকাল বসিয়া রহিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে একখানি গৃহচিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভাবিল, এখানি নূতন, পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই, অতএব বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নর্ত্তকী উঠিল; বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া ঈষৎ তাহা উদ্দীপন করিল, তাহার পর চিত্রের নিকট যাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সেই উদ্দীপ্ত দীপালোকে নর্ত্তকীর উন্নত মুখমণ্ডলী আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের তাৎকালিক সুখমাধুরি পটে অঙ্কিত করা চিত্রকরের অসাধ্য।

নর্ত্তকী যে পটখানি একাগ্র হইয়া দেখিতেছিল তাহাতে

চিত্রকরের বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ থাকিলে থাকিতে পারে কিন্তু চিত্রিত বিষয় অতি সামান্য। একটি জলাশয়ে কেবল গুটিকতক হংস বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য বিষয়ে চিত্রকর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। পটের ঊর্দ্ধভাগে আকাশ চিত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি স্বর্ণ মণ্ডিত হইয়া সূর্য্য দেখিতেছে। পটে সূর্য্য চিত্রিত হয় নাই কিন্তু পশ্চিমদিকের আকাশে সূর্য্যালোক মৃদু অথচ স্পষ্ট রহিয়াছে। আকাশের অন্য দিকে সে আলোক নাই ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল এই চিত্রিত আকাশ দেখিলেই বোধ হয় অপরাহ্ণ উপস্থিত এবং তাহা শরৎকালের অপরাহ্ণ। তাহার পর চিত্রিত জলাশয় ও তাহার পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি দেখিলে শারদীয় অপরাহ্ণ আরও স্পষ্ট জানা যায়। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্রে মলিন স্বর্ণ আভা লাগিয়াছে, তাহা এত মলিন যে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ষা ফুরাইয়াছে, জলাশয়টি পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বর্ষার লতাগুলি তীরস্থ শাখা হইতে ঝুলিতেছে, তাহার পুষ্পগুলি গভীর, স্থির, কাল জলে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। জলে অপরাহ্ণের ছায়া পড়িয়াছে, সকল স্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর। এই সময় একটি রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া মাথা ফিরাইয়া তরঙ্গ তুলিয়া যাইতেছে, কাল জলে তাহার অমল শ্বেত পক্ষ আরও অমল দেখাইতেছে। আর দুইটি রাজহংস পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া স্থির জলে স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা কূলে যাবে কি না তাহাই ভাবিতেছে। আর এক স্থানে আর একটি রাজহংস ডুবিয়া উঠিয়াছে, মাথার জলকণা শত শত অমল মুক্তাকারে পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; হংস আবার ডুবিবে বলিয়া মাথা নামাইতেছে।

পটের নিম্নে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে একটি পুরাতন গীতের এই অংশটি লিখিত আছে। যথা——

"শ্যাম সায়রে আমি হংসী ছিলাম,
ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম,
কত উলটি পালটি ভেসে যেতাম,"

নর্ত্তকী শেষ এই গীতাংশ পড়িয়া চক্ষের জল মুছিল। দীপাধারে প্রদীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে আসনে আসিয়া বসিল; ক্রমে উপাধানের উপর মস্তক নত করিয়া অতি মৃদুস্বরে গীতটি গায়িতে লাগিল। গীতটির প্রথম কথা "সুখময় সায়র" এই অংশ গায়িতে গায়িতে নর্ত্তকী একবার আপনা আপনি বলিল, "সুখময় সাগরই বটে," আবার পূর্ব্বমত গায়িতে লাগিল। পার্শ্বস্থ কক্ষে বিনোদ আছেন একথা নর্ত্তকী গায়িতে গায়িতে ভুলিয়া গেল, উন্মত্তা হইয়া গায়িতে লাগিল। বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গীত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গীত তুমি কোথায় পাইলে?" নর্ত্তকী কেবল অঙ্গুলিদ্বারা পট দেখাইয়া দিল। বিনোদ পটের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকী উঠিয়া প্রদীপ হস্তে সঙ্গে সঙ্গে গেল। আলোক বাড়াইবার নিমিত্ত নর্ত্তকী পটের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র তাহার অঙ্গের মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ বিনোদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বিনোদ ভাবিলেন "এ যে আমার শৈলের অঙ্গসৌরভ।" বিনোদ অমনি নর্ত্তকীর দিকে মাথা ফিরাইলেন; সৌরভ তাঁহাকে আরও মোহিত করিল; মোহিত হইয়া তিনি নর্ত্তকীর কৃষ্ণ কেশ দেখিতে লাগিলেন। নর্ত্তকী এসকল কিছুই জানিতে পারিল না, স্থির ভাবে প্রদীপ ধরিয়া

পট দেখিতে ছিল, মনে করিয়াছিল বিনোদও পট দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদ বলিলেন, "তোমার অঙ্গের কি আশ্চর্য্য সগন্ধ!" অমনি নর্ত্তকীর হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল; ঘর অন্ধকার হইল। বিনোদ পরিচারককে ডাকিয়া আলোক আনাইয়া দেখেন নর্ত্তকী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন কেন সে প্রদীপ ফেলিয়া চলিয়া গেল তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি; কিন্তু সৌরভে শৈলকে মনে পড়িয়াছিল অন্তরে তাহার চিত্র দেখিতে দেখিতে শয়ন ঘরে গেলেন, অতি অল্প ক্ষণ মধ্যেই নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে রাত্রে তাঁহার আর সুরপুরে যাওয়া হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় আহ্লাদে পুরিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তমীর প্রাতে বাদ্যো-দ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালক যেমন "আজ দুর্গোৎ-সব" বলিয়া আহ্লাদে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, বিনোদ সেইরূপ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। অদ্য সুরপুরে যাইবেন, তাঁহার প্রতিমাকে দেখিবেন, অদ্য তাঁহার দুর্গোৎসব। ত্বরাত্বরি পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হইলেন। একবার পরিচারককে বলিলেন," আমি চলিলাম পরে সংবাদ পাঠাইব।" পরিচারক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখেন সম্মুখস্থ উপবনে নর্ত্তকী কতকগুলি লতা পুষ্প হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় নর্ত্তকী যেন আর কি খুঁজিয়াছিল, পায় নাই। বিনোদ ভাবিলেন, আমি যে চলিলাম তাহা একবার উহাকে

বলিয়া যাই। অনেক দিনের পরে গত রাত্রে আমি যে সুখী হইয়াছিলাম তাহা কেবল এই নর্ত্তকীর কণ্ঠগুণে, সুরের অসাধ্য কিছুই নাই; আমার মত অভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরাইতে পারে।

বিনোদকে অগ্রসর দেখিয়া নর্ত্তকী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিন্তু উপবন অতিক্রম না করিতে করিতেই বিনোদ তাহার নিকট আসিলেন। তখন নর্ত্তকী উপায়ান্তর না দেখিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে একটি মাধবীলতার নবপত্র কোমল অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ বলিলেন "তুমি যাও নাই ? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি রাত্রেই নৌকা ভাসাইয়াছ।" নর্ত্তকী আরও লজ্জিতা হইল। বিনোদ তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কখন যাইবে ?"

নর্ত্ত। এখনই যাইব।

বি। আমিও চলিলাম।

ন। কোথায় ?

বি। সুরপুরে—সেখানে আমার বাস।

ন। তাহা আমি জানি।

বি। তুমি সুরপুরে কখন গিয়াছিলে ? শৈলকে চেন ?

ন। চিনি, তিনি আমাদের রাজকুমারী।

বি। রাজকুমারী!—

ন। মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা।

বি। সে কি! তুমি অন্য কোন শৈলের কথা বলিতেছ।

ন। আমি আপনার শৈলকে মনে করিয়া বলিতেছি। আমি তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাবস্থা অবধি জানি।

বি। আমার শৈল রাঘব রামের কন্যা।

ন। রাঘব রামের পালিতা কন্যা।

বি। রাজার কন্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হই-বার সম্ভাবনা কি? মহারাজ মহেশচন্দ্রের কিসের অভাব ছিল যে, তিনি অন্নের নিমিত্ত দরিদ্রের ঘরে আপনার কন্যা পাঠা-ইবেন; যদি তাহা হইত তবে সে কথা অবশ্য শৈল জানিত। শৈল দরিদ্রকন্যা, আমিও দরিদ্র, এই জন্য বুঝি তুমি আমাদের উপহাস করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক না হইলে আমি উপহাসে রাগ করিতাম।

ন। মহাশয়, দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমি প্রায় সাতাস বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছি এপর্য্যন্ত কাহাকেও কখন উপহাস করি নাই, আমাকেও কেহ উপহাস করে নাই, উপহাস আমি বুঝিতেও পারি না। শৈলসম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছি তাহা সত্য, চলুন ঐ মন্দিরে চলুন,আমি এখনই মহাশয়কে তাহার কতক প্রমাণ দিতে পারিব।

এই বলিয়া নর্ত্তকী নিকটস্থ একটি মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিল; বিনোদও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নর্ত্তকী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্যতলে প্রস্তরখোদিত এই কয়েকটী কথা দেখাইল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রস্য

প্রথমাত্মজায়াঃ শৈলকুমার্য্যা

জন্মাহে

শৈলেশ্বরস্য

মন্দিরমিদং স্থাপিতং।

বিনোদ ইহা পড়িয়া বলিলেন "মহারাজ মহেশচন্দ্রের প্রথম কন্যার নাম যে শৈলকুমারী তাহাই ইহাতে লিখিত

আছে। কিন্তু সেই শৈলকুমারী যে আমার পত্নী তাহা ইহা দ্বারা ত প্রমাণ হইল না।"

নর্ত্তকী বলিল "তাহা প্রমাণ হইল না সত্য, কিন্তু আসুন আর এক প্রমাণ দিতেছি।" এই বলিয়া বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা বাড়ীর শয়নঘরে প্রবেশ করিল। তথায় উত্তরদিকের একটি রুদ্ধ দ্বারের চাবি খুলিল। চাবিটি দ্বারের অপর একটি স্থানে অলক্ষ্যে লগ্ন ছিল; দ্বার খুলিবামাত্র বিনোদ দেখিলেন যে, একটি বালিকার প্রতিমূর্ত্তি একখানি পটে চিত্রিত রহিয়াছে। নর্ত্তকী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন এই প্রতিমূর্ত্তি চিনিতে পারেন?"

বিনোদ বলিলেন "না আমি চিনিতে পারিলাম না, শৈলের সঙ্গে কোন বিশেষ সাদৃশ্য ত দৃষ্টি হয় না, তবে ওষ্ঠ আর যুগ্ম ভ্রূ উভয়ের কতক কতক এক প্রকার বোধ হয়।"

নর্ত্তকী বলিল, "বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখুন, তিন বৎসর বয়সে আর ঊনিশ বৎসর বয়সে মনুষ্যের আকৃতি অবয়ব একই প্রকার থাকে না, যে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবেন এই আপনার শৈলের বাল্যমূর্ত্তি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী রাঘবরামের কেন প্রতিপালিতা হইলেন?"

নর্ত্তকী উত্তর করিল, "সে অনেক কথা। হঠাৎ মহারাজের মৃত্যু হওয়ায় মহারাণী বিরাগিণী হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান। সঙ্গে সামান্য দুই চারিজন পরিচারক ছিল; দস্যুরা কি গতিকে জানিতে পারিয়া পথে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। সঙ্গের লোকগুলির মধ্যে কতক হত হয়, কতক পলায়ন করে। শেষ মহারাণী একা পদব্রজে স্বদেশে প্রত্যা-

বৰ্ত্তন করেন। পথিমধ্যে সাংঘাতিক পীড়িতা হইয়া জামতলী গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার সময় একটি গৃহস্থকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া যান। কন্যাটির বয়স তখন তিন বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। গৃহস্থ কন্যাটি রাঘবরামের প্রথমা স্ত্রী। রাঘবরামের অনেক বিবাহ ছিল, তাহা বোধ হয় আপনি ভাল জানেন। কোথায় তাঁহার কয়টি সন্তান আছে তাহা তাঁহার গ্রামের লোকেরা জানিত না। একদিবস তিনি শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া বলিলেন, 'আমাব জামতলীর প্রথমা স্ত্রী সম্প্রতি গত হইয়াছেন; তিনি এই কন্যাটি রাখিয়া গিয়াছেন।' সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করিল। সেই অবধি শৈল রাঘবরামের কন্যা বলিয়া পরিচিতা হইলেন। শৈলও জানিতেন যে তাঁহার গর্ভধারিণী গত হইয়াছেন, রাঘব-রামের গৃহিণীকে তিনি বিমাতা বলিয়া জানিতেন। রাঘবরাম নিজেও জানিতেন না যে শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, শৈল ভদ্রবংশজাত ব্রাহ্মণ কন্যা।

বিনোদ বলিলেন, "এ পরিচয়ে আমার সংশয় দূব হইল না। যিনি জামতলীর গৃহস্থকে কন্যা সমর্পণ করিয়া যান তিনি যে মহেশচন্দ্রের রাজমহিষী তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল।"

নৰ্ত্তকী বলিল, "গৃহস্থকন্যাকে রাজমহিষী একটি স্বর্ণ কৌটা সমর্পণ করেন; তাহাতে এই কথাটি লিখিত ছিল, 'মহাবাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা শৈলকে যিনি প্রতিপালন করিবেন তিনিই এই কৌটার সমস্ত রত্নাদিতে অধিকারী হইবেন।' বাঘব বামের শ্বশুর স্বর্ণ কৌটাটি আপনি রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা খুলিতে না পারিয়া সম্প্রতি এক স্বর্ণকারের নিকট খুলিতে

আনিয়া সকল জানিতে পারিয়াছেন। আর উহা যে রাজমহিষীর হস্তাক্ষর তাহা মহারাজের কর্ম্মচারীরা চিনিয়াছেন।”

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজের কর্ম্মচারী কে?” নর্ত্তকী বলিল “যিনিই হউন তাঁহার সহিত আপনার শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময় হইলে তিনি আপনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার কারণ আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি তাহা বলিতেও পারিব না। শৈল যে রাজকুমারী তদ্বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না।”

বিনোদ বলিলেন, “হইতেও পারে—অসম্ভব কি—রাজকুমারী না হইলে সেরূপ হংসগতি, সেরূপ দুলিয়া দুলিয়া চলন, কোন সামান্য গৃহস্থকন্যার সম্ভব নহে। সে ভ্রুকুটী, সে কটাক্ষ, কি আর কাহার হইতে পারে? শৈল নিশ্চয়ই রাজকুমারী—আমার শৈল রাজকুমারী—আমি ত রাজকুমারীর যত্ন জানি না—আমি দরিদ্র, সে রত্নের আদর জানি না—কতবার হয় ত শৈল আমাকে অসভ্য রূঢ় ভাবিয়াছে। এই বার আমি সকল শোধ করিব। আমি তবে চলিলাম।”

নর্ত্তকী অতি কাতর অন্তরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। শেষ বিনোদকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় যাইতেছেন?”

বি। সুরপুর যাইতেছি—শৈলের নিকট যাইতেছি।

ন। সুরপুরে শৈলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

বি। কেন?

ন। রাজকুমারী সেখানে নাই।

বি। শৈল তবে কোথা?

ন। আপনি তাহা বোধ হয় আমার অপেক্ষা অধিক জানেন।

বি। কৈ আমি ত কিছুই জানি না—আমার সহিত তাঁহার অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। যে দিবস আমি জেলে যাই সেই দিবস প্রাতে দেখা হইয়াছিল। কিন্তু তখন শৈল কি করিতেছিলেন বা সে প্রাতে কোন সময় দেখা হইয়াছিল তাহা কিছুই আমার স্মরণ হয় না। সেই দিন অবধি আর দেখা হয় নাই।

ন। আর একদিন দেখা হইয়াছিল।

বি। কবে?

ন। যে দিন আপনি জেলখানা হইতে আইসেন।

বিনোদ ঈষৎ কাঁপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায়?"

ন। মহাশয়ের বাটীতে।

বিনোদ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "সেই রাত্রে?"

ন। সেই রাত্রে।

বিনোদ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি সে রাত্রের ঘটনা সত্য?"

নর্ত্তকী মস্তক নত করিয়া রহিল, আর কোন উত্তর করিল না।

বিনোদ মর্ম্মজ্বালায় ছুটিলেন; একবার মস্তক ফিরাইয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া "পাপিষ্ঠা, আমার সুখ ঘুচাইলি" বলিয়া নদীকূলে ছুটিলেন। তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া গাভীরা মুখ তুলিয়া রহিল, হংসগণ কূল হইতে জলে নামিল, শবভুক্ কুক্কুরেরা স্ব স্ব ভস্মস্তূপ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মনের বেগে ছুটিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইয়া নদীকূলে একটি অস্থিময় মড়ার মাথা দেখিয়া দাঁড়াইলেন; উহার ভগ্ন নাসা, কূপচক্ষু,

আকর্ণ বিকট দন্তশ্রেণী দেখিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন "এই দেখ আমিও হাসিতে জানি, আমি এখনও হাসিতে পারি, কেন হাসিব না? আমার কি হইয়াছে? কিছুই নহে। বল, তুমি হাস কেন? তুমি কোন যন্ত্রণা লুকাইয়া হাসিতেছ? তোমার হাসিব মর্ম্ম কি? আমার অদৃষ্ট দেখিয়া হাসিতেছ? তুমি স্ত্রীলোকের স্কন্ধে শোভা পাইয়াছিলে তাহাই তোমার এত হাসি; তোমার দেহ গিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে, তবু হাসি যায় নাই; এই যাউক" বলিয়া শবমস্তকে পদাঘাত করিলেন। শবমস্তক গড়াইতে গড়াইতে জলে পড়িল। বিনোদ দেখিলেন যে মড়ার মাথা গড়াইতে গড়াইতেও তাঁহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া হাসিতে লাগিল; একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দন্তবিদারণ করিয়া হাসে আবার বালুকায় মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া হাসে। বিনোদ সেই স্থানে দাঁড়িয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। নদীতে যে স্থানে শবমস্তক ডুবিল সেই স্থান হইতে দুই চারিটি জলবিম্ব উঠিল—ফাটিল, মিশাইয়া গেল। বিনোদ আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া দৌড়িতে লাগিল। সম্মুখে পথিপ্রান্তে একখানি ভগ্ন শকট পড়িয়াছিল, বিনোদ দৌড়িয়া সেই শকটে স্কন্ধ দিলেন; অনেক কষ্টে শকট স্থানান্তরিত করিলেন। শারীরিক শ্রমে তাঁহার উপকার হইল। ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যেখানে নর্ত্তকীকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন নর্ত্তকী সেই থানে দাঁড়াইয়া মাধবী পত্র লইয়া ছিঁড়িতেছে। বিনোদ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না, চলিয়া গেলেন; আবার কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন; বলিলেন "আমি তোমায় বড় রূঢ় কথা বলিয়াছি, আমি দুর্ভাগ্য, আমার উপর অভিমান করিও না, আমি বড় দুঃখী, এখন হইতে চিরদুঃখী হইলাম, আমার আর এজন্মে কোন আশা ভরসা রহিল

না।” এই বলিয়া বিনোদ মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া নর্ত্তকীর নয়নাশ্রু মাধবী পত্রে পড়িতে লাগিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন আর নর্ত্তকীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। শেষ নর্ত্তকী নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলের সম্বাদ বিনোদ কিছুই জানেন না। যে রাত্রে বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপনার গৃহে মৃত-প্রায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে শম্ভু কয়েদি আসিয়া শৈলকে লইয়া গেলে আর তাহার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে সে সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

যে গ্রামের ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে রামদাস সন্ন্যাসী আর মোহান্ত বাস করিতেন, শম্ভু শৈলকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গেলেন। রামদাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া শৈল সম্বন্ধে কতকগুলিন উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে রামদাস শৈলকে বলিলেন,“মাতঃ! আমার সঙ্গে আসুন।”

শৈল প্রথমে কোন উত্তর দিল না মস্তক ফিরাইয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। শম্ভু দৃষ্টির বাহির হইলে শৈল সন্ন্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিল না। সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন “আমার সঙ্গে আসুন।”

শৈল ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল “তোমার সঙ্গে কোথায় যাইব? কেন যাইব, তুমি কে?” শম্ভু যেদিকে গিয়াছেন সেই দিক্ দেখাইয়া রামদাস বলিলেন “আমি ঐ প্রভুর অনুমত্যানুসারে বলিতেছি আমার সঙ্গে আসুন।”

শৈ। আমি যদি না যাই?

রা। তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।

শৈ। এখানে তোমার সমভিব্যাহারে আর কে আছে?

রা। অনেকে আছে।

শৈ। কয়জন?

রা। বাইশ জন।

শৈ। তবে চল।

শৈলকে সঙ্গে লইয়া রামদাস সম্মুখস্থ এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শৈল দেবমূর্ত্তিকে হস্ত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। রামদাস বলিলেন "আসুন।" শৈল বলিল "আবার কোথায়?" রামদাস, ভিত্তিপার্শ্বস্থ সোপান দেখাইয়া বলিলেন "এই পথে চলুন।" শৈল সদর্পে উপরে চলিল। মন্দিরের উপরস্তবকে আর একটি দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে রাম দাস তাহার চক্ষু বাঁধিয়া কয়েকবার প্রতিমা বেষ্টন করাইয়া হস্ত ধরিয়া বলিলেন "আবার আসুন।" শৈল আর কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, পূর্ব্বমত দর্পিতভাবে চলিল। কয়েক পদ যাইয়া শৈল বুঝিতে পারিল সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে। যে সোপান দিয়া উঠিয়া ছিল সেই সোপান কি অন্য সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না কিন্তু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সোপান অবতরণ করিয়া শৈল অনুভব করিল যে কোন প্রস্তরময় পথ দিয়া চলিতেছে। আবার পরক্ষণেই অনুভব করিল পথটি প্রশস্ত নহে। উভয় দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর আছে। ক্ষণবিলম্বে একটা দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। শৈল ভাবিল, সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ। ক্রমে সেই গন্ধ আরও প্রবল হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "সন্ন্যাসী! কোথায়

লইয়া যাও আমার শ্বাসরোধ হয় যে।” রামদাস তখন শৈলের চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া বলিল, “আর একটু কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে।”

শৈলের চক্ষুর বন্ধন মোচন হইল সত্য, কিন্তু শৈল কিছুই দেখিতে পাইল না। পথ অন্ধকারময়। সন্ন্যাসীর পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া শৈল যাইতেছিল; হঠাৎ শব্দ স্থগিত হইল। শৈল ভাবিল সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে; অতএব দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিল, “সন্ন্যাসী, দাঁড়াইলে কেন?” সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। আবার শৈল সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এবারও উত্তর পাইল না। শৈল ফিরিল, ফিরিয়া দেখে পাশ্চাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে—পথপ্রমাণ দ্বারে পথরোধ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখে প্রস্তরময় প্রাচীর। বাম দিকেও সেইরূপ, কেবল সম্মুখে খোলা আছে কিন্তু বড় অন্ধকার। ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দেখে, আকাশ নক্ষত্র কিছুই দেখা যায় না সকলই অন্ধকার। শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শৈল ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল “সন্ন্যাসী! আমি কি এই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিব? না আর কোথায় আমায় যাইতে হইবে? এস্থানে আমার শ্বাসরোধ হইতেছে। একি প্রস্তরময় গর্ত্তে আনিয়া আমায় রুদ্ধ করিলে? এই কি আমার সমাধিস্থান? আমাকে জীবিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত কি এইখানে আনিয়াছ?” শৈলের প্রশ্নে কেহ উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণেক কর্ণ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেহ উত্তর দিল না; কোন শব্দ নাই, তখন শৈল সম্মুখে হস্ত প্রসারিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্পদূর আসিলে শৈলের অঙ্গে প্রাতর্বায়ু স্পর্শ করিল। শৈল পুলকিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, তবে আই শীঘ্র মরিব না; সম্মুখে

অবশ্য বায়ুর পথ আছে। অতএব তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু কয়েক পদ যা যাইতে যাইতেই প্রাচীর স্পর্শ হইল। শৈল বাম দিকে ফিরিয়া আবার কয়েক পদ গেল, সেদিকেও পূর্ব্বমত প্রাচীর স্পর্শ হইল। এইরূপে শৈল চারিদিকে ফিরিল। চারিদিকেই প্রস্তরময় প্রাচীর; কোথায় বায়ুর পথ তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু শৈলের নিশ্চয়ই বোধ হইল, যে প্রস্তরময় কোন ঘরে সে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে নির্গমের পথনির্ণয় করা কঠিন, অতএব দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলের অনুভব মিথ্যা নহে। যেখানে দাঁড়াইয়া শৈল প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা প্রস্তরময় একটি ক্ষুদ্র ঘরের অংশ বটে। কিন্তু ঘরটি মৃত্তিকার মধ্যে এত গভীর স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে কস্মিন্‌কালে তাহার ছাদে বৃক্ষের মূলস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় সহস্র বৎসর হইল বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী কোন ধনী ব্যক্তি ধর্ম্ম চিন্তা করিবার নিমিত্ত অন্যত্র আর কোথাও নির্জ্জন স্থান না পাইয়া শেষ মৃত্তিকার ভিতর এই ঘর প্রস্তুত করেন। তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত, তাঁহার শয়ন ঘর হইতে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই সুড়ঙ্গের কিয়দংশ দিয়া শৈলকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে এই ঘরটি ধর্ম্মার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে প্রায় তাহার বিপরীত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, আদিশূরের পূর্ব্ব পুরুষ যিনি যখন আসাম দেশীয় রাজাদিগকে পরাভব করিতে পারিয়াছেন তিনিই তখন এই ঘরে পরাভূত রাজার বাসস্থান

নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এবং তদুপযোগী করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই ঘরের অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

এই ভূগর্ভস্থ ঘরটির পূর্ব্বদিকে একটি বেগবতী নদী প্রবাহিত ছিল, সেই নদী হইতে এই ঘরের ঊর্দ্ধভাগ কতক দেখা যাইত কিন্তু সে ভাগ এরূপ নির্ম্মিত ছিল যে তাহা পোস্তা ভিন্ন আর কিছু বোধ হইত না। নদীর এই অংশে ঘুড়িব খোল নামে এক আবর্ত্ত ছিল; তাহার ভয়ে কোন নৌকা ঐ অংশ দিয়া যাইতে সাহস করিত না।

প্রাতঃকাল হইলে শৈল দেখিল যে ঘরটি সমুদয় বড় বড় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ছাদে কড়ি বরগা নাই, কেবল একটি খিলান। তাহাও প্রস্তরময়। খিলানের নীচে পূর্ব্বদিকে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া প্রাতর্বায়ু আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ঐ গবাক্ষ দ্বার দিয়া কি দেখা যায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত শৈল চেষ্টা করিল; কিন্তু তত ঊর্দ্ধ স্থানে উঠিবার কোন উপায় দেখিল না। পরে শব্দ দ্বারা স্থানটি অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া শব্দানুসন্ধানে কর্ণপাত করিল; কেবল একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিতে পাইল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না; ভাবিল বেলা হউক লোক জন যাতায়াত করিলেই বুঝিতে পারিব।

ক্রমে অল্প বেলা হইল। গবাক্ষ দ্বারের সমসূত্রে সূর্য্য উঠিলে, ঘরের পশ্চিম দিকে সূর্য্যকিরণ লাগিল এবং তাহার প্রতিঘাতে ছাদের খিলান পর্য্যন্ত বিলক্ষণ আলোকবিশিষ্ট হইল। শৈল দেখিল খিলানের দুই এক খানি প্রস্তর ঈষৎ নামিয়াছে এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া বর্ষাসিক্ত কর্দ্দম, স্থানে স্থানে নয়নাশ্রুর ন্যায় পড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও যেন শ্বেত ফেণ শুকাইয়া রহিয়াছে। শৈল এসকল একবার মাত্র দেখিয়া

আবার গবাক্ষ দ্বার প্রতি চাহিয়া রহিল, ঐ দ্বার দিয়া কি দেখা যাইবার সম্ভাবনা, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। বেলা হই-য়াছে তথাপি মনুষ্যের শব্দ শুনা গেল না। কেবল দূরে অস্পষ্ট কোলাহল ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই। শৈল ভাবিল এদিকে বসতি নাই গতিবিধির পথও নাই, বোধ হয় কেবল মাঠ হইবে। অপর তিন দিকে যে বসতি আছে তদ্বিষয়ে শৈল প্রথমে কোন সন্দেহ করে নাই। কিন্তু ক্রমে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। ভাবিল, যদি এ সকল দিকে বসতি থাকে তবে মনুষ্যের কণ্ঠ কেন শুনা যায় না? শৈল জানিত না যে, যে ঘরে সে রহিয়াছে তাহা ভূগর্ভে নির্ম্মিত। এখান হইতে স্পষ্ট শব্দ শুনিবার সম্ভাবনা নাই।

শেষে শৈলের মনে হইল যে এখানে আসিবার সময় যে কয়েকটি ভগ্ন কুটীর দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে অধিক লোকের বাস নাই। ভাবিল "এই জন্যই এখান হইতে সতত মনুষ্যশব্দ শুনা যায় না, কিন্তু নিকটে লোক অধিক্ বা অল্প থাক্ তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? নিকটে যাহারা বাস করে তাহারা অবশ্য আমার শত্রু, নতুবা সন্ন্যাসী রাত্রে আমাকে এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে সাহসী হইত না। আমাকে একাকিনী পাইয়া সন্ন্যাসী তাহার বীরত্ব দেখাইয়াছে। কি বলিব কল্য রাত্রে আমি হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা সন্ন্যাসীর বীরত্ব দেখিতাম। আহা, কি ভুলই ভুলিছি। একবার যদি সন্ন্যাসীর চুল ধরিতাম তবে সে নাকে খত দিয়া পলাইত। তখন ভাবিলাম একটা সন্ন্যাসী আমার কি করিবে? এখন ত দেখিতেছি আমাকে শিয়াল কুক্কুরের ন্যায় পিঞ্জরে পুরিয়াছে—" এই ভাবিতে ভাবিতে শৈল দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরের দুইটি দ্বার। একটী পশ্চিম দিকে আর একটি দক্ষিণ দিকে; উভয় দ্বারই এক্ষণকার

সচরাচর দ্বারের ন্যায় দ্বিদল নহে, উভয়ই একদল এবং একখণ্ড লৌহ দ্বারা গঠিত।' শৈল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই একবার অতি তীব্র কটাক্ষে সেই লৌহময় রুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিল মাত্র, দ্বারের নিকট গেল না বা নির্বোধের ন্যায় দ্বার ঠেলিল না। শৈল কক্ষপ্রান্তে একটি বেদির উপর যাইয়া বসিল, বসিয়া আবার একবার দ্বারের দিকে চাহিল। প্রস্তরের প্রাচীর, লৌহ দ্বার ইত্যাদি দেখিয়া শৈল আপনার অবস্থা বুঝিয়াছিল, অতএব ভাবিতে লাগিল "আমাকে কি সত্য সত্যই আবদ্ধ করিল? আমাকে কি আর ছাড়িয়া দিবে না? আমায় এখানে কত দিন থাকিতে হইবে? কেন থাকিতে হবে? কার কথায় থাকিতে হইবে? সন্ন্যাসীর কথায়? সন্ন্যাসী ত কেহই নহে বুঝিতে পারিয়াছি, তবে যিনি রাত্রে আসিয়াছিলেন তিনিই—" এই সময় শম্ভু কয়েদীর আকৃতি শৈলের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, শৈল নতশির হইয়া বসিল। শম্ভু স্বয়ং সেই ঘরে উপস্থিত হইলে শৈলের যেরূপ ভাব হইত সেইরূপ হইল। শৈল বালিকাকাল অবধি কখন ভয় পায় নাই, কখন কোন ভয়ানক দৃশ্য দেখে নাই, অথবা যদি কখন দেখিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভয় হয় নাই। রাত্রে শম্ভুকে দেখিয়া তাহার ভয়ের এই প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে শম্ভুর চক্ষু মনে পড়িয়া সেই ভয় আরও স্পষ্টীকৃত হইল। শম্ভুকে ভুলিবার নিমিত্ত শৈল শরীর কুঞ্চিত করিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ভুলিতে পারিল না। শম্ভুকে মনের মধ্যে সভয়ে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, শৈলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শৈল উঠিয়া দুই হস্তে কেশবিন্যাস আরম্ভ করিল, তাহা সমাধা হইলে মুখ মুছিয়া দর্পণ লইবার নিমিত্ত একবার অন্যমনস্কে বামহস্ত প্রসারণ করিল, করিয়াই অমনি হস্ত সঙ্কুচিত

করিয়া দাঁড়াইল। এই সময় দেখিল, দক্ষিণ দিকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। কে মুক্ত করিল, কখন মুক্ত করিল, শৈল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। মুক্ত দ্বারদিয়া কোথায় যাওয়া যায়, দেখিবার নিমিত্ত শৈল সেইদিকে গেল। যাইয়া দেখে একটি ক্ষুদ্র ঘরে স্নানাদির উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া আর একস্থানে দেখিল, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল তথায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে অন্ন কে আনিল? এ অন্ন আমি খাইব না, আমি বিধবা। হবিষ্য করিব,অথবা অনাহারী থাকিব।"

শৈলের এ কথায় কেহ উত্তর করিল না। শৈল দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল,কোনদিকে নির্গমের পথ দেখিল না। আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কে অন্ন আনিয়াছ, লইয়া যাও, আমি বিধবা।" এই কথা বলিয়া শৈল যেন রাগভরে ফিরিয়া আসিল।

বেদির উপর বসিয়া শৈল দক্ষিণদিকের দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিল। এই সময় সেই দ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল, আর সমস্ত দিনের মধ্যে মুক্ত হইল না। শৈল অভুক্ত রহিল।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, গবাক্ষদ্বারদিয়া যে পরিমাণে আলোক আসিতেছিল, তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। হর্ম্ম্যতলে অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শৈল চঞ্চল হইল, একবার বেদিতে বসিয়া ইতস্ততঃ দেখে বা দেখিতে চেষ্টা করে, আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পদচারণ করে। এইরূপ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকার হইল; শেষ শৈল বেদিতে শয়ন করিয়া,যেন অন্ধকারে ডুবিয়া অন্ধকারের তলস্পর্শ করিয়া পড়িয়া রহিল, আর কোন শব্দ করিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল; তখনও শৈল হস্তোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; গবাক্ষদ্বারের দিকে চাহিয়া প্রভাতালোক দেখিতেছে; অনাহারে বড় দুর্ব্বল হইয়াছে; উঠিতে আর বড় ইচ্ছা নাই; উঠিয়াই বা আর কি করিবে। শৈল নিশ্চয় করিয়াছিল যে, রাত্রে সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে এই ঘর হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে বা অব্যাহতি দিবে; কিন্তু তাহা ত হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়াগিয়াছে, সন্ন্যাসী ত আইসে নাই। শৈল একবার ভাবিল, "হয় ত সন্ন্যাসী রাত্রে আসিয়াছিল, আমি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, তাহার আগমন শব্দ শুনিতে পাই নাই।" আবার ভাবিল, "যদি সন্ন্যাসী সত্য সত্যই আসিত তাহা হইলে অবশ্য শব্দ দ্বারা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিত। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী আইসে নাই। কেন আইসে নাই? আমাকে এইখানেই রাখা তাহার অভিপ্রায়, আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি তবে কয়েদী। আমি তবে আর ইচ্ছা করিলে এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। কতদিন থাকিতে হইবে? তাহারও নিশ্চয় নাই।"

এই সময় একটি গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকৃটিকী গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। টিকৃটিকী হেলিয়া দুলিয়া দুই এক পদ যায় আবার মাথা তুলিয়া দেখে; এইরূপে গৃহগোধিকা প্রাচীর দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শৈলের ইহা অসহ্য হইল, বেদি হইতে লম্ফ দিয়া শৈল টিকৃটিকীকে আঘাত করিল। টিকৃটিকী ভূমিতলে পড়িয়া চীৎ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈল তখন তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া বলিল, "কেমন এখন

ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী আর এই সামান্য টিক্‌টিকী স্বাধীন! ইচ্ছামত এই ঘরে গতায়াত করে! এই ঘর আমাকে আবদ্ধ করিল কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিল না! যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।"

এই বলিয়া শৈল পুনরায় বেদিতে আসিয়া বসিল। টিক্‌টিকীর ছিন্ন লাঙ্গুল স্বতন্ত্র স্থানে পড়িয়া নাচিতেছিল, শৈল বেদিতে বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। ক্রমে লাঙ্গুল নির্জ্জীব হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল। শৈল তখনও সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময় দক্ষিণদিকের দ্বার মুক্ত হইল। শৈল প্রথমে জানিতে পারে নাই; পরে একটা শব্দ হইলে শৈল সেইদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল পূর্ব্বদিনের মত ঐ ঘরে সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। অতএব শৈল সেইদিকে উঠিয়া গিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। পরে দেখিল অন্নের পরিবর্ত্তে ফল মূল দুগ্ধাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, আর ইতস্ততঃ করিল না। আহারান্তে অপর গৃহে যাইয়া দেখে বেদিতে কে উত্তম শয্যারচনা করিয়া গিয়াছে আর তথায় দুই একখানি পুস্তক এবং লিখিবার উপকরণ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শৈল লিখিতে পড়িতে জানিত না, অতএব শৈল গ্রন্থাদি সযত্নে নামাইয়া হর্ম্ম্যতলে রাখিল। একবার মনে মনে ভাবিল "যদি আমি লিখিতে পড়িতে জানিতাম তবে এই নির্জ্জনস্থানে এক প্রকার সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। আর কিছুই না হউক, আমার যন্ত্রণা লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু তাহা লিখিয়াই বা কি ফল হইত? কে তাহা পড়িতে পাইত, পাইলেই বা কে তাহা যত্ন করিয়া পড়িত? শৈল কি কষ্ট পাইয়াছে তাহা জানিবার জন্য কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়াছে? আমাকে কে ভাল বাসে যে, আমার যন্ত্রণার নিমিত্ত

যন্ত্রণা পাইবে? যে আমায় নির্ব্বোধের মত ভাল বাসিত সে গিয়াছে! আর আমায় কে ভাল বাসে, আমিও কাহারে ভাল বাসি? আমি কেন ভাল বাসিব? কাহার কোন্ গুণে ভাল বাসিব? পাড়ার লোক ভাল খায় কি ভাল পরে, তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি? তাহাদের ভাল মন্দে আমার কি সুখ? আমি কাজেই তাহাদের কথায় থাকি না। তবে পাড়ার লোকে কেন আমার মন্দ করিতে যায়? লোকের কি মন্দস্বভাব! আমি যদি কাহার মন্দ করিয়া থাকি তাহা আমার নিজের করিয়াছি, আমার পতির করিয়াছি, সে ত আমার আপনার; তাহাতে লোকের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তোরা যে আমায় কয়েদ করিস, কি বলে? আমি যে এই কয় মাস অন্নবিনা মরিতে বসিয়াছিলাম, কই তোরা কি কেহ, তখন একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি? সে সময় আমায় কাহারও মনে হইল না; আর এখন কয়েদ করিবার সময় মনে পড়িল। আরে কলি! আমায় যে কয়েদ করিল, যে এই যন্ত্রণা দিল, যদি ঈশ্বর সত্যের হন, তবে তারে ইহার প্রতিফল পাইতেই হবে। কয়েদ আর আমাকে কে করিবে, সেই পোড়ার মুখো গোপাল বাবু করিয়াছে! এ সকল তাহার কর্ম্ম। ভাল! আমার এমন দিন চিরকাল থাকবে না! আমিও দিন পাব, তখন যেন গোপাল বাবুর স্ত্রী গোপাল বাবুকে বাঁচায়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদী, জেলখানায় হাসিয়া গীত গাইয়া ঘানি ফিরাইয়া দিনপাত করিতেছে। রামদাস সন্ন্যাসী কি মোহান্তের সম্মুখে শম্ভু যেরূপ গম্ভীর, শৈলের সম্মুখে যেরূপ ভয়ানক, জেলখানায়

তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। শম্ভু ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, আপনি হাসিতেছে, সকলকে হাসাইতেছে। জেলখানায় শম্ভু যেন আর এক প্রকৃতির ব্যক্তি।

কোন্ কয়েদীর কি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে শম্ভু তাহা সকলই জানিত; আবার কোন্ কয়েদী নিজকর্ম্মে অপটু তাহাও শম্ভু জানিত। সর্ব্বদাই শম্ভু তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কর্ম্ম দেখাইয়া দিত, গল্প করিয়া তাহাদের শ্রান্তিদূর করিত, আবার সময়ে সময়ে তাহাদের কর্ম্ম আপনি লইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমাপন করিয়া দিত। শম্ভুকে তাহারা সকলেই ভালবাসিত, শম্ভুও তাহাদের ভালবাসিত। কোন্ কথায় কোন্ কয়েদীর মনোবেদনা হয় তাহা শম্ভু জানিত, আবার কোন্ কথায় কে সুখী হয় তাহাও শম্ভু জানিত। অতএব কয়েদীদিগের উপর শম্ভুর একাধিপত্য হইয়াছিল। তাহাদের বিপদে শম্ভু পরামর্শী; সম্পদে শম্ভু সুখভাগী। যাহারা খালাস হইত, শম্ভু তাহাদের গোপনে অর্থদান করিত, সদুপদেশ দিত। যাহারা খালাস হইবে তাহারা গৃহে যাইয়া কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা শম্ভুর সহিত পরামর্শ করিত। কয়েদীর মধ্যে কেহ গৃহসম্বাদ না পাইয়া ব্যস্ত হইলে শম্ভু তাহাকে সম্বাদ আনিয়াদিয়া সান্ত্বনা করিত, শম্ভুর গুণে সকলেই শম্ভুর বশতাপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু কয়েকটী দায়মালী কয়েদী সম্বন্ধে শম্ভু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। তাহাদের সহিত শম্ভু আলাপ করিতে গেলে তাহারা বৈরক্তি প্রকাশ করিত, তাহারা দূরে থাকিয়া শম্ভুর প্রতি ঈর্ষ্যা ভাবে কটাক্ষ করিত। শম্ভু কোন কারণ অনুভব করিতে পারিত না কোন প্রকারে তাহাদের উপকারও করিতে পারিত না।

মনুষ্য যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হউন, কেহ না কেহ তাহার

বিদ্বেষ করে—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই তাহার বিদ্বেষ করে। পরোপকার যেমন কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ, বিদ্বেষও সেইরূপ কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ। যাহারা শম্ভুর বিদ্বেষী তাহারা এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে একত্রে দাঁড়াইয়া জেলখানার প্রাচীর সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, প্রাচীর ১২হাত উচ্চ হইবে, কেহ বলিতেছিল, এত হইবে না। এই সময় আর একজন ক্ষুদ্রকায় কয়েদী সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল, "প্রাচীর যত হাত উচ্চ হউক ইহা কেবল শম্ভু পার হইতে পারে, আর কাহারও কর্ম্ম নহে।" এই কথায় দায়মালীরা রাগত হইয়া ক্ষুদ্রকায় কয়েদীকে আক্রমণ করিতে গেল, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় অতি চতুর, হাসিতে হাসিতে বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল। দায়মালীরা ইহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শম্ভুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। শম্ভু তখন জেলদারগার নিকট বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে উদ্যোগ হইতেছিল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

শম্ভু হাসিয়া জেলদারগাকে বলিল. "আমি কয়েদী না হইলে আপনার সঙ্গে বিলাত যাইতাম।" জেলদারগা বলিল, "আমারও বড় সাধ যে একবার তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাই।"

শ। আমাকে লইয়া যাইতে আপনার সাধ কেন ?

জে। বিলাতে সকলের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, একবার তোমাকে দেখিলে তাহারা আশ্চর্য্য হইবে।

শ। যাহারা সমুদ্র দেখে নাই, তাহাদের এক বিন্দু জল দেখাইলে কি হইবে ? প্রত্যেক বাঙ্গালি জলকণা মাত্র কেবল পরস্পরের সমষ্টিতে সমুদ্রবৎ হইতে পারে। জলকণা যতদিন একত্রিত না হয় ততদিন কে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে?

জে। কেবল সন্তুষ্টি নহে; তোমাদের সাহস আবশ্যক।

শ। ভয় আর সাহস এই দুই কথা যত প্রভেদ বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, আমার ততটা বিশ্বাস নাই। আমাদের বাঙ্গালিকে ভীরু বলিয়া কখন আমি নিন্দা করি না। বাঙ্গালি প্রণয়ী, বাঙ্গালি অন্যের নিমিত্ত এ দেহের বোঝা বহিয়া বেড়ায়, তাহাতেই মরিতে চাহে না, তাহাতেই মরিতে ভয় পায়। বাঙ্গালি ভাবে আমি গেলে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে? ইংরেজ ভাবে আমি গেলে আমার স্ত্রী বিবাহ করিবে, ভাবনা কি? ভয় ও সাহসের মূল কেবল এই।

এই সময়ে জনেক প্রহরী আসিয়া বলিল, সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। কয়েদীরা শম্ভুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।

জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিল, কেন অপেক্ষা করিতেছে? প্রহরী কোন উত্তর দিতে না দিতেই শম্ভু বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ এইজন্য আহারের পূর্ব্বে অনেকেই আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করে। অতএব অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

জেলদারগা সম্মানপুরঃসর শম্ভুকে বিদায় দিলে, শম্ভু অন্য-মনস্কে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। এই সময় অন্ধকারে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া শম্ভুর কর্ণে বলিল, "সাবধান!" শম্ভু ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পূর্ব্বরূপ সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। "সাব-ধান" শব্দের কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না। উদ্যানে উপস্থিত হইবার সময় শম্ভু আর একবার শুনিল, "সকল প্রস্তুত।"

এই সময় জেলদারগা আপনার ভোজন গৃহ হইতে মহা-কলরব শুনিতে পাইলেন। ক্রমে সেই কোলাহল ভয়ানক হইয়া উঠিল। জেলদারগা ব্যস্ত হইয়া গৃহ-বহির্গত হইলেন, কিন্তু প্রহরীদিগের ছুটাছুটি দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। যাহারেই

জিজ্ঞাসা করেন কেহই উত্তর দেয় না, সকলেই উদ্যানের দিকে দৌড়িতেছে। জেলদারগা সোপান অবতরণ করিয়া অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন উদ্যানের মধ্যস্থলে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। চারি পার্শ্বে কতকগুলা লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর দূরে দুই একটা মশালের আলোক ছুটিতেছে।

এই সময় জেলদারগার মেম আসিয়া সাহেবের হস্তে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র দিল। জেলদারগা সত্বর সসজ্জ হইয়া যাইতে যাইতেই গোলমাল থামিয়া গেল। একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, শম্ভু কয়েদী খুন হইয়াছে।

রাত্রি প্রহরেক সময় ডাক্তার সাহেব তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, শম্ভু কয়েদীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। কে কাহাকে খুন করিল তদন্তে তাহার কোন প্রমাণ হইল না। মেজেষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। দুই এক দিবসের মধ্যে জেলদারগা পদচ্যুত হইলেন। অযোগ্য দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তিনি পুনঃ পুনঃ জানাইলেন যে, প্রহরিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া অপর কোন ব্যক্তির মৃতদেহ আনিয়া জেলখানায় ফেলিয়াছিল, শম্ভু কয়েদি মরে নাই, পলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার একথা কর্ত্তৃপক্ষ কেহ বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত্তরে জেলদারগাকে বলা হইল যে, একথা সত্য হইলেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, যে জেলখানা হইতে কয়েদী পলাইতে পারে তাহার দারগা অযোগ্য। অগত্যা এক দিন অপরাহ্নে জেলদারগার মেম আপনার শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়ওয়ান কোচ বাক্স হইতে টিটকিরি দিয়া ঘোড়া চালা-

ইতে লাগিল, ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জেলদারগা গলায় কমফোর্টর জড়াইয়া উরুর উপর একটি সন্তানকে বসাইয়া, জেলখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। যতক্ষণ জেলখানা দেখা গেল ততক্ষণ আপনার স্ত্রীর প্রতি না চাহিয়া কি অন্য কাহার সহিত কথা না কহিয়া কেবল জেলখানার উচ্চ প্রাচীর, কারনিস, রুদ্ধ খড়খড়ি দেখিতে লাগিলেন; যখন আর তাহা দেখা গেল না তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "উনিশ বৎসর আমি ঐ বাটীতে ছিলাম, উনিশ বৎসরের বসবাস সহজে ভুলা যায় না।" এই কথায় তাঁহার মেম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন, জেলদারগার বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন "আমার এই সন্তান সন্ততিদিগের উপায় কি হইবে? তুমি কেন শম্ভু কয়েদীকে বিশ্বাস করিয়াছিলে? বাঙ্গালি অবিশ্বাসী চিরকাল; এখন দেখ দেখি সে তোমার কি দশা করিল।"

জেলদারগা বলিলেন "যে যাহা বলিতে চাহে বলুক কিন্তু শম্ভু যে অবিশ্বাসী এ কথা আমি শুনিব না। তোমার কি স্মরণ নাই কত দিন শম্ভু জেলখানা হইতে রাত্রে চলিয়া গিয়াছে আবার রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই জেলখানায় আসিয়াছে। পলাইবার যদি তাহার ইচ্ছা থাকিত তবে অনায়াসেই সেই সময় পলাইতে পারিত অতএব শম্ভু পলায় নাই, মরিয়াছে নিশ্চয়; তবে যে তাহার মৃতদেহ কেন পাওয়া গেল না, তাহা বলিতে পারি না। প্রহরীরা যে মৃতদেহ শম্ভুর বলিয়া এজাহার দিল, সে দেহ শম্ভুর নহে, অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির হইবে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ কিরূপে জেলখানায় আসিল, কেনই বা ঐ দেহ শম্ভুর বলিয়া প্রহরীরা পরিচয় দিল, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে রাত্রে যাহা

ঘটিয়াছিল, তাহা যেন সকলই ভোজ বাজি বলিয়া বোধ হই-তেছে।”

এই সময় হঠাৎ গাড়ি থামিল। জেলদারগা গাড়ি হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখিলেন, যে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর একজন পথিপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বনমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অস্ত্রধারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জেলদারগা একটি পিস্তল হস্তে তুলিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মেম ভয়ে ক্রোড়স্থ শিশুকে বক্ষোপরে টিপিয়া ধরিলেন; শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় অস্ত্রধারী পুরুষ সাহে-বকে সেলাম করিয়া একখানি পত্র দিল; পত্রখানি এই—“মহা-শয়ের পদচ্যুতি সম্বাদ শুনিয়া শম্ভু কয়েদীর কোন বিশেষ আত্মীয় এই পত্রমধ্যে লক্ষটাকার নোট পাঠাইতেছেন। তাঁহার আন্ত-রিক প্রত্যাশা যে আপনি এক্ষণে জেলদারগাগিরি পদের আর আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।” জেলদারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, এপত্র কে পাঠাইয়াছে? অস্ত্রধারী বলিল, “সে কথা বলিতে নিষেধ আছে।”

জেলদারগা একে একে নোট গণিতে লাগিলেন। গণনা সমাধা হইলে মস্তক তুলিয়া দেখিলেন অস্ত্রধারী পুরুষ আর সে খানে নাই; জেলদারগা তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া বনের দিকে ছুটিলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন এক দীর্ঘা-কার পুরুষ অস্ত্রধারীর সহিত অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতেছে। জেলদারগা তাহাকে শম্ভু বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ হইতে যাইয়া হঠাৎ সবলে ধরিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, “শম্ভু তুমি অবিশ্বাসী, তুমি জেল হইতে পলাইয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব, তোমার নিমিত্ত আমি অপমানিত হইয়াছি।”

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রুকুটী করিয়া সাহেবেরদিকে ফিরিলে সাহেব বুঝিলেন, যে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এ ব্যক্তি শম্ভু নহে। জেলদারগা অপ্রতিভ হইয়া শম্ভুর বার্ত্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত পুরুষকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ জেলদারগা তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ যখন তাহাকে আর দেখা গেল না তখন জেলদারগা মাথা নাড়িয়া অস্ফুট বাক্যে বলিলেন "তুমি শম্ভু না হও তাহার কোন আত্মীয় কুটুম্ব হইবে, তাহা না হইলে বাঙ্গালি হইয়া সাহেবকে অগ্রাহ্য করে এমন সাধ্য আর কাহার! তোমার ঐ চলন ঐ ভঙ্গী তুমি অবশ্য শম্ভুর নিকট পাইয়াছ; তোমার দৃষ্টিতে ভয় না পাইয়া থাকি, আমি অপ্রতিভ হইয়াছিলাম; বড় বড় সাহেবের দৃষ্টি আমি কখন গ্রাহ্য করি নাই, তুমি বাঙ্গালি, তোমার নিকট আমি অপ্রতিভ হইলাম, ভাল, আবার যদি কখন সাক্ষাৎ হয় তবে তোমার চক্ষে কি আছে দেখা যাবে।" এই বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি যেদিকে গিয়াছে সেইদিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া ফিরিলেন। ফিরিয়াই আবার সেই দিকে চাহিয়া পকেট হইতে নোটের পুঞ্জ বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন; গণিতে গণিতে একবার সহাস্য বদনে অপরিচিত ব্যক্তির পথপানে চাহিতে লাগিলেন; শেষ গণনা সমাধা হইলে নোটগুলি সযত্নে আবার রাখিলেন। তাহার পর একটি "চুরট" বাহির করিয়া, তাহার দুই অগ্র দুই হস্তে ধরিয়া ছিদ্র আছে কি না, নতশিরে

তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে গাড়িরদিকে আসিতে লাগিলেন।

গাড়িতে মেম সাহেব অতি ব্যস্ত হইযাছিলেন। প্রথমে বনমধ্যে অপরিচিত অস্ত্রধারীকে দেখিয়া, তাঁহার ভয হইয়াছিল; তাহার পর, পত্র এবং সেই সঙ্গে স্তূপাকার নোট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই সময় নোট সম্বন্ধে সাহেবকে দুই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন, সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিযা বনমধ্যে দৌড়িয়া গিযাছিলেন। মেম সাহেব এই সকলের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই ব্যস্ত হইযা, নিজ শ্বেত শরীরের অর্দ্ধাংশ গাড়ি হইতে বাহির করিয়া বনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিযা ছিলেন। এমত সময়ে সাহেবকে আসিতে দেখিযা, ক্রমে ক্রমে শরীর কুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে স্থির হইযা বসিলেন।

সাহেব গাড়ির নিকট আসিযা চুরটের এক অগ্র দন্তমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিযা গাড়িতে উঠিলেন। তাহার পর বিলাতি দীপ শলাকা দ্বারা অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চুরটের অপর অগ্রে ধরিলেন। এই সময় মেম সাহেব উপর্য্যুপরি কত প্রশ্নই করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া সাহেব একমনে চুরটে অগ্নিসংস্কার হইল কি না, দেখিতে দেখিতে টানিতে লাগিলেন। চুরট ঘুরাইযা ফিরাইযা অগ্নিসংস্কার করিতে লাগিলেন; শেষ যখন দেখিলেন যে, চুরট আর নির্ব্বাণের সম্ভব নাই, তখন দীপশলাকা দূরে নিঃক্ষেপ করিযা মেম সাহেবের দিকে চাহিলেন। মেম সাহেব আবার পূর্ব্বমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিযা উত্তর করিলেন, "সকল প্রশ্নের একেবারে উত্তর হয় না, একে একে বলিতেছি।" এই বলিয়া গাড়ি হইতে মাথা বাহির করিয়া,

গাড়ওয়ানকে বলিলেন "ঘোড়া বড় ধীরে ধীরে চলিতেছে, শীঘ্র চালাও।" তাহার পর ভস্ম ঝাড়িয়া চুরটটি আবার সযত্নে মুখমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, দুই হস্ত দুই পকেটের মধ্যে রাখিয়া অতি প্রশান্তভাবে মেম সাহেবের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "পত্র কে লিখিয়াছে, নোট কাহাকে দিতে হইবে, কত টাকার নোট?"

সাহেব দুই অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ হইতে চুরট লইয়া একবার তাহার অগ্রভাগ দেখিলেন; তাহার পর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তোমার তিন প্রশ্নের একে একে উত্তর দিই—প্রথম কথা কাহার পত্র? উত্তম প্রশ্ন, সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, কেন না যে এ পত্র লিখিয়াছে সে আপন নাম স্বাক্ষর করে নাই।"

মেম। পত্র বাহককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

সাহেব। একে একে প্রশ্ন কর। যে তিন প্রশ্ন করিয়াছ তাহার অগ্রে উত্তর দিই—তাহার পর নূতন প্রশ্ন করিও।

মেম সাহেব অগত্যা আপন কৌতূহল সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সাহেব তখন বলিতে লাগিলেন "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে; দ্বিতীয় প্রশ্ন, নোট কাহাকে দিতে হইবে? ভাল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, নোট কাহাকেও দিতে হইবে না, আমাদের নিকট থাকিবে।"

মেম। আমাদের নিকট থাকিবে? সে কি! কেন? তবে কি ঐ নোট কেহ আমাদের দিয়াছে?

সাহেব। থাম, থাম, এখনও এসকল বলিবার সময় হয় নাই। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর বাকি আছে। তৃতীয় প্রশ্ন কত টাকার নোট? একথা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তুমি আমার স্ত্রী, প্রিয়া, প্রাণাধিকা, অন্ত-

রের অন্তর, তুমি একথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমিও অবশ্য উত্তর করিতে পারি, অতএব উত্তর করি। এই বলিয়া দুই চারিবার চুরট টানিলেন; চুরটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, আবার দীপক শলাকা বাহির করিয়া চুরট পুনর্জ্বালিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মেম সাহেব আবার বলিলেন "কত টাকার নোট একবার বল না।" সাহেব কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "ব্যস্ত হইও না এসকল ব্যস্তের কর্ম্ম নহে, সকলই সময়ে শুনিতে পাইবে।" এই বলিয়া সাহেব চুরট জ্বালিলেন, পূর্ব্বমত দুই পকেটে দুই হাত দিয়া, গাড়ি ঠেস দিয়া, পদদ্বয় ঈষৎ বিস্তার করিয়া চুরট টানিতে টানিতে মেম সাহেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেম সাহেব দেখি- লেন যে এসময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; অতএব অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষ, সাহেব মুখ হইতে চুরট বহির্গত করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া চুরটের ভস্ম ঝাড়িয়া বলিলেন "তোমার তৃতীয় প্রশ্ন, কত টাকার নোট," এই বলিয়া সাহেব এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া মাথা নামাইয়া মেম সাহেবের মুখের নিকট মুখ আনিয়া কিঞ্চিৎ অস্ফুট স্বরে বলিলেন "লক্ষ টাকার নোট—এনোট আমাদের হইল।" মেমসাহেব আহ্লাদে গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন "তুমি আমার সর্ব্বস্ব!" তাহার পর, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া, আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব চুরট টানিতে টানিতে সস্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলা- ইতে লাগিলেন; চুরট হইতে দুই এক বিন্দু ছাই মেমের মাথায় পড়িতে লাগিল, সাহেব তাহা যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সাহেব বিবির দাম্পত্যপ্রণয়ের আর সীমা রহিল না।

কিঞ্চিৎ পরে মেম সাহেব স্বামীর অঙ্গ হইতে মাথা তুলিয়া যথাস্থানে বসিলেন। বসিয়া আপনার সন্তান সন্ততিদিগের

মুখচুম্বন করিয়া একে একে স্বামীর ক্রোড়ে দিতে লাগিলেন। সাহেবের আদর শেষ হইলে, মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এত টাকা লইয়া আমরা কি করিব? পরমেশ্বরের কি কৃপা, আমরা বিলাত যাইতেছি আর ঠিক্ এই সময়ে আমাদের টাকা পাঠাইয়াছেন। বিলাত পৌঁছিয়াই নিজগ্রামে যাওয়া হইবে না; লণ্ডন্ নগরে দশ দিন থাকিতে হইবে, দশপ্রকার দেখিয়া শুনিয়া গেলে, বা দশপ্রকার ভাল মন্দ সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইয়া গেলে, বিবি নষ্টর আর আমাদিগকে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করিতে পারিবে না। আর কিছু না হউক, তাহার অপেক্ষা ভাল পোষাক, আর একখানি ভাল গাড়ি লইয়া গেলেই বিবি নষ্টরের মাথা হেট হইবে। আমরা ভারতবর্ষে ছিলাম; আমরা "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া আর আমাদের ঘৃণা করিতে পারিবে না, আমি ত ভাল ভাল পোষাক পরিবই, কিন্তু তুমি যে এই দেশী দর্জির সেলাই কাপড় পরিয়া জন্তুর মত বেড়াইবে, তাহা হইবে না—"

এই সময় হঠাৎ আবার গাড়ি থামিল। সাহেব মুখ বাহির করিয়া দেখেন যে, ইতিপূর্ব্বে যে অস্ত্রধারী পুরুষ নোট সহিত পত্র দিয়া গিয়াছিল, সেই আর তৎসঙ্গী অপরিচিত পুরুষ উভয়ে অগ্রসর হইতেছে। মেম সাহেব ভাবিলেন, ইহারা নোট ফিরাইয়া লইতে আসিতেছে, অতএব ব্যগ্রতা সহকারে সাহেবকে বলিতে লাগিলেন, "নোট শীঘ্র আমার নিকট দেও আর উহাদের বল, যে নোট নাই—"

এই কথা বলিতে বলিতে অপরিচিত পুরুষ গাড়ির নিকট আসিয়া অতি সুন্দর ইংরাজিতে বলিল, "সতর্ক হও,—মেজেষ্টর সাহেবের অনুমত্যানুসারে তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত চারিজন

অশ্বারোহী শীঘ্র আসিবে, বোধ হয় এতক্ষণ তাহারা আসিতেছে।”

সাহেব বলিলেন, “মেজেষ্টর সাহেব কেন এমত অনুমতি করিয়াছেন, সে বিষয়ের কিছু জানেন ?” অপরিচিত পুরুষ উত্তর করিল, “এইমাত্র শুনিয়াছি যে, আপনার পদপ্রাপ্ত সাহেব জেলখানা সম্বন্ধে আপনার নামে কি অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় আমি বিশেষ কিছুই জানি না।” সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, যে “এ সম্বাদ আপনি কোথায় পাইলেন, আর যদি পাইয়া থাকেন তবে ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখনই বা বলেন নাই কেন ?” অপরিচিত পুরুষ উত্তর করিলেন, “তৎকালে আমি এ সম্বাদ পাই নাই, এইমাত্র পাইয়া মহাশয়কে জানাইলাম।” সাহেব বলিলেন, “যেখানে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্থান এখান হইতে ন্যূনকল্পে পাঁচ ছয় ক্রোশ হইবে, এই পথে আপনি কিরূপে আমার অগ্রে আসিয়াছেন ?” অপরিচিত পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলেন। জেলদারগা ইতিকর্ত্তব্যতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বসিয়া রহিলেন। গাড়ি কলিকাতাভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রায় দুই দণ্ড কাল অতীত না হইতে হইতেই অশ্বারোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্ট দেখাইল। জেলদারগা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বারোহীদিগের সঙ্গে ফিরিলেন। সমস্ত পথে কোন কথা কহিলেন না, মেম সাহেব একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ওয়ারেণ্টে কি অপরাধ লিখিত আছে ?” সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শম্ভু সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবরিত হইয়াছে তাহার প্রায় দশ বার দিবস পূর্ব্বে মোহান্ত আপন কুটীরে বসিয়া একখানি পত্র পড়িতে ছিলেন, সেখানে রামদাস সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। পত্রখানি শম্ভু কয়েদী লিখিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে মোহান্ত সচরাচর যেরূপ ক্ষুদ্র পত্র পাইতেন তদপেক্ষা এ পত্রখানি অনেক দীর্ঘ। মোহান্ত এই পত্রের যে যে অংশ রামদাস সন্ন্যাসীকে শুনাইলেন, আমরা সেই সেই অংশ নিম্নোদ্ধৃত করিলাম।

"আমার এ অবস্থা আর ভাল বোধ হয় না; অবস্থান্তরিত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। এক্ষণে মৃত্যুই প্রার্থনীয়; অতএব যাহা উচিত বিবেচনা করেন তাহা আমার বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণকে জানাইবেন। এখানকার জেলদারগা ছুটি লইয়াছেন, শীঘ্র বিলাত যাইবেন। আমার এক্ষণে আর আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় হইবে না। এই সময় আর একটি কথা বলিয়া রাখি, যেরূপ অপরিমিত দান করিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে বিরত হইলে ভাল হয়। আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এরূপ দানে কোন বিশেষ ফল নাই। বহুকালাবধি রাজারা দান করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার কি উপকার হইয়াছে? বাঙ্গালার দৈন্য দশা সমভাবেই আছে। দুই চারি জন দরিদ্রকে অদৈন্য করিলে সমাজের কি উপকার হইবে? দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, জেলখানায় আর কয়েদী ধরে না। দানে ধন হস্তান্তরিত হয় বটে, কিন্তু ধন বৃদ্ধি হয় না, এক্ষণে যাহাতে বাঙ্গালার ধনবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। ধনবৃদ্ধি করিতে গেলে

ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে। অতএব তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

"সাগরসুতকে বলিবেন যে, বাঙ্গালায় একটি শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায় হওয়া আবশ্যক। স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সত্যবাদী লোক এই নিমিত্ত অতি সাবধানে বাছিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ দ্বাদশ জন হইলেই যথেষ্ট। উহাদের চিনিবার নিমিত্ত একটী চিহ্ন আবশ্যক। সেই চিহ্ন উহাদের অঙ্গুরীতে অঙ্কিত থাকিবে, আর ইহাদের একটি উপাধি দিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই এই উপাধি গ্রহণ করিবেন; কিন্তু এই উপাধি গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্ব উপাধিত্যাগ করিতে হইবে এমত নহে; কেবল আপনাদিগের সম্প্রদায়মধ্যে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

"এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে মহাকুলীন বলিলে ক্ষতি নাই। যদি তাঁহারা যথার্থই স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্লেশসহিষ্ণু হন, তবে যে তাঁহারা বল্লালসেনের কুলীন অপেক্ষা মহাকুলীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মহাকুলীনের যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা একাধারে পাওয়া সুকঠিন; কিন্তু তাহা না পাইলে কদাচ মহাকুলীন করা হইবে না; যদিএক ব্যক্তির ইহার কোন লক্ষণের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে তাহাহইলে ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়কে যে গুরুতর ভার লইতে হইবে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৌরব থাকিবে না, একজনের নিমিত্ত সকলকে অবনত হইতে হইবে, শেষে, সম্প্রদায় নষ্ট হইবে। অতএব মহাকুলীন মনোনীত করা বড় গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্য আপাততঃ আমি সাগরসুত হস্তে ন্যস্ত করিলাম। এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে আছে, তিনি অদ্য হইতে মহাকুলীন

হইলেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ রহিল, যে আমি স্বয়ং যাইয়া বাঙ্গালার এই শুভানুষ্ঠান করিতে পারিলাম না, আর কিছু না হউক, আমার ইচ্ছা ছিল এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটি অঙ্গুরী স্বহস্তে সাগরসুতের অঙ্গুলিতে পরাইতাম এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিতাম। তাহা না হউক, এক্ষণে একদিন উত্তম সময়ে আপনারা সকলে প্রসন্ন চিত্তে বসিয়া সাগরসুতের অঙ্গুরীয়ধারণ দেখিবেন। অঙ্গুরীতে যেন এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। কি চিহ্ন মনোনীত হয় তাহা আমায় লিখিবেন। আমার মতে ধানের শিষ মনোনীত করিলে ভাল হয়। যে মূর্ত্তি বা চিহ্ন গ্রাহ্য হয় তাহা অঙ্গুরীতে অঙ্কিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিতে হইবে। ব্রাহ্মণের যেরূপ যজ্ঞোপবীত, মহাকুলীনদিগের সেইরূপ এই অঙ্গুরী থাকিবে।

"সাগরসুতকে এ অঞ্চলে যেরূপ মহাকুলীন করিলাম এইরূপ স্থানে স্থানে আর দুই একজনকেও অদ্য করিলাম। তাঁহারাও পরস্পর সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদের সহিত কখন সাগরসুতের সাক্ষাৎ হইলে বীজমন্ত্রের দ্বারা পরিচয় হইবে।

"মহাকুলীনেরা প্রতিবৎসর দেবীপক্ষের দশমী রাত্রে সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবেন। পরস্পরের নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান যিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবেন। কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ রাত্রে তাঁহাকে ব্রতগ্রহণ করাইবেন।

"মহাকুলীনেরা ব্রতগ্রহণ করিবার সময় একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে যে পাঠ লিখিত হইবে তাহা

তাঁহারা আপনারাই বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। "স্বার্থ-পরতাশূন্য হইয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করিবেন" একথা সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে অবশ্য লিখিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আপনা-দিগের মধ্যে "সর্ব্বস্ব দিয়া পরস্পরের উপকার করিতে হইলে তাহাও করিবেন," একথাও থাকিবে। কিন্তু উপকার করিবার নিমিত্ত যদি সত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয় তাহা করা হইবে না।

"মহাকুলীনের পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যদি কেহ স্ত্রীর অসঙ্গত বশতাপন্ন হয়েন, তবে তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইবে না। তাঁহার যতই গুণ থাকুক তিনি দীর্ঘকাল আপন ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার গুণ ক্রমে ক্রমে স্ত্রীতে লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব লোপ হইয়া ক্রমে তিনি স্ত্রীর ছায়া স্বরূপ হইবেন। স্ত্রীর মত কথা কহিবেন, স্ত্রীর মত কার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহাকে কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তবে যাঁহাদের স্ত্রীও এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্তা তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার আপত্তি নাই, তাঁহাদের এই গুণ লোপ হইবে না, বরং আরও পুষ্টই হইবে।

"আর যাঁহারা মাদকসেবন করেন, তাঁহাদিগকেও সমাজ-ভুক্ত করা না হয়। ইঁহাদের দ্বারা কোন উপকার হইবে না বরং ভবিষ্যতে উপহাস্য হইতে হইবে।

"কি উদ্দেশে এই মহাকুলীনের দলবদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাঁহাদের কি করিতে হইবে, তাহা আর এক সময়ে বলিব।

"এইরূপ সম্প্রদায় যে শীঘ্র বাঙ্গালায় সৃজিত হইতে পারে এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যে একেবারে বাঙ্গালায় নাই একথা মিথ্যা, আমি স্বয়ং দুই তিন জনকে জানি, সাগরসুত তাহার মধ্যে একজন। যদি আমার পরিচয়ের মধ্যে এই দুই তিন জন থাকে, তবে আরও অনেক

আছে, অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। এই সম্প্রদায় বাঙ্গালায় যে অগ্রাহ্য হইবে কি উপহাস্য হইবে, এমত ভয় আমার নাই। পূর্ব্বের কুলীনসম্প্রদায় মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, আর এই মহাকুলীন সম্প্রদায় ঈশ্বরকল্পিত, যাঁহারা এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত তাঁহাদিগকে মহাকুলীন ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বত্র। তাঁহাদের লোকে মহাকুলীন বলুক আর নাই বলুক, তাঁহারা পরোপকারী বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভাল বাসে, সত্যবাদী বলিয়া সকলেই মান্য করে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভয় করে। এক্ষণে মহাকুলীন উপাধি দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদের নিমিত্ত নূতন সম্মান ভিক্ষা করিতে হইবে না; সম্মান তাঁহাদের আছেই কেবল তাঁহাদের এক্ষণে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলের কর্ত্তব্য এই মহাকুলীনদিগের কিসে পরস্পর সদ্ভাব হয়, তাহার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা।

"অদ্য এই পর্য্যন্ত। আমি যে মরণেচ্ছুক ইহা ভুলিবেন না। ইতি।"

শম্ভু কয়েদীর এই পত্র সমস্ত পাঠ শেষ হইলে রামদাস বলিলেন "এ আবার কি ভাব?" মোহান্ত বলিলেন, "সে যাহাই হউক, এখনই উদ্যোগ আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি যাও সকলকে সমাচার পাঠাও।" "আজ্ঞেই" বলিয়া রামদাস উঠিয়া গেলেন।

মোহান্তের কুটীর হইতে বিদায় হইয়া, রামদাস সন্ন্যাসী একজন "চেলাকে" ডাকিলেন। "চেলার" সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা; পরিধানে কৌপীন, মস্তকে জটা; ললাটে ত্রিশূল অঙ্কিত। গুরুর অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া "চেলা" মনে করিল, কোন বিশেষ লাভের আদেশ আছে, অতএব আহ্লাদে সর্ব্বাঙ্গের শিরা ফুলা-

ইয়া, অস্থিময় স্কন্ধ তুলিয়া, পা টিপিতে টিপিতে এক বৃক্ষের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে দুই একবার মাথা নাড়িয়া রামদাসকে কি জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর আবার বৃক্ষান্তরাল হইতে রামদাসের নিকট পা টিপিতে টিপিতে গিয়া উপস্থিত হইল। রামদাস সন্ন্যাসী তাহাকে দুই চারিটি কি কথা বলিয়া আপন কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে "চেলা" আবার পূর্ব্বমত পা টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল।

রামদাস আপনার কুটীরে আসিয়া ভগ্ন পালঙ্কে শয়ন করিল। দীর্ঘ শুষ্ক পদদ্বয় বিস্তার করিয়া শম্ভু কয়েদীর পত্রের অর্থ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। "মহাকুলীনের দল আরম্ভ হইবে, তাহাতে অন্য লাভালাভের বিষয় না থাকুক, আধিপত্য লাভের বিষয় বটে। মহারাজ যাহাদের মহাকুলীন বলিয়া সম্মান করিবেন মোহান্ত অবশ্যই তাহাদের সম্মান করিবেন। যত দিন মোহান্তের মান্য না হইতে পারি, বা তাঁহাকে হস্তগত না করিতে পারি, ততদিন এই সন্ন্যাসীর বেশ আর সুখের হইবে না।

"কিন্তু মহাকুলীনের মধ্যে প্রথমেই সাগরসুত মনোনীত হইল। পত্রে আমার উল্লেখ মাত্রই নাই। আমি কি মহাকুলীনের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিব না? আমার ত সকল লক্ষণই আছে, আমার অপেক্ষা পরোপকারী কে? আমি এই যে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নির্জ্জনস্থানে ভগ্নঘরে কদন্ন আহার করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, ইহা কেবল পরোপকারের নিমিত্ত। আমাকে এখানে এই অবস্থায় রাখায় অবশ্য মহারাজের উপকার হইতেছে। নতুবা, তিনি কেন আমার পরিবর্ত্তে জেলখানায় থাকিবেন। যে পরোপকারী, তাহার স্বার্থপরতা

নাই। মহারাজের যেসকল কার্য্য আমি নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, তাহাতে আমার স্বার্থ কি? অতএব আমি স্বার্থপরতা শূন্য। আমি যে ক্লেশসহিষ্ণু, তাহা বলা বাহুল্য। কস্মিনকালে ভস্ম মাখি নাই, জটা পরি নাই, নাম লুকাই নাই, গৃহত্যাগ করি নাই, এখন তাহা সকলই করিতে হইয়াছে। সত্যবাদিত্ব সম্বন্ধে দুই একবার দুই একজনের নিকটে আমি কখন কখন দোষী হইয়া থাকিব। কিন্তু, নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে, সে দোষ আমার নহে। কার্য্যগতিকে দুই একবার মোহান্তের নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকি; না বলিলে হয় ত আমার অনিষ্ট ঘটিত। আর প্রতিজ্ঞার কথা, নিজে বলা দাম্ভিকতা মাত্র। যখনই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাতে সহস্র বিপদ্ থাকিলেও, জেল কি ফাঁসীর আশঙ্কা থাকিলেও তাহা প্রতিপালন করিয়াছি। আমি যে কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা শৈলের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছে; নিত্য শৈল আমায় মিনতি করিতেছে, কাঁদিতেছে, তবুও একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে দেখা দিই নাই, কথার উত্তর দিই নাই, বা তাহার কাতরতা একবার মহারাজকে জানাই নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে তাহার রূপরাশি মাটী করিব, একান্ত তাহা না পারি, জলে পচাইব, তাহার অন্যথা কখনই হইবে না, এক্ষণে যদি মহারাজ স্বয়ং আসিয়া, অনুরোধ করেন, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা ইতস্তত: হইবে না।

"পঞ্চলক্ষণ আমাতে আছে। মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিলেই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্মরণ করিয়া দিতে হইবে। অদ্যই দিব।" এই ভাবিয়া পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকটে আসিল। দ্বার খুলিবামাত্র জ্যোস্নালোকে দেখিল, শুভ্রবস্ত্র পরিধান একটি যুবতী এক বৃক্ষান্তরালে দাঁড়া-

ইয়া আছে। আর যেন বোধ হইল, যুবতীর বক্ষে একটি শিশু অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। রামদাস ভাবিল, এ আবার কে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষণকাল রামদাস সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী যে কে, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যুবতীর বক্ষে যাহা শিশু বলিয়া দূর হইতে বোধ হইয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র সারঙ্গ মাত্র। রামদাস পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, মাধবী, কখন আসিলে?"

বিনোদের সহিত যে নর্ত্তকীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারই নাম মাধবী।

মাধবী উত্তর করিল, "অদ্য আসিয়াছি, অনেকক্ষণ অবধি দাঁড়াইয়া আছি কিন্তু আপনাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিতেছিলাম অদ্য নৌকায় ফিরিয়া যাই।"

রাম। না গিয়াছ উত্তম হইয়াছে, আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

মাধ। হইয়াছিল।

রাম। কেমন দেখিলে?

সন্ন্যাসী এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিবামাত্র নর্ত্তকীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, দৃষ্টি নত হইল। রাত্রিকাল বলিয়া রামদাস এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উত্তরের বিলম্ব দেখিয়া রামদাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে?"

মাধ। অবস্থা বড় ভাল নহে।

রাম। কেন? বৈদ্য সে দিবস বলিয়া গিয়াছেন, যে বিনোদের নিমিত্ত আর কোন ভয় নাই, তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

মাধ। তাঁহার শরীর ভাল আছে—

রাম। তবে, তাঁহার মনের অবস্থা ভাল নহে। শৈলের পরিচয় তাঁহাকে দিয়াছ?

মাধ। দিয়াছি।

রাম। তাহার পর?

মাধ। তাহার পর, আমি যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। এই বলিয়া মাধবী ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

রাম। কি ঘটিয়াছে?

মাধবী মাথা তুলিয়া উত্তর করিল, "ঘরে অগ্নি লাগিলে যদি কেহ তাহা নিবাইবার নিমিত্ত সেই চালে লাঠি মারে তাহা হইলে অগ্নি যেরূপ আরও জ্বলিয়া উঠে।---"

রাম। তবে কি তুমি বিনোদের যন্ত্রণা বাড়াইয়া আসিয়াছ?

নর্ত্তকী আর কোন উত্তর করিল না।

রাম। তাহা বড় আমার ইচ্ছা ছিল না, আসল কথা শৈলের প্রতি ক্রোধ তাঁহার বাড়িয়াছে কি না?

মাধ। তাঁহার ক্রোধ বাড়াইয়া আপনার লাভ কি?

রাম। আমার যাহা লাভ তাহা তোমায় এক্ষণে বলিবার নহে। সে কথা যাউক, আমি যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম তাহা সকলই করিয়াছ?

মাধ। করিয়াছি।

রাম। মাহারাজের প্রতিমূর্ত্তি যাহা তোমায় দিয়াছিলাম তাহা কই? সঙ্গে আনিয়াছ?

মাধ। আনিয়াছি; কিন্তু মহাশয়ের যদি আর প্রয়োজন না থাকে তবে প্রতিমূর্ত্তি খানি আমি রাখিতে অভিলাষ করি।

রাম। এক্ষণে উহা আমাকে দেও, পরে মোহান্তের অনুমতি লইয়া তোমাকে দিব। বিনোদ বাবু এক্ষণে শৈলকে হাতে পাইলে কি করেন, তাহা কিছু বুঝিতে পারিলে? যদি শৈলের ব্যবহার তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দিয়া থাক, তাহা হইলে শৈলকে তিনি যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কেমন তুমি কি বল?

মাধ। আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমি তাঁহার যে স্বভাব দেখিলাম তাহাতে বোধ হয় না যে তিনি রাগান্ধ হইয়া কখন সামান্য কীট পতঙ্গকেও আঘাত করিতে পারেন। বরং নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিবেন তথাপি অপরাধীকে একটি নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না।

রাম। বিনোদ কি তবে এতই অপদার্থ! তিনি শৈলকে পাইলে যে কিছুই বলিবেন না একথা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি সত্যসত্যই কিছু না বলেন তবে বিনোদ অসার, কাপুরুষ!

মাধ। ও কথা মুখে আনিবেন না, যদি তিনি শৈলকে হত্যা করিতে পারিতেন তাহা হইলেই তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যাইত। আপনি সে স্বভাব অনুভব করিতে পারিতেছেন না। আমি এক্ষণে যাই।

রাম। এত শীঘ্র কেন যাইবে? মহারাজ সম্বন্ধে যে কথার নিমিত্ত সে দিবস এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে, যে কথা শুনিতে পাইবে বলিয়া তুমি বিনোদের নিকট যাইতে সম্মত হইয়াছিলে, এক্ষণে সে কথা একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া যে বড় চলিলে?

মাধ। কই বলুন না, আমি তাই শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি।

বাম। তাহা কল্য বলিব, তুমি কি নিশ্চয় বুঝিয়াছ শৈলকে হাতে পাইলে বিনোদ সত্যসত্যই কিছু বলিবেন না?

মাধ। তিনি কিছু বলুন আর নাই বলুন তাহাতে মহাশয়ের লাভালাভ কি?

বাম। আমার লাভালাভ কি, তুমি স্ত্রীলোক তাহা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। যদি কিছু আমার লাভ না থাকিবে তবে তোমায় বিনোদের নিকট কেন পাঠাইব?

মাধ। আমিও তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। কিন্তু যদি কাহার মন্দ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমায় বিদায় দিন, আর আমায় ডাকিবেন না।

বাম। তুমি যদি এতই ধর্ম্মিষ্ঠা তবে আর তোমায় ডাকিব না। কিন্তু বিনোদকে দেখিয়া আসিলে, একবার শৈলকে দেখ, তাহাকে বালিকা কালে দেখিয়াছিলে, একবার তাহাকে এসময়ে দেখ।

মাধ। শৈল কোথায়?

বাম। তাহা এক্ষণে বলিব না: কল্য অতি প্রত্যূষে যদি আসিতে পার তবে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে আবদ্ধ রহিয়াছে একাকিনী বলিয়া তার বিশেষ যন্ত্রণা হইতেছে।—

মাধ। এ যন্ত্রণা তাহাকে কে দিতেছে?

"সে সকল কথা কল্য জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া রামদাস সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মাধবী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রামদাস অদৃশ্য হইলে মাধবী ভাবিতে ভাবিতে তরু-মূল হইতে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল। সম্মুখে শ্বেত দেবমন্দির, জ্যোৎস্নালোকে আরও শ্বেত দেখাইতেছে, তাহার

ছায়া অন্ধকারময় হইয়া পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের ছায়া অপেক্ষা চন্দ্রালোকের ছায়া কালিমাময়। এই জন্য চন্দ্রালোকের পার্শ্বে সেই ছায়া মনোহর। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। বাতাস নাই, কোন শব্দও নাই; কেবল একটি শব্দ অনুভব হয়, তাহা কর্ণস্পর্শ করে না অথচ অন্তরস্পর্শ করে। সে শব্দ রাত্রির, রাত্রির নিজের—অতি গম্ভীর অতি ভয়ানক, অতি নিঃশব্দ। রাত্রির কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায়না অথচ সেই কণ্ঠে অঙ্গ কণ্টকিত হয়। যে বলিয়াছে রাত্রি ঝম্ ঝম্ করিতেছে, সে কতক বুঝিয়াছে; যে বলিয়াছে রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সেও কিছু বুঝিয়াছে; আর যে কিছুই বলিতে পারে নাই সে আরও বুঝিয়াছে।

মাধবী একা দাঁড়াইয়া শৈলের কথা ভাবিতেছে। একবার শিহরিয়াবলিল "যদি আমায় এই মৃত্তিকার নীচে রাখিত তবে আমি কি করিতাম? চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতাম? আমার কে আছে? ডাকিলেই বা কে শুনিত? শৈলের কি কঠিন প্রাণ, এখনও শৈল জীবিত আছেন! সেই শৈল! তখন শৈল কত সুন্দর, কত কোমল, কত আদরের ধন ছিলেন, এখন সেই শৈল অযত্নে মৃত্তিকার নীচে একাকিনী দিবা নিশি কাঁদিতেছেন! আমি তাঁহার সঙ্গে কাঁদিব—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" এই বলিয়াই মাধবী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে চলিল। তাঁহার দ্বারে যাইয়া মৃদু মৃদু সারঙ্গ রব করিল। সন্ন্যাসীর তখন অল্প নিদ্রা আসিয়াছিল; সারঙ্গ রবে আরও তাঁহার নিদ্রা গাঢ় হইল। মাধবী অনন্যোপায় হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দ্বারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আঘাত করিল?" মাধবী বলিল "আমি আপনার দাসী—এক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় হইতে আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী দ্বার

খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, কোথায় যাইবে? এই মাত্র এখানে ছিলে কই তখন ত কোন কথা বল নাই।"

মাধ। তখন অন্য অভিপ্রায় ছিল, এক্ষণে আমার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।

রাম। কাহার নিমিত্ত?

মাধ। আমি তাঁহার নাম করিব না, পরে জানিতে পারিবেন।

রামদাস অবাক্ হইয়া ক্ষণেক নর্ত্তকীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন "তোমার এতুর্দ্দশা কতদিন হইতে হইল জানি না, কিন্তু যাহাব কাছে যাইবে যাও একবার শৈলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও; কল্য অতি প্রাতে তাহা রসহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

মাধ। অদ্যই ভাল, কল্য কেন?

রাম। এক্ষণে শৈল নিদ্রা গিয়া থাকিবে।

মাধ। আমি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইব।

রাম। তুমি তাহার ঘরে যাইতে পাইবে না কিরূপে নিদ্রাভঙ্গ করিবে?

মাধ। যদি তাঁহার ঘরেই আমায় যাইতে দিবেন না, তবে সাক্ষাৎ কিরূপে হইবে?

রাম। সাক্ষাৎ করিতে বলা আমার ভুল হইয়াছিল, শৈলের সহিত দুইটা কথা কহিবার নিমিত্ত পাঠাইতেছি।—

মাধ। সে কথা আপনি স্বয়ং বলিবেন, আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহারে বালিকা কালে দেখিয়াছিলাম এক্ষণে কত বড় হইয়াছেন তাহা যদি দেখিতে পাই তবেই যাইব; নতুবা কেবল দুইটা কথা বলিবার নিমিত্ত যাইব না।

রাম। ভাল, নিতান্ত আবশ্যক হয় দেখা করিও কিন্তু এই

কথা গুলি তাহাকে জানাইও। এই বলিয়া সন্ন্যাসী গুটি কত কথা বলিয়া দিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবিত কিছু দেখিতে না পাইলে যে কি কষ্ট তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি না। যে নির্জ্জনে কখন আবদ্ধ থাকিয়াছে সেই কেবল এই কষ্ট জানে। মনুষ্য অভাবে যদি বিড়াল, কুক্কুর বা পক্ষীকে পাওয়া যায় তবুও নির্জ্জনবাসের অসহনীয় কষ্ট কিছুদিন এক প্রকার সহ্য যায়। বিড়াল আমার কথা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তবু কথা কহিবার সময় সে আমার মুখপ্রতি চাহিবে;—আদর করে আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিবে এই যথেষ্ট। বিড়ালের পরিবর্ত্তে এই অবস্থায় কুক্কুর পাইলে আরও সুখ। বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুরের সহিত আমাদের সহৃদয়তা আরও অধিক। যেখানে বিড়াল কি কুক্কুর নাই সেখানে একটি পক্ষী পাইলেও কষ্টনিবারণ করা যায়। পক্ষী তোমাকে দেখিতেছে, তোমার কথা শুনিতেছে, তোমার কথা শুনিবে বলিয়া কর্ণ বাড়াইতেছে, একবার বামভাগে মাথা হেলাইয়া আবার দক্ষিণভাগে মাথা হেলাইয়া তোমাকে দেখিতেছে অথবা তোমার কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। তুমি কথা কহিলে না, পক্ষী আপনি কলরব করিতে লাগিল, আবার আপন কণ্ঠরোধ করিয়া, তোমার কণ্ঠ শুনিবে বলিয়া মাথা হেলাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তুমি তথাপি কথা কহিলে না। পক্ষী আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তুমি বুঝিলে যে, সে তোমায় তিরস্কার করিতেছে—তুমি বুঝিলে যে তুমি একা নহ।

একা, অসহ্য, অস্বাভাবিক। পশুরাও একা থাকিতে পারে না। যেখানে স্বজাতি না পায়, সেস্থলে অপর জাতিকে সঙ্গী পাইলেও শান্ত থাকে। এক সময় একটি অশ্ব একা আবদ্ধ ছিল। ক্রমে তাহার সেই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল; শেষ একটি হংস তথায় আগত হওয়ায় অশ্ব যেন প্রাণ পাইল। অশ্ব মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত আর হংসের নিকট ছাড়া থাকিতে পারিত না। হংস অশ্বের স্বজাতি নহে, হংসকে পাইয়া কেন অশ্ব প্রাণ পাইল? হংস আসিয়া তাহার কি উপকার করিল? অশ্ব কি ভয় পাইয়াছিল? কিসের ভয়? হংস কি তাহা হইতে অশ্বকে উদ্ধার করিতে সক্ষম?

একা থাকিলে একপ্রকার ভয় হয়, নিকটে কেহ সঙ্গী থাকিলেই আবার সে ভয় যায়। ভয়ের কারণ হইতে সঙ্গী উদ্ধার করিতে পারগ কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। অনেক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রাত্রে একা এক ঘরে বাস করিতে পারে না কিন্তু একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদের এ কিসের ভয়? কোন বিপদের ভয় নহে, কেন না তাহাহইলে দুগ্ধপোষ্য বালক উপলক্ষে সে ভয় যাইত না—শিশু কোন্ বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? এ ভয় ভৌতিকও নহে, কেন না দুগ্ধপোষ্য বালক সহায় হইলে কিরূপে ভূত নিবারণ হইবে।

এ ভয় পশুদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে—পশুদিগের মধ্যে ভৌতিক ভয় অসম্ভব। বিপদের ভয়ও নহে, হংস অশ্বকে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তবে ইহা কোন্ বিষয়ের ভয়? মনুষ্য, পশু সকলেই এই ভয় করে অথচ কিসের ভয় কেহ জানে না, কেহ অনুভব করিতে পারে না।

লোকে তোর যা হয় ত বলিবে ইহা একা থাকিবার ভয়। তা সত্য, কিন্তু একা থাকিতে ভয় কেন হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। মূল কথা ইহা যে ভয়ই হউক, অতি আশ্চর্য্য ভয়। হয় ত ইহা ভয় নহে, ইহা আর কিছু। কে জানে, কে বলিতে পারে।

শৈল একা, জীবিত কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই। তাহার আর নিদ্রা যাইবার কোন নিয়ম নাই, কখন দিবসে নিদ্রা যায় রাত্রে বসিয়া কাঁদে, কখন রাত্রে নিদ্রা যায় দিবসে বসিয়া গবাক্ষ দ্বারপ্রতি চাহিয়া থাকে। কখন একটি পতঙ্গ উড়িয়া আসিবে এই প্রত্যাশায় সেইদিকে চাহিয়া থাকে। জীবিত কীট পতঙ্গ দেখিবার তাহার এক্ষণে একমাত্র অভিলাষ; দেখিতে পাইলে স্বর্গ বোধ করে, দেখিতে না পাইলে কাঁদিতে থাকে। একবার একটি মাছি ধরিতে মাছিটি মরিয়া গিয়াছিল; শৈল তাহার নিমিত্ত কতই কাঁদিল, থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, পুত্র-শোকাকুলা বোধ হয় কখন এত কাঁদে না।

আর একবার একটি প্রজাপতি গবাক্ষদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, সেজন্য শৈল কতই ব্যথা পাইয়াছিল; নায়ক ফিরিয়া গেলে নায়িকা কখন তত ব্যথা পায় নাই। শৈল ঊর্দ্ধমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল "প্রজাপতি আবার আসিবে, এইখানেই আছে, এই দ্বারের পার্শ্বে উড়িতেছে, পার্শ্বে কোথায় কি আছে, তাহা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজাপতির এইরূপ স্বভাব, উড়িতে উড়িতে চারিদিকে দেখে, সকল দেখা হইলেই আসিবে। কই, এখন ত আসিল না, তবে কি উড়িতে উড়িতে দূরে গেল? গবাক্ষ কি ছাড়াইয়া গেল? তবে ত

খুঁজিয়া পাইবে না, প্রজাপতিকে কে পথ বলে দিবে, আমি কেমন করে তারে ফিরাব, আমি কি বলে তাহারে ডাকিব, ডাকিলে কি সে শুনিতে পাবে? এই আমি এখানে” বলিয়া চীৎকার করিয়া শৈল প্রজাপতিকে ডাকিতে লাগিল, ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু প্রজাপতি ফিরিল না।

তারপর শৈল ভাবিল, “আমি চীৎকার করিয়াছি বলিয়া হয় ত প্রজাপতি ভয় পাইয়াছে—শব্দ না করিলে আবার আসিবে” অতএব নীরব হইয়া, শৈল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিল তথাপি প্রজাপতি আসিল না; তখন আবার চীৎকার করিয়া শৈল কাঁদিয়া বলিল, “কে হয় ত আমার প্রজাপতিকে মেরে ফেলেছে, তাহা না হইলে সে আসিত—অবশ্য আসিত—অভাগিনীকে দেখা দিতে সে আবার আসিত। এখনও হয় ত সে মরে নাই, হয় ত প্রাচীরের মূলে পড়ে আছে, পাখা যোড় করিয়া উঠিতে উঠিতে টলিয়া পড়িতেছে, আমি গেলে এখনও তারে বাঁচাতে পারি, কে তারে বাঁচাবে! সে আমার কাছে আসিতেছিল—দুঃখিনীর দুঃখ ভেবে আসিতেছিল, কে এ বাদ সাধিল।”

শৈল আর পষাণী নাই, পাষাণ গলিয়াছে, গলিয়াছে বলিয়া সে এখন বালিকার মত এত কাঁদে। পূর্ব্বে কখন শৈল কাঁদে নাই। যে স্বামীর মরণ দেখিয়া কাঁদে নাই, সে এক্ষণে একটা পতঙ্গ কি প্রজাপতির নিমিত্ত কাঁদে। বিনোদকে দেখিবার নিমিত্ত যে শৈল কখন চক্ষু ফিরায় নাই, সেই শৈল এক্ষণে অতি কদাকার মনুষ্যকে দেখিতে পাইলে স্বর্গভোগ মনে করে। রামদাস সন্ন্যাসী অতি কুরূপ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অস্থিময়, বৃদ্ধ, কূপচক্ষু তাহাতে কতকগুলা পক্ক ভ্রূকেশ কঙ্কালবৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, শৈল এই কদাকার পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত

কত ব্যাকুলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসীও কখন দেখা দিত না; শৈল কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছে "একবার দেখা দেও, না হয়, একবার কথা কও, তাহাও না হয়, একবার তোমার ছায়া দেখিতে দেও।" সন্ন্যাসী পাষাণ; ইহার কোন কথাই শুনিত না। মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবে বলিয়া শৈল পাগল হইয়া ফিরিত; মনুষ্য কণ্ঠ কেন? কোন কণ্ঠ শুনিতে পাইত না।

শৈল কেবল মনুষ্য দেখিতে চায় মনুষ্য কণ্ঠ শুনিতে চায়: আর কিছুই চায় না। এক দিন শৈল বসিয়া প্রতিবাসীদিগের আকৃতি, তাহাদের স্বর, তাহাদের হাসি, তাহাদের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কোন প্রকারে স্পষ্ট স্মরণ হইল না; শেষে যন্ত্রণায় শৈল অমনি আপন গলদেশ টিপিয়া ধরিল। আবার এক একদিন শৈল ভাবিত "আমার চারি দিকে এত লোক ছিল আমি কেন তাহাদের ভাল বাসি নাই, কেন তাহাদের আদর করি নাই, কেন দিবারাত্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরি নাই। সেই সকল অমূল্য রত্ন থাকিতে কেন পোড়া ডাইমন কাটা মলের প্রতি লোভ করিয়াছিলাম। অলঙ্কার পরিলে আমার কি সুখ হইত।"

এই অবস্থায় এক দিন শৈল আহারান্তে অপর ঘরে আসিয়া দেখে সন্ন্যাসী এক খানি স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ হীরক ও মুক্তা-খচিত অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছে। শৈল তাহা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আর কেন আমায় যন্ত্রণা দাও, আমি এসকল আর কিছুই চাই না, আমায় একবার দেখা দেও, একবার আমায় শৈল বলে ডাক, অনেক দিন আমায় কেহ ডাকে নাই।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাত্রি দুই প্রহর, তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই, বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। কখন পূর্ব্বাবস্থা, কখন বর্ত্তমান অবস্থা, কখন মেঘ বৃষ্টি, কখন রন্ধন কার্য্য ভাবিতেছে; একবার মনে হইল যেন সম্মুখে হুহু করিয়া চুল্লী জ্বলিতেছে, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ হাঁড়িতে অন্ন পাক হইতেছে; শৈল অনেক দিন অন্ন খায় নাই অতএব মনে মনে অন্নপাক করিতেছে। মনেমনে দেখিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ একটি দুইটি করিয়া হাঁড়িব অঙ্গে গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায় লাগিতে লাগিল। তাহার পর অসংখ্য বুদ্বুদ, বুদ্বুদের উপর বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল, আব তাহাদের স্থান হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদেরা যেন পবামর্শ করিয়া পরস্পর পরস্পরে মিলিতে লাগিল; চারি পাঁচটি একত্রে এক একটি বড় বুদ্বুদ হইয়া ফুটিতে লাগিল। ক্রমে স্ফীত হইয়া হাঁড়িতে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। শৈল মনে মনে অন্নযষ্টি দ্বারা তাড়না করিল; করিবামাত্র বুদ্বুদ অদৃশ্য হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া স্থানে স্থানে লাফাইতে লাগিল। শৈল হাসিতে হাসিতে মনে মনে চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া একটু সরিয়া বসিল। ভাবিল, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, এখন দৈতর মা কোথায়? আহারের স্থান পরিষ্কার ককক।

দৈতর মার নাম মনে আসিবা মাত্র সকল স্মরণ হইল। শিহরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া নতশিরে শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আপনার হৃদয়াঘাত আপনি শুনিতে পাইতে লাগিল।

তাহার পরে ভাবিতে লাগিল "সে কত দিন হবে। কত দিন হবে আমি এখানে এসেছি? কত দিন, কি কত বৎসর! অধিক বৎসর হবে না, অধিক বৎসর হইলে আমি বুড়ি হইতাম,

বোধ হয় আমি বুড়ি হই নাই। আজ কি বার? জানি না। কি মাস, তাহাও জানি না, দিন গিয়াছে দিন এসেছে, এমনি করে কত দিন গিয়াছে, হয় ত কত মাসও গিয়াছে। ফাল্গুন মাসে এখানে এসেচি, এখন কি মাস? আর মাস জানিয়াই বা আমার কি হইবে? এক্ষণে আমার পক্ষে সকল মাস, সকল বার, সকল সময়, সমান হইয়া পড়িয়াছে। তবু কোন মাস জানিলে সুখ আছে। ফাল্গুন মাসে যখন আমি এখানে আসি, তখন বৎসরের কি সুখের দিন ছিল! বৈকালে মেয়েরা মুখ মুছে গালভরে পান খেয়ে, কলসি কাঁকে লইয়া, আঁচল ধরে জল আনিতে যাইত; আব সেই সময় মধুব বাতাস কেমন অল্পে অল্পে কাণেব পাশ দিয়া যাইত, সুখে শরীর বোমাঞ্চিত হইত। আজও মেয়েবা কি সেইরূপ সুখে হাসিতে হাসিতে নদীতে যায? যায় বই কি। তাহাবা কত সুখে আছে; যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতেছে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিতেছে, পৃথিবীব কুৎসিত সামগ্রীর উপর তাহাবা দৃষ্টিপাতও করে না, সুন্দর সামগ্রীই তাহাবা দেখিয়া ফুবাইতে পাবে না। আর আমি? আমি কুৎসিতেও বঞ্চিত। সুন্দর কুৎসিত কিছুই দেখিতে পাই না, এ পোড়া চক্ষু তবে কেন হইয়াছিল? ইচ্ছা করে নখ বিঁধিয়া তুলিয়া ফেলি। আব কাণই বা আমাব কেন, আমি ত আব কিছুই শুনিতে পেলাম না। এক দিন যদি মেঘ ডাকিত তাহা হইলে হয় ত এখান হইতে শুনিতে পাইতাম। মেঘেব গম্ভীব গর্জ্জন সকলেব শয়ন ঘরে যায়, তবে আমার ঘরে কেন নিদয় হবে! মেঘেব শব্দ কি মধুব! কি গম্ভীর! শব্দ কেমন আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়ায় আবার কেমন ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যায়। যখন মেঘের ডাক শুনিতে পেতাম, তখন তাহা শুনি নাই, তাহা বুঝি নাই। তিনি কত বলিতেন,

"একবার শুন।" একবারও কাণ পাতি নাই; তিনি বলিতেন বলিয়াই হয় ত শুনি নাই। এখন যে আমার বুকের ভিতর কেমন করে। আবার কি কখন সেই মেঘের ডাক শুনিতে পাব? যখন শুনিতে পেতাম তখন শুনি নাই।

এই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। শৈল চমকিয়া কর্ণে হাত দিল। উৎকট শব্দ শুনিয়া বাদ্য যেন অপ্রতিভ হইয়া আপনিই থামিল। শৈল সভয়ে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল এই মাত্র বোধ হইল যেন পশ্চিমদিকের লৌহদ্বার ঈষন্মুক্ত রহিয়াছে। শৈল সেইদিকে যাইবাব নিমিত্ত উঠিল কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ আবার আরম্ভ হইল, এবার শব্দ অতি কোমল, অতি মনোহর; কিন্তু তথাপি শৈলের অসহ্য হইয়া উঠিল। শৈল অনেক দিন কর্ণে কিছুই শুনে নাই এখন অল্প শব্দই কর্ণের কষ্টকর হয়। তাহাতে আবার যেস্থান হইতে শব্দ বিনির্গত হইতেছিল তথায় ছাদ নাই সমুদায় খিলান। সেই স্থানের সামান্য শব্দের প্রতিধ্বনিতে ঘর পুরিয়া যায়।

শৈল কাতর স্বরে বলিল, "সন্ন্যাসি, তুমি আমায় কি বলিতেছ স্পষ্ট করে বল—মৃদুস্বরে বল; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল আর কোন শব্দ হইল না। তখন শৈল পুনর্ব্বার কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কথা কহিলে কি শব্দ করিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসি! আমি অনাথা—আমার আর কেহ নাই, আমায় রক্ষা কর। ধীরে একটি কথা কও, কথা না কও একবার কোনপ্রকারে জানাও যে, তুমি ঐখানে আছ। নিকটে মানুষ আছে জানিলেই

আমি আর কাঁদিব না আর তোমায় বিরক্ত করিব না, আমায় এখানে যতদিন রাখিবে ততদিন থাকিব কিন্তু আর একা থাকিতে পারি না। আমার ভয় করে।

এই সময় একটি গীত আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখী তারা যদি কখন দূর হইতে চুপি চুপি কাঁদিয়া থাকে তবে সে যে ম্লান মৃদু স্বরে কাঁদিয়া ছিল গীতটী সেই স্বরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। গীতটীর প্রথমভাগ এই।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার ॥

গীতটী পূর্ব্বে শৈল শুনিয়াছিল কিন্তু তখন ইহার মর্ম্ম বুঝে নাই, কর্ণপাতও করে নাই; কিন্তু এক্ষণে শুনিয়া শৈল দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া নতশিরে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। যে গাইতেছিল সেও গাইতে গাইতে কাঁদিয়া ফেলিল, আর গাইতে পারিল না। অশ্রুসম্বরণ করিয়া গায়ক আর একটি গীত স্বতন্ত্র স্বরে গাইল।

প্রণয় মোর সাগর তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার ॥
সখি! কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়।
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার ॥

এ গীতে শৈল কাঁদিল না; মুখ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে শৈল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তুমি কোথায়? একবার আমার কাছে এসো, একবার তোমার গায়ে হাত দিয়া দেখি। আমায় বাঁচাও।"

"যাইতেছি" এই মধুর উত্তর একটি স্ত্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের নিকট বসন ঘর্ষণের মরমর শব্দ হইল; তাহার পর পবিত্র পদ্ম গন্ধ, তাহার পর একটি রূপবতী আসিয়া শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল, শৈলকে বুকে করিয়া ডাঁকিতে লাগিল "শৈল! ভগিনি! রাজনন্দিনি! অভাগিনি!" ডাকিতে ডাকিতে অপরিচিতা কাঁদিয়া ফেলিল আর কথা কহিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বুকের উপর টিপিয়া ধরিয়া কে কাঁদিল শৈল তাহা একবারও ভাবিল না; তাহাকে আদর করিয়া ভগিনী বলিয়াছে, এই বিপদ্‌কালে তাহাকে বুকে করিয়াছে, ইহাতেই শৈল গলিয়া গেল। অপরিচিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শৈল নিঃশব্দে কাঁদিল এবং নয়নজলে অপরিচিতার বাহুমূল আর্দ্র করিতে লাগিল। স্বামিগৃহে শৈল নানা সুখাভিলাষ করিয়াছে, সুখের নিমিত্ত চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছে, ডাইমন কাটা মলও পরিয়াছে, কিন্তু কখন সুখী হয় নাই। অদ্য শৈল এই প্রথম সুখী হইল। সুখে কাঁদিল।

ক্ষণেক পরে শৈল সরিয়া বসিয়া চক্ষের জল মুছিল। অপরিচিতাও চক্ষের জল মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল; পরস্পরে কি ভাবিতে লাগিল। একবার শৈল দুই হস্ত অপরিচিতার অঙ্গে হঠাৎ দিয়া অতি ব্যগ্রভাবে আপনাপনি বলিয়া উঠিল "এ কি সত্য? হয় ত আমার ভ্রম। তুমি একবার কথা কও, আমার ভ্রম কি না একবার বুঝাইয়া দেও; কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবে? আমি কেমন করে

বুঝিব? এই সুখ কতবার ভেবেছি। কে যেন আসিতেছে, কে যেন আসিল, এ আমি কতবার দেখিয়াছি। এখনও কি তাই? বল, কেমন করে বুঝাইয়া বলিবে, একবার বল। আমি একা থেকে, একা ভেবে, কেমন হইয়াছি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি সকল গিয়াছে; চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা সকলেই এখন আমায় ঠকায়। একবার ভাবি ধরেছি, আবার ভাবি কই? না। একবার ভাবি এই দেখিতেছি, আবার ভাবি কই? না। এই আমি তোমায় ধরে আছি আবার ভাবিতেছি হয় ত এ সকল ভ্রম।"

অপরিচিতা কোন উত্তর না করিয়া শৈলের মস্তক আপন বুকে লইয়া শৈলের কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শৈল বুঝিল।

গবাক্ষ দ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণের অল্প আভা আসিয়াছিল; সেই আলোকে শৈলের আকার একপ্রকার অনুভব হইতেছিল। অস্থিময়, ক্ষুদ্রদেহ, রুক্ষ কেশ।

শৈল যখন বিলক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, সত্য সত্যই অন্যের বুকে তাহার মাথা রহিয়াছে, তখন হঠাৎ উঠিয়া দুই হস্তে রুক্ষ কেশরাশি সরাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় অপরিচিতার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে থাকিয়া শৈলের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল; যে অন্ধকারে অন্য কেহই দেখিতে পায় না সে অন্ধকারে শৈল সকলই দেখিতে পাইত। এক্ষণে জ্যোৎস্নার ঈষৎ প্রতিবিম্ব আসিয়াছিল; অপরিচিতার মুখমাধুরী শৈল বিলক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অপরিচিতা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া চক্ষের জল কষ্টে সম্বরণ করিয়া বলিল

"আমি অনাথিনী, তোমার মত অভাগিনী।" উত্তর শুনিয়া শৈলের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?" অপরিচিতা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিল, "আমার আর কেহই নাই, আমি একাকিনী।" শৈল ভগ্নস্বরে বলিল, "বুঝেছি, তোমার কেহ থাকিলে তোমায় কেন এখানে আসিতে দিবে; তুমিই বা কেন আসিবে; অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে।" এই বলিয়া শৈল আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" অপরিচিতা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, আমার নাম মাধবী। শৈল চিনিতে পারিল না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পাও? তোমায় কেহ বারণ করিতে পারে না?"

মাধ। আমায় কে বারণ করিবে?

শৈল। গত রাত্রে কোথায় ছিলে?

মাধবী উত্তর করিল "সুরপুরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, কিঞ্চিৎ ভীতা এবং লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। মাধবী তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "সুরপুরে আমার সহিত কাহারও আলাপ নাই, তথায় আর কখন যাই নাই, এই প্রথম গিয়াছিলাম। সুরপুরে গিয়া কোথাও স্থান পাই নাই; শেষ তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। প্রতিবাসীরা তোমার সংবাদ কিছুই জানে না, তাহারা বলিল ঘর দ্বার গহনাপত্র সকল ফেলিয়া শৈল একা পলাইয়া গিয়াছে; কখন গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, তাহাও তাহারা জানে না।"

মাধ। আমি একটু না ঘুমাইয়া আর কোন কথার উত্তর দিব না।

শৈল। তবে তুমি ঘুমাও, আমি এখানে বসিয়া থাকি।

মাধ। কেন?

শৈল। আমি ঘুমাইলে পাছে তোমায় হারাই।

মাধ। সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। আমি কোথাও যাব না।

শৈল আর কোন আপত্তি না করিয়া মাধবীর পার্শ্বে শয়ন করিল, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন পার্শ্বে নহে, বালিকার ন্যায় শৈল মাধবীর ক্রোড়ে শয়ন করিল। পাছে মাধবীকে হারায়, এই ভয়ে শৈল মাধবীর অঞ্চল ধরিয়া নিদ্রা গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। গবাক্ষ দ্বার দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিয়া শৈলের মুখে পড়িয়াছে। শৈল তখনও নিদ্রা যাই-তেছে, তখনও শৈলের হস্তে মাধবীর অঞ্চল রহিয়াছে। শৈল নিদ্রাবশে কি স্বপ্ন দেখিতেছে, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছে যেন কি বলিতেছে। ক্রমে মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল, শৈল রোদনোন্মুখী হইল এমত সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, শৈল বিস্ফারিত লোচনে ইতস্ততঃ অবলো-কন করিতে লাগিল, যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিতে লাগিল, এবার নিশ্চয়ই বুঝিল স্বপ্ন মিথ্যা, সেই ঘর, সেই খিলান, সেই গবাক্ষ, সেই প্রস্তরময় প্রাচীর, সেই সকল রহিয়াছে শৈল পূর্ব্বমত বন্দী। মর্ম্মযন্ত্রণা তাহার দ্বিগুণ বাড়িল, শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বসিবা-মাত্র নিদ্রিতা মাধবীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি শৈল হঠাৎ

পলায়নোন্মুখীর ন্যায় শরীর বামে হেলাইয়া, আবার বিস্ময়াপন্নের ন্যায় দক্ষিণে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাত্রির কথা অল্পে অল্পে মনে আসিল।

এই সময় মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া বলিল "ও আমার দিদিরে! এখনই উঠেছ? তবে ঘুমুলে কই?" শৈল একথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তবে রাত্রের কথা সত্য? স্বপ্ন নহে।"

মাধ। না দিদি, স্বপ্ন নহে। তুমি একা ছিলে এখন আমরা দুই জন হইলাম, আর আমাদের ভাবনা কি? এখন দুই জনে একত্রে ঘুমাব, একত্রে জাগিব, একত্রে গল্প করিব, একত্রে হাসিব, একত্রে কাঁদিব, আর আমাদের ভয় কি?

শৈ। তবে কি তুমি আমার সঙ্গে এই খানেই থাকিবে? আমার জন্যই কি তবে এখানে থাকিতে আসিয়াছ? এত দয়ার শরীর? তুমি কি আর যাবে না?

মাধ। এজন্মে নহে। আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? যতকাল তুমি এখানে থাকিবে, ততকাল আমিও এখানে থাকিব।

শৈল উপাধানে মুখ লুকাইল—নিঃশব্দে কাঁদিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, মাধবী তখন মুখ নত করিয়াছিল। একবিন্দু নয়নজল মাধবীর নাসাগ্রে মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মাথা তুলিলে তাহা হর্ম্ম্যপ্রস্তরে পড়িয়া গেল। কিন্তু শীঘ্র শুকাইল না, পাষাণে নয়নজল কেন শুকাইবে? কোমল মৃত্তিকা সে জল পাইলে শুষিয়া লইত, পাষাণে সে জল অমনি পড়িয়া রহিল। মাধবী তাহাতে অঙ্গুলি লিপ্ত করিয়া একটি চক্ষু চিত্রিত করিতে করিতে বলিল "আমি এখানে থাকিব—চিরকাল থাকিব, তুমি ভিন্ন আর কেহই

আমাকে তোমার নিকট ছাড়া করিতে পারিবে না, সন্ন্যাসী কি? কেহই পারিবে না কিন্তু—”

শৈ। না, না, সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেই তোমায় লইয়া যাইবে; এখন তোমায় কোথায় লুকাব?

মাধ। আমায় লুকাইতে হইবে না, আমি যে এখানে আসিয়াছি, সন্ন্যাসী জানেন; সন্ন্যাসী আপনিই আমার সঙ্গে করে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার রাত্রে আমায় লইতে আসিবেন। কিন্তু আমি যাব না।

শৈলের মুখ শুকাইয়া গেল, আর কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক হেলিয়া বেদির উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল।

শৈলের দৃষ্টি পূর্ব্বমত আর প্রখর নাই, এখন স্নিগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বদীপ্তি যেন মেঘে ঢাকিয়াছে। শৈলের কাতরতা দেখিয়া মাধবী বুঝিল যে, সন্ন্যাসী তাড়না করিলে আমি যে যাব না, একথায় শৈলের বিশ্বাস নাই। অতএব মাধবী নানা প্রকারে তাহা বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে শৈলের ভয় গেল, কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল “আমি যে এখানে এই অবস্থায় আছি তাহা তুমি কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? আমায় আর কখন দেখ নাই, আমার কথা কখন শুন নাই, আমার তত্ত্ব কি প্রতিকে পাইলে?”

মাধ। সে অনেক কথা, তাহা আর এক সময়ে বলিব। আমি তোমায় বালিকা কাল অবধি ভাল বাসি; পূর্ব্বে তোমায় কোলে করে বেড়াইতাম, তুমিও আমার কোলে থাকিতে ভাল বাসিতে। আমায় দিদি বলে ডাকিতে। সেই বয়সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ কিন্তু

আমি ভুলি নাই। তাহার পর কত দিন গেল, কত কাণ্ড হল, আমিও কত দেশ বেড়াইলাম, তোমার কত সন্ধান করিলাম, কোথাও তোমার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি শুনিলাম যে, তোমার সুরপুরে বিবাহ হইয়াছিল।

শৈল। বালিকা কালের কত কথাই মনে আছে কিন্তু তোমার আকার ত ভাল মনে হয় না।

মাধ। মহারাজকে মনে পড়ে?

শৈল। কে মহারাজ?

মাধ। বটে? সত্যসত্যই তবে তুমি কিছুই জান না। তা তোমারও দোষ নাই, তুমি তখন তিন বৎসরের।

শৈল। মহারাজের বিষয় কি, বল না?

মাধ। স্নানাদির পর বলিব। এখানে কোথায় স্নান কব?

শৈ। এই পার্শ্বের ঘরে স্নান আহারের সকল আয়োজন থাকে।—

এই বলিয়া শৈল সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে দ্বার খোলা রহিয়াছে। শৈল বলিল চল, সকল প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু তোমার আহারের বড় কষ্ট হবে, আমি ফল মূল খাইয়া থাকি, তোমার নিমিত্তও যদি তাহাই আনিয়া থাকে।

মাধ। তুমি অন্ন খাও না কেন?

এই কথায় শৈল কোন উত্তর না দিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মাধবীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জন পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। উভয়ে স্নানাদি করিয়া আহার করিতে বসিল। এই সময় মাধবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি অন্নত্যাগ করিয়াছ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে কি?"

শৈল। পীড়া কিছুই নহে, কে পাক করে তাহা জানি না এই জন্য খাই না।

মাধ। কেন? ব্রাহ্মণে পাক করে, দেখিতেছি ইহা দেবতার প্রসাদী ভোগ।

শৈ। তথাপি আমার স্বপাক আহার করা উচিত।

মাধ। কেন?

শৈ। আমি বিধবা।

মাধবী আর কোন উত্তর করিল না। আহারান্তে অপর ঘরে গিয়া আবার সেই কথা উত্থাপন করিল।

মাধ। তোমায় কে বলিল যে, তুমি বিধবা?

শৈ। একথা কে আর বলে থাকে? লোকে আপনিই জানিতে পারে।

মাধ। অমন অকল্যাণের কথা আর মুখে এন না, সাধ করে এসকল কথা বলিতে নাই।

শৈল। আমি সাধ করে বলি নাই। বিধবা হতে কার কবে সাধ গিয়া থাকে?

মাধ। তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

শৈ। ভ্রম নহে, তাঁর মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মাধ। আমি তা জানি, তুমি মনে করিয়াছিলে বিনোদবাবু মরিয়াছেন; কিন্তু তিনি তখন বাস্তবিক মরেন নাই, কেবল বাক্‌রোধ হইয়াছিল তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয়াছিলেন। মধ্যে তাঁহার সহিত কয়বার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখন তিনি ভাল হইয়াছেন, শরীরে আর কোন পীড়া নাই।

শৈল অবাক্ হইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল মাধবী উপহাস করিতেছে। আবার ভাবিল মাধবীর মুখভঙ্গী সেরূপ নহে। মাধবীর ভ্রম হইয়া থাকিবে, বোধ হয় আর কাহারে দেখিয়া থাকিবে।

শৈলের সন্দেহ মাধবী বুঝিতে পারিল। মাধবী বলিল,

"সন্দেহ করিও না; বিনোদ বাবু নিশ্চয় জীবিত আছেন; যে বেহারা তাঁহাকে তোমার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের সহিত আমার আলাপ আছে। আর অন্য কথা কি? তোমার দেঁত্তোর মা সে দিন আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কেঁদে মরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ভাল হইয়া বসিল, একবার আপনার শীর্ণ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরিধেয় ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্ত্র টানিয়া অঙ্গাবরণ করিল, রুক্ষকেশে একবার হাত দিল। তাহার পর কি বলিবে মনে করিয়া মাধবীর দিকে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। মাধবী এই সময় শয়ন করিয়া অন্যমনস্কে প্রস্তরের সংযোগস্থানে নখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছিল। শৈল কি বলিবে ভাবিয়া তাহার প্রতি যে চাহিতেছিল, তাহা মাধবী দেখিতে পাইল না। শৈল মুখ ফিরাইল।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে শৈল আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া মাধবীর দিকে চাহিল। মাধবী তখনও অন্যমনস্ক। এই সময় শৈল কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার শব্দ করিল। মাধবী তখন মাথা তুলিল। শৈল এইবার সাহস করিল; দুই তিনবার উদ্যমের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কিছু হইয়াছিল?" মাধবী গম্ভীর হইয়া ক্ষণেক থাকিয়া বলিল, "তোমার কি কথা?" শৈল আর কোন উত্তর করিল না। উভয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল, তখনও উভয়ে অন্যমনস্ক। শৈল কেন অন্য-মনস্ক হইল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় কিন্তু মাধবী কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। বিনোদ জীবিত আছেন, শৈলের ইহা প্রতীতি করাইয়া অবধি মাধবী অন্যমনস্ক। রাত্রি হইল; পরস্পর কেহ কাহাকেও আর ভাল দেখিতে পাই-তেছে না, তখনও উভয়ে নীরব।

এই সময়ে পশ্চিমদিকের দ্বার দিয়া ঘরে দীপালোক আসিল। আসিবামাত্র শৈল চক্ষু আবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি ও কি?" শৈল অনেক কাল আলোক দেখে নাই, সামান্য আলোকও আর তাহার চক্ষে সহে না।

মাধবী আলোকের দিকে চাহিয়া দেখিল, রামদাস সন্ন্যাসী প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাধবী আর কিছু বলিল না; শৈল কোন উত্তর না পাইয়া সেইদিকে চাহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, আলোক বড় তীব্র বলিয়া বোধ হইল। আবার মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল। এবার মাধবী বলিল, "সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।" শৈল অমনি দুই বাহুদ্বারা মাধবীকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ধরিয়া বলিল "সন্ন্যাসি! আগে আমায় খুন কর, তবে মাধবীকে লইয়া যাইও।" সন্ন্যাসি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধবীকে উঠিতে বলিল। মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছাকরে আমি এইখানে থাকি।"

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করিলেই থাকিতে পাবে না।

মাধ। এখানে থাকিলে আপনার কি ক্ষতি?

সন্ন্যা। ক্ষতি থাক্ আর নাই থাক্, তুমি বাহির হও।

মাধ। তোমার পায়ে ধরি, আমাকে এখানে থাকিতে দেও, আমি বাহিরে ঘুরে ঘুরে জালাতন হয়েছি, এখন দুদিন এখানে থাকি। এ উত্তম স্থান; আমার মত লোকের এই স্থানই ভাল।

সন্ন্যা। ভাল হউক মন্দ হউক, তুমি এখানে থাকিতে পাবে না।

মাধ। আমি শৈলকে একা রাখিয়া যাব না।

সন্ন্যা। সহজে না যাও, গলাধরে বাহির করে দিব।

মাধবী একথা শুনিবামাত্র মস্তক নত করিল; পরে আবার মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন এ সকল কথা মুখে আন?"

সন্ন্যা। সে যাহা হউক, তুমি এখনই বাহির হও, নতুবা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। আমাকে রাগাইও না। রাগিলে তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি এই থানেই টিপিয়া বাহির করিয়া দিব।

মাধ। আমার প্রাণ বাহির করা বড় শক্ত কাজ নহে। জলবিম্ব হইতে বাতাস বাহির করা যত সহজ, আমার বুকের ভিতর হইতে প্রাণ বাহির করা ততই সহজ।

সন্ন্যা। তবে আমার কথা কেন শুন না।

মাধ। এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? কার জন্য বাঁচিব?

সন্ন্যাসী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে মাধবীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বার খোলা রহিল, প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। মাধবী তখন শৈলের প্রতি চাহিয়া দেখে শৈল পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে শৈল সবলে মাধবীকে ধরিয়াছিল, ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া শিথিল হস্তে সরিয়া পড়িয়াছিল।

মাধবী সযত্নে শৈলকে তুলিয়া আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইল, "ভয় কি দিদি, সন্ন্যাসী গিয়াছে" এই বলিয়া শৈলকে বুঝাইতে লাগিল। শৈল কোন উত্তর না দিয়া চাহিয়া রহিল।

শৈলের রুক্ষ কেশরাশি পাষাণময় হর্ম্যোপরে পড়িয়াছিল, মাধবী তাহা তুলিতেছে, এমত সময় সন্ন্যাসী আবার আসিল। এবার সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ভয়ানক, হস্তে শূল; সদর্পে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইল, একবার বলিল, "এখনও বাহির হও।"

মাধবী কোন উত্তর করিল না। তখন সন্ন্যাসী শূল উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে মাধবীর বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলিল, "এখনও বাহির হও।" মাধবী আপন হৃদয়োপরি স্থাপিত শূল ফলাকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসীর মুখপ্রতি চাহিয়া মৃদুভাবে ঈষৎ হাসিল। "এখনও বাহির হও" বলিয়া সন্ন্যাসী শূলে শক্তি সংযুক্ত করিল। মাধবীর মুখ মলিন হইয়া গেল; শূলের অগ্রভাগ বস্ত্রের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল, হঠাৎ বস্ত্রে রক্ত দেখা দিল; মাধবী সন্ন্যাসীর দিকে মুখ তুলিয়া আবার একটু হাসিল। সন্ন্যাসী রক্ত দেখিতে পাইল। অমনি শূল তুলিয়া লইল; শূলাগ্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আরও ছুটিয়া বাহির হইল। রামদাস শূল তুলিয়া দেখিল অগ্রভাগে রক্ত লাগিয়াছে। শৈলের অঞ্চলে তাহা পরিষ্কার করিয়া চলিয়াগেল, আর মাধবীর দিকে চাহিল না। প্রদীপ পূর্ব্বমত জ্বলিতে লাগিল।

মাধবী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে আপনার রক্তাক্ত বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর অঞ্চল দিয়া হৃদয়ের রক্ত আবরণ করিয়া শৈলকে তুলিল। শৈল নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চারিদিক্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি সন্ন্যাসী কি গিয়াছে?" মাধবী বলিল, "গিয়াছেন।" পশ্চিম দিকের দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "দ্বার খোলা কেন? তবে কি সন্ন্যাসী আবার আসিবে?" মাধবী বলিল, "জানি না, কিছু ত বলিয়া যান নাই।"

শৈলের তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; জলের কথা স্মরণ হইবামাত্র দক্ষিণদিকের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দক্ষিণ দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, শৈল অপর কক্ষে জলপান করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে উঠিল, মাধবীরও পিপাসা হইয়াছিল কিন্তু মাধবী উঠিল না। মাধবী ধীরে ধীরে সারঙ্গটি ক্রোড়ে লইল, একে একে সকল তন্ত্রী গুলিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া দেখিল। তাহার পর সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল, কতক্ষণ বাজিল, তাহা মাধবী আপনিই জানিতে পারে নাই।

মাধবী সারঙ্গ রাখিয়া ভাবিল, শৈল ওঘরে এতক্ষণ কি করিতেছে। ও ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। শৈল তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই দ্বাররুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু সেই সময় বাদ্য আরম্ভ হওয়ায় শৈল একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতেছিল, দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বাদ্য শৈলের কর্ণে সহ্য হইয়াছিল। বাদ্য থামিলে শৈল জানিল যে, দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন শৈল চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিল; মাধবী উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল; কিন্তু এই দ্বারের কৌশল কিছুই জানিত না, বৃথা যত্ন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, মাধবী পড়িয়া অচেতন হইল। শৈল প্রথমে চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিতেছিল, তাহার পর কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বরভঙ্গ হইয়াগেল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ভগ্নস্বর শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই ভগ্নস্বর আরও মৃদু হইয়া পড়িল, রাত্রিশেষে আর তাহা শুনা গেল না। শৈল তখনও মাধবীকে ডাকিতেছে কিন্তু স্বর ফুটিতেছে না, অথচ ডাকিতেছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার সময় জেলখানার সম্মুখে একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল। সঙ্গে কয়েকজন অশ্বারোহী ছিল, তাহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে পূর্ব্বতন জেলদারগা টিলন সাহেব মস্তক বাহির করিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেম মাথা তুলিয়া দোতালার বারেণ্ডা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তথায় তিনি যে সকল পুষ্পবৃক্ষ রাখিয়াছিলেন তাহা তদবস্থ আছে। গাড়ির মধ্যে বালক বালিকারা কিছু দেখিতে না পাইয়া কেহ মেম সাহেবের বাহুপার্শ্ব হইতে, কেহ জেলদারগার স্কন্ধ পার্শ্ব হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমত সময় জেলখানা হইতে আর একজন সাহেব আসিয়া টিলন সাহেবের হস্ত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া উভয়ে কি কথা কহিতে২ জেলখানায় প্রবেশ করিলেন।

মেম সাহেব মনে করিয়াছিলেন বিলাতি প্রথানুসারে অগ্রে তাঁহাকে সম্মানপুরঃসর নামাইবে; কিন্তু তাহা না করায় তিনি ক্ষুণ্ণমনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। শেষে একজন প্রহরী আসিয়া গাড়ওয়ানকে বলিল, "তুমি এখনও গাড়ি লইয়া যাইতেছ না কেন?" গাড়ওয়ান বলিল, "সাহেবের অপেক্ষা করিতেছি।" প্রহরী উত্তর করিল, "সাহেব হাজতে গিয়াছেন, তাঁহার আর অপেক্ষা করা বৃথা, অতএব তুমি গাড়ি লইয়া চলিয়া যাও, এখানে গাড়ি রাখিবার আর হুকুম নাই।"

গাড়ওয়ান এই কথা মেম সাহেবকে জানাইবার নিমিত্ত কোচ বাক্স হইতে নামিতেছিল কিন্তু প্রহরী তাহাকে নামিতে দিল

না; আর দুই একজন প্রহরীর সাহায্যে অশ্বকে পীড়ন করিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল। মেম সাহেব অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া কতই নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিল না; শেষ কতক পথে যাইয়া অশ্ব থামিলে সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিলেন "আমি তবে এখন কোথা যাব!" এই সময় একজন পথিক ইংরাজিতে বলিল "ভয় নাই, আমার সঙ্গে আশুন, আপনার নিমিত্ত গৃহ ভাড়া হইয়া আছে, তথায় আপনার সন্তানদিগের নিমিত্ত আহার সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে। মেম সাহেব বিস্মিত হইয়া পথিকের [illegible]ক চাহিয়া রহিলেন; পথিক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। মেম সাহেব চিনিলেন, এই ব্যক্তি বনের মধ্যে লোট দিয়াছিল; শুভ্র কয়েদির ন্যায় দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, কিন্তু অল্পবয়স্ক; বয়সে ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনার নাম কি?"

পথিক উত্তর করিলেন "আমারনাম সাগর সুত।"

মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এ অভাগিনীর ভাবনা ভাবিয়া সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন?" সাগব সুত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, যিনি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তিনিই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? সাগর সুত হাসিয়া বলিলেন, এখন আমি বলিতে পারি না, পরে বলিব, এক্ষণে আপনি চলুন; এই বলিয়া গাড়ওয়ানকে গাড়ি চালাইতে অনুমতি করিয়া চলিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ি আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ি থামিল। মেম সাহেব মুখ বাহির করিয়া দেখেন একটি পুষ্পোদ্যানমধ্যে গাড়ি থামিয়াছে; সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া আলোক জ্বলিতেছে। সাগর সুত গাড়ির দ্বারে আসিয়া বলিলেন "অব-

তরণ করুন।” মেম সাহেব অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন আহারের দ্রব্যাদি সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। মেম সাহেবের চক্ষে জল আসিল। সাগর সুত বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি কাতর হবেন না; সাহেবের অযত্ন হইবে না, বালকদিগকে আহার করিতে বলুন, আপনি আহার করুন। মেম সাহেব চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বালকদিগকে আহারাসনে বসাইলেন কিন্তু আপনি বসিলেন না। সাগরসুত অনুরোধ করিলে মেম সাহেব কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তিনি হয় ত আহার করিতে পান নাই—কেমন করে আমি আহার করিব।” সাগর সুত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমি জানিতাম না যে, হিন্দু সংসার ভিন্ন অপবিত্র কথা আর কোথাও শুনা যাইতে পারে। আমি আর প্রতিবাদ করিব না এক্ষণে আমি চলিলাম।”

এই সময় জেলখানার একটি সামান্য ঘরে পূর্ব্বতন জেল-দারগা টিলন সাহেব একা বসিয়া আছেন। সম্মুখে আলোক জ্বলিতেছে, এবং তথায় সামান্য প্রকার খাদ্য পড়িয়া রহিয়াছে, সাহেব তাহা স্পর্শও করেন নাই, হস্তে মস্তক রাখিয়া কি ভাবিতেছেন; ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে এবং দ্বারের বাহিরে একজন প্রহরী পদচারণ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে একে তাকে ডাকিয়া কথা কহিতেছে; কথার প্রয়োজন থাক বা না থাক, তথাপি কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কথা কহিতেছে। হাসির বিষয় থাক্ বা না থাক তবু উচ্চ হাসি হাসিতেছে এবং কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাইলে গীত গাইতে গাইতে পদচারণ করিতেছে আর এক একবার ঈষৎ হাস্যবদনে টিলন সাহেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। টিলন সাহেব তাহা কিছুই লক্ষ্য করেন নাই কিন্তু আপনাকে পূর্ব্বপ্রভুর রক্ষক মনে

করিয়া প্রহরী আনন্দে, অহঙ্কারে, কতই ভঙ্গী করিতেছে।

নূতন জেলদারগার স্ত্রী পূর্ব্বতন জেলদারগার মেমকে দেখিয়াছিলেন। আহার করিতে বসিয়া স্বামীর নিকট হাসিতে হাসিতে তাহার ভঙ্গী, ঘাঘরার রং, নাসিকার গঠন ইত্যাদি নানা বিষয় উপলক্ষ করিয়া আত্মতুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিবস পরে জেলদারগা মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক আসিল; কনেষ্টবলেরা আসামিকে লইয়া কাটগড়ায় তুলিল। আসামির কপোল বিন্দু বিন্দু ঘামিতে লাগিল, তাঁহার নাসাগ্র ঈষৎ রক্তবর্ণ, এক্ষণে অধিকতর রক্তিমাভ হইল। পূর্ব্বে তাঁহার মস্তকের সম্মুখ ভাগ কেশশূন্য হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভাগের শ্বেতবর্ণ আরও শ্বেত দেখাইতে লাগিল। আসামি স্বভাবতঃ খর্ব্বাকৃতি, তাহাতে আবার তাঁহার বৃহদুদর আপন ভরে নতমুখ হওয়ায় তাঁহাকে আরও খর্ব্ব দেখাইতে ছিল। জেল দারগা দুই একবার ঘর্ম্ম মুছিয়া মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিলেন; সাহেব নতশিরে কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিলেন না। তাঁহার মুখ তুলিবার অপেক্ষায় সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, ক্রমে শব্দ মাত্রই রহিল না। মেজেষ্টর সাহেব ক্ষিপ্রহস্ত, কেবল তাঁহারই লেখনী-শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বে তাঁহার লেখা শেষ হইলে তিনি লিখিত পত্র সরাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা তুলিলেন। জেলদারগার মুখে ভয় লজ্জা হাস্য দেখা দিল; তিনি পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিলেন। মেজেষ্টর সাহেব তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া মকদ্দমা আরম্ভ করিলেন।

পুলিস রিপোর্ট করে যে, জেলদারগা টিলন সাহেব শম্ভু কয়েদিকে স্বয়ং হত্যা করিয়াছেন। শম্ভুকে তাহার মেম বড় ভাল বাসিতেন, একথা সর্ব্বত্র প্রকাশ ছিল। পুলিস সেই সূত্রে ধরিয়া তদন্ত করায়, বিশেষতঃ নূতন জেলদারগার সাহায্য পাওয়ায় আর প্রমাণের অপ্রতুল রহিল না।

যখন মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, আসামি আপত্তি করিল যে, কলিকাতা হইতে তাঁহার কৌশলি উপস্থিত হন নাই; অতএব, যে পর্য্যন্ত কৌশলি না আইসেন সে পর্য্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত থাকে। মেজেষ্টর উত্তর করিলেন যে, তোমার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হইবে, সেইখানেই কৌশলির প্রয়োজন, এখানে আমি কেবল একবার প্রমাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তদন্ত করিয়া দেখিব। ভাল প্রমাণ না থাকে মোকদ্দমা পাঠাইব না; অতএব এক্ষণে কৌশলির প্রয়োজন নাই।

এই সময় পেস্কার উঠিয়া বলিল, "আসামির কৌশলি পত্র লিখিয়াছেন যে, কোন বিশেষ কারণে তিনি আসিতে পারিলেন না এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে একজন উপযুক্ত উকিল পাঠাইয়াছেন। আসামি সেই উকিলের নামে ক্ষমতাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন।"

এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্রই একজন উকিল উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মেজেষ্টর সাহেবকে বলিলেন যে, আমিই আসামির পক্ষ সমর্থন করিব। আসামি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চক্ষু বিস্ফারিতপূর্ব্বক উকিলের দিকে চাহিয়া রহিল, আর কোন কথা কহিল না, মকদ্দমা আরম্ভ হইল।

প্রথম সাক্ষী বলিল, "একদিন সন্ধ্যার পর শম্ভুকয়েদি এই জেলদারগার ঘর হইতে আসিতেছিলেন, সিঁড়ির নিকট আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরই জেলদারগা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিলেন কতক দূর গেলেই একটা

গোলমাল হইল; তাহার পর শুনিলাম শম্ভু কয়েদি খুন হইয়াছে। কিন্তু খুন করিতে আমি স্বচক্ষে দেখি নাই।”

দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল, “সেই গোলযোগে আমি আহত হই, আমার মাথায় কে আঘাত করে তাহা আমি জানি না কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি অচেতন হই। অদ্য কয় দিবস হইল আমার চেতন হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-কথা আমার কিছুই স্মরণ নাই। কেবল এই মাত্র অল্প স্মরণ হয় যে, আমি শম্ভুকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম তাহাতেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে।

তৃতীয় সাক্ষী বলিল, “আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি শম্ভু কয়েদিকে সাহেব আপন হস্তে খুন করিয়াছেন।” আর আর সকল সাক্ষী কেবল ঐ কথাই বলিল। প্রথম দুইজন ব্যতীত সকলেই বলিল শম্ভুকে খুন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না; দর্শকদিগের মধ্যে সকলেই এইকথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। আসামির উকিল উঠিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ সে দিকে কর্ণপাতও করিল না, বরং কেহ কেহ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল, কেহ বা গালি দিতে লাগিল, ক্রমে বিচারস্থানে বড় গোল হইয়া উঠিল। প্রহরীরা কতই চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই গোল থামিল না বরং তাহাদের তাড়নার চীৎকারে আরও গোল বাড়িয়া উঠিল। শেষ অসহ্য হইলে, মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সেই শব্দে সকলেই নিঃশব্দ হইল। আর কোন কথা নাই, কোন শব্দ নাই,—যেন সকলে স্পন্দরহিত হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। মেজেষ্টর “রায়” লিখিতে লাগিলেন। এই সময় ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইল, যেন কে কাঁদিয়া ফেলে এইরূপ বোধ

হইল, সে নিশ্বাস বৃষ্টির পূর্ব্বগামী বাতাসের ন্যায়। বাতাস উঠিলেই লোকে মেঘের দিকে চায়, সে নিশ্বাস শুনিলেই কাহার নিশ্বাস লোকে অনুসন্ধান করে; কিন্তু প্রথমে সে অনুসন্ধান বৃথা হইল; শেষে সকলেই দেখিল একজন বাঙ্গালি ভদ্র লোকের পদমূলে একজন মেম সাহেব পড়িয়া অতি কাতরস্বরে বলিতেছে "আমাকে রক্ষা কর, আমার সন্তানদিগের উপায় কি হইবে?" ভদ্র লোকটি অগ্রসর হইয়া মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবামাত্র আসামি চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত কাঠগড়া হইতে লম্ফ দিবার চেষ্টা করায় প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিল। তিনি তাহাদের সহিত মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁহার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "টিলন সাহেব, ক্ষান্ত হও, আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" তাহার পর মেজেষ্টর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমি শম্ভুকয়েদি।" এই বলিয়া অঙ্গের আচ্ছাদন ফেলিয়া দিলেন; জেলখানার জাঙ্গিয়া ও পিরান মাত্র রহিল। শম্ভু বক্ষে বাহুবিন্যাস করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং অবাক্ হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর যে কয়েদিরা সাক্ষ দিতে আনীত হইয়াছিল তাহাদের মেজেষ্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বলিল যে, এই ব্যক্তিই শম্ভু কয়েদি বটে। তখন আবার দর্শকেরা গোলযোগ করিয়া উঠিল। পুলিস মিথ্যা মকদ্দমার সৃজন করিয়াছে বলিয়া সকলেই পুলিসের উপর রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে মেজেষ্টর সাহেব সকলকে ক্ষান্ত করিয়া জেলদারগাকে অব্যাহতি দিলেন। জেলদারগা পরমাহ্লাদিত হইয়া মেজেষ্টর সাহেবকে

ধন্যবাদ দিয়া আপন প্রিয়তমার সহিত অতি উচ্চস্বরে কথা কহিতে কহিতে বিচার স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

শম্ভু কয়েদি জেলখানা হইতে পলাইয়াছিল বলিয়া গুরুতর অপরাধী হইয়াছে, তাহাকে বিশেষ দণ্ড দিবার আবশ্যক, এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মেজেষ্টর সাহেব লিখিতে লিখিতে মাথা তুলিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন শম্ভু কয়েদি সেখানে নাই। শম্ভু কয়েদি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না। প্রহরিগণ চারিদিকে ধাবিত হইল কিন্তু কেহ তাহার সাক্ষাৎ পাইল না। মেজেষ্টর সাহেব রাগান্বিত হইয়া অনেককে তিরস্কার করিলেন, অনেককে পদচ্যুত করিলেন। শেষে যে শম্ভু কয়েদিকে ধরিয়া আনিতে পারিবে বা তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে একসহস্র টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, এমত ঘোষণা দিবার অনুমতি করিয়া উঠিয়া গেলেন।

দর্শকেরা শম্ভু কয়েদির কথা কহিতে কহিতে স্বস্ব গৃহে গেল। বিচার স্থানে শম্ভু কোন্ সাহসে আসিল এবং কি রূপেই বা অদৃশ্য হইল এই কথাই সকলে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতে করিতে গেল। ডাকাতের সাহস আর ডাকাতের কৌশল অসীম এই বলিয়া অনেকে আপন আপন কৌতূহল নিবারণ করিয়া গৃহে গেলেন। কেহ কেহ গৃহিণীর নিকট শম্ভুর পরিচয় দিতে দিতে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদির সন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন মুসলমান দারগা বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিল। শম্ভু যে নিকটেই আছে, একথা তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, অতএব নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে নানা বেশে, নানা ছলে যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে রামদাস সন্ন্যাসীর সহিত তাহার আলাপ হইল, দারগা মনে করিল, রামদাস কোন ছদ্মবেশী "বদমায়েস।" কি নিমিত্ত তাহার এরূপ সন্দেহ হইল, তাহা দারগা স্বয়ংও বুঝিতে পারিল না; অথচ তাহার সন্দেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

রামদাস সুচতুর, দারগার সন্দেহ বুঝিতে পারিলেন। পাছে সেই সন্দেহ হইতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় দারগার মন অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু শম্ভু কয়েদির অনুসন্ধান ব্যতীত আর কোন বিষয়ে দারগাকে অন্যমনস্ক করিবার উপায় নাই দেখিয়া শেষ শম্ভু কয়েদির কথা উপস্থিত করিলেন। দারগা সে কথায় প্রথমে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কেবল মাত্র বলিল "শম্ভু আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে? ইংরেজের রাজ্য, তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে, সে বিষয়ে আর আমি বড় ব্যস্ত নহি।"

রাম। উত্তম, আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি বিশেষ ব্যস্ত, তাহাই তাহার অনুসন্ধানের কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম।

দার। তবে তুমি কি তাহার কোন সন্ধান জান?

রাম। জানি বা না জানি, আপনি ত আর বড় ব্যস্ত নহেন।

দার। ব্যস্ত নহি বটে, কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে পারিলে ভাল হইত, না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

রাম। তবে কি না, আপনি অনুসন্ধান করিতে পারিলে

আপনার সুখ্যাতি হইত, এক্ষণে অন্য দারগা অনুসন্ধান করিতে পারিলে তাহারই সুখ্যাতি হইবে। তাহা হউক, আপনার সুখ্যাতি অনেক আছে, এক কার্য্যে আপনি নিস্ফল হইলে যে আপনার সকল সুখ্যাতি নষ্ট হইবে, কি অন্যে সফল হইলে যে আপনার অপেক্ষা সে উচ্চপদস্থ হইবে এমত নহে।

দার। তুমি কি শম্ভু কয়েদির বিষয় কিছু জান?

রাম। বিশেষ কিছুই জানি না।

দার। তবু কি জান, বল।

রাম। কই! আমি কিছুই জানি না।

দার। কিন্তু তোমার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, তুমি শম্ভুর বিষয় কিছু জান। যাহা জান তাহা যদি গোপন করিতে ইচ্ছা হয়, গোপন কর; সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলে অনেক বিষয় গোপন করিতে হয়, অনেক বিষয় গোপন রাখিতে পারা যায়। এক্ষণে আমি চলিলাম, প্রয়োজন হইলে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

রামদাস বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দারগা কোন মতেই থাকিলেন না, উঠিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত রামদাস দেখিলেন যে, তিনি গ্রামান্তরে গেলে দুই একটী মনুষ্য অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করে। কখন তাহারা নিকটে আইসে না অথচ চলিয়াও যায় না। রামদাস ভাবিলেন, "ইহারা দারগার চর; দারগা কি আমার পূর্ব্বপরিচয় পাইয়াছে? না, তাহা হইলে চর পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না। আমি কোথা যাই, কাহার সঙ্গে আলাপ করি, এই সকল তত্ত্ব লইতে ধূর্ত্ত মুসলমান ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, মনে করিয়াছে এই সকল তত্ত্ব লইলেই মহারাজের তত্ত্ব পাওয়া সহজ হইবে। ভাল, অদ্যহইতে আর আমি গ্রামান্তরে কি কোথায়ও যাইব না, দেখা যাউক, দারগা কি করে। কিন্তু আমি যে মহারাজের সম্বাদ জানি, তাহা

দারগা কিরূপে জানিল? যে রূপেই হউক তাহা নিশ্চয় জানিয়াছে, নতুবা এত লোক থাকিতে আমার উপর তাহার লক্ষ্য কেন হইবে। এক্ষণে উহার চক্ষে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করা বোধ হয় বৃথা হইবে। যদি দারগাকে ভুলান না যায় তবে কি কর্ত্তব্য, মহারাজের সন্ধান কি বলিয়া দিব? না—তাহা কখনই হইবে না। যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত এত দিন জেলে রহিয়াছেন, তাঁহার অনিষ্ট কখন করিব না। কখনই না। কিন্তু এক কথা আছে, সন্ধান বলিয়া দিলেই তাঁহার অনিষ্ট কি হইবে? জেলে তিনি ছিলেন, আবার জেলে যাবেন, তবে আমরা তাঁহার প্রতিপালিত, তাঁহার আশ্রিত, যদি সন্ধান দিয়া কিছু উপকৃত হই, ক্ষতি কি! পতিত বৃক্ষের মূল কত কীটে খায়, যে কীট বৃক্ষপত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে কীট এক্ষণে মূলভক্ষণে প্রতিপালিত হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি? আর এক কথা আছে; যদি তিনি আপনি ধরা পড়েন, আর আপনার পরিচয় দেন, তাহা হইলেই ত আমি গেলাম। আর যদি আমি সন্ধান বলিয়া দিই তখন তিনি আত্মপরিচয় দিলে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না; তখন মেজেষ্টর সাহেব মনে করিবেন, যে কয়েদি মুক্তি পাইবার লোভে অন্যকে দায়গ্রস্ত করিতেছে। তাহাতে আমার কোন বিপদ্ নাই, অতএব এই যুক্তি ভাল। আমিই মহারাজকে ধরাইয়া দিব।”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর যৎকালে মহারাণী পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, রামদাস তাঁহার সঙ্গে

থাকেন। লোকে বলিত রামদাসের পরামর্শানুসারে মহারাণী গৃহত্যাগিনী হয়েন; সে কথা কতকদূর সত্য প্রকাশ নাই, ফলতঃ রামদাস মহারাণীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু যাহারা রামদাসকে বিশেষ জানিত তাহারা বলিত রামদাস মহারাণীর পরম শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতেন; মহারাণী তাহা জানিতেন না, কেহ তাঁহাকে জানাইলেও তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু একদিন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল।

একটি চটিতে মহারাণীকে তিন চারি দিবস থাকিতে হইয়াছিল, শেষ দিন রাত্রে একদল ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে, সেই দলের মধ্যে রামদাস ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া রামদাসের সহিত ডাকাতদিগের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ সূত্রে ডাকাতেরা আর একটি ডাকাতির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। রামদাস তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়ায় জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। যে ডাকাতদিগের সহায়তায় রামদাস দণ্ড পাইলেন, তাহারা রামদাসের প্রকৃত নাম জানিত না। রামদাস আপনাকে শম্ভু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা শম্ভু বলিয়া তাঁহাকে জানিত। নথিতেও রামদাস নাম উল্লেখ ছিলনা। জজ সাহেবও রামদাসকে শম্ভু বলিয়া দণ্ড দেন।

দণ্ডাজ্ঞার পর যখন রামদাসকে জেলে লইয়া যায় তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্য দুই একজন আসামির সহিত রামদাস কনেষ্টেবল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশব্দে যাইতেছেন এমত সময় একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার

আর কে আছে?" রামদাস কহিলেন "আমার আর কেহই নাই, থাকিলে আমি জেলে যাইতে সম্মত হইতাম না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম জেল আমার পক্ষে মন্দ নহে; আর আমাকে অন্নচিন্তা করিতে হইবে না যাবজ্জীবন একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।"

আর একজন কনেষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তুমি এ ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলে না? 'রামদাস কেবলমাত্র বলিলেন, "না।" আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কতক দূর আসিয়া রামদাস উদরের উপর হস্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকটে পুষ্করিণী আছে? একজন বলিল, আছে। রামদাস বলিলেন, সত্বরে সেই দিকে চল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কনেষ্টেবলগণ পথে দাঁড়াইল; রামদাস নিকটেই বসিলেন। প্রহরিগণ অন্যমনস্ক হইলে রামদাস বেগে পলাইলেন। "আসামি ভাগা" বলিয়া দুই এককন কনেষ্টেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। আরও অনেকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল কিন্তু রামদাস দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; কনেষ্টেবলগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে এমত সময় কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছিল। তাহারা দূরে কনেষ্টেবলদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, আসামি এই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রামদাস বাস্তবিক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তথায় এক ব্রহ্মচারী বসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রামদাস তাঁহার গৈরিকবেশ দেখিবামাত্র পাদমূলে পড়িয়া বলিলেন, প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমি কয়েদি, আমার পশ্চাতে কনেষ্টেবল আসিতেছে। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদাস অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন "আমাকে শম্ভু ডাকাত মনে করিয়া জজ সাহেব অন্যায়পূর্ব্বক কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি জেলে যাইতে যাইতে পলাইয়াছি। আমি শম্ভু নহি আমার নাম রামদাস; মহারাজ মহেশচন্দ্রের ভৃত্য ছিলাম। এক্ষণে পথে পথে ভিক্ষা করি।"

ব্রহ্মচারী আপন পরিচ্ছদ রামদাসকে পরাইয়া বলিলেন, তুমি অদ্যাবধি রামদাস সন্ন্যাসী হইলে। আপনি রামদাসের পরিচ্ছদ পরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমি অদ্যাবধি শম্ভু কয়েদি হইলাম। এই সময় কনেষ্টেবলগণ দ্বারে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী রামদাসের কর্ণে দুই চারিটি কি কথা বলিয়া একটি গুপ্ত সুরঙ্গ দেখাইয়া দিলেন। কনষ্টেবলেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া শম্ভু কয়েদিকে লইয়া গেল। কতক পথে গিয়া আপনাদের ভ্রম জানিতে পারিল। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "ভয় নাই,তোমরা চল, এখন আমিই শম্ভু ডাকাত।"

আমরা এপর্য্যন্ত যাহাকে শম্ভু কয়েদি বা শম্ভু ডাকাত বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছি,তিনি ডাকাত নহেন,রামদাসের পরিবর্ত্তে জেলে গিয়াছেন। রামদাস এক্ষণে সেই ব্রহ্মচারীকে আবার পুলিষের হস্তে সমর্পণ করিবার মনস্থ করিয়া দারগার অন্বেষণে গেলেন।

দারগার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর রামদাস বলিলেন, "আপনি আগামী পরশ্ব রাত্রি দুই প্রহরের সময় এই মন্দিরের নিকট আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও লইয়া আসিবেন না। তাহা হইলে সাক্ষাৎ পাইবেন না। আর যদি একাকী আইসেন তাহা হইলে সন্ধান পাইতে পারিবেন।"

দারগা উত্তর করিলেন, তবে কি শম্ভু ডাকাত তোমাদের নিকট আছে? রামদাস বলিলেন যে, এক্ষণে শম্ভু কোথায় তাহা আমি জানি না কিন্তু আগামী পরশ্ব রাত্রে আমার সহিত মন্দিরে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, এমত কথা বার্ত্তা হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তবে তাহাকে অনায়াসে ধরা যাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথমে দেখা চাই। আমি কখন শম্ভুকে দেখি নাই, সেই ব্যক্তি যদি শম্ভু হয় তাহাহইলে কোথা সে আপাততঃ বাস করিতেছে তাহা সন্ধান করিয়া লইতে পারিব। রামদাস সন্ন্যাসী বাস্তবিক শম্ভু কোথায় থাকে তাহা জানিতেন না। শম্ভু মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং কোন দিবসে আসিবেন পূর্ব্বে তাহার স্থির প্রায় থাকিত না। শম্ভু বড় সাবধানী, পাছে লোক দেখিলে না আইসে এই আশঙ্কায় রামদাস অন্য লোক আনিতে দারগাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

দারগার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রামদাস আসিতে আসিতে ভাবিলেন যে, "শম্ভু নিশ্চয় ধরা পড়িবে। ধরা পড়িলে আর তাহাকে এখানে রাখিবে না; অবশ্য দ্বীপান্তরিত করিবে। তাহা হইলে এই ধন ঐশ্বর্য্য সকলই মোহান্তের হইবে। কিন্তু মোহান্ত যদি যায় তাহা হইলে সকলই আমার হস্তে পড়িবে। শৈশব কথা বৃথা, তাহাকে রাখিলে রাখিতে পারি মারিলে মারিতে পারি। এক্ষণে কি উপায়ে মোহান্তকে স্থানান্তরিত করি।

এই দিবস অপরাহ্নে মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস তুমি এত অন্যমনস্ক কেন?" রামদাস বলিলেন "আমি আপনার অদৃষ্ট ভাবিতেছি।"

মোহা। অদৃষ্টের কি ভাবিতেছ?

রাম। এই ভাবিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী

হইলাম কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সেই সংসারের পাপ সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এখানে সেই সংসারের কার্য্য করিতেছি। তবে, নিজের সংসার ত্যাগ করিয়া মহারাজের সংসার চালাইতেছি। তাঁহার অনুমতি পালন করিতেছি, তাঁহার কথায় বা মহাশয়ের কথায় কাহারে পীড়ন করিতেছি, কাহারও উপকার করিতেছি, উপকার সংসারাশ্রমে থাকিয়াও করিতে পারিতাম, তবে সন্ন্যাসী হইয়া কি ফল হইল।

মোহ। কই? আমার কথায় কাহারে পীড়ন করিতে হইয়াছে?

রাম। সময়ে সময়ে অনেক করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি যে দিবস শম্ভুকয়েদি খুন হইয়াছে এই কথা জেলখানায় রাষ্ট্র করিতে যাই, সে দিবস জেলখানায় বাস্তবিক দুই একজনকে প্রায় খুন করিতে হইয়াছে। আপনি কাহাকেও মারিতে অনুমতি করেন নাই সত্য, কিন্তু না মারিলে কার্য্যোদ্ধার হইত না। অতএব আপনার অনুমতির নিমিত্ত সে অত্যাচার করিতে হইয়াছিল।

মোহান্ত অন্যমনস্ক হইলেন। রামদাস সময় পাইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন; মোহান্ত কোনটির উত্তর না করায় রামদাস দেখিলেন যে, মোহান্ত তখনও অন্যমনস্ক রহিয়াছেন কোন কথাই শুনিতেছেন না অতএব ক্ষান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মোহান্ত বলিলেন, "আমি লোকের অনেক উপকার করিয়াছি, মহারাজের কার্য্য ভার না লইয়া বনে বসিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিলে এত উপকার করিতে পারিতাম না।"

রাম। সে কথা সত্য, কিন্তু যে উপকারই আপনি কি আমি করিয়া থাকি, তাহা অর্থের বলে করিয়াছি, অর্থ যাহার ধর্ম্ম তাহার; আমাদের ফল কি হইয়াছে? বিশেষতঃ অর্থোপার্জ্জিত

ধর্ম্ম সংসারীর পক্ষে বিধি, আর আমাদের পক্ষে স্বতন্ত্র বিধি। আমি অনর্থক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম; আশ্রমোপযোগী কোন কার্য্যই করিতে না পারায় পতিত হইতেছি, এই ভাবনা আমার প্রবল হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি তাহাই ভাবিতেছি।

মোহান্ত অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, রামদাস তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল, আমার আর এখানে এক দণ্ড থাকাও উচিত নহে।

রাম। বিশেষতঃ এখানে দুই এক দিনের মধ্যে স্ত্রীহত্যা হইবে। শৈল নামে যে একজন যুবতীকে মহারাজ আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করায় তিনি স্বয়ং সে কার্য্য সাধন করিবেন বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শৈল জীবিত থাকিলে, পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট ঘটাইবে।

মোহান্ত কর্ণে হস্ত দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "রামদাস, আর এসকল কথা শুনাইও না, শুনিলেও পাপ। আমি এক্ষণে চলিলাম, এস্থল ত্যাগ করিবার আয়োজন করি। এই চাবি লও, সমস্ত দ্রব্যাদি লও। তুমি মহারাজকে সকল বুঝাইয়া দিও, সকল বুঝাইয়া বলিও।"

রাম। আপনি স্বহস্তে মহারাজকে এই চাবি দিয়া সকল বলিয়া গেলে ভাল হইত।

মহা। না, মহারাজ কি মোহিনী মন্ত্র জানেন; তিনি যাহাই বলেন, তাহাতেই আমাকে সম্মত হইতে হয়, কি জানি যদি আমার মতান্তর করিতে পারেন, আমার এই ভয়। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে যাওয়াই ভাল।

মোহান্ত উঠিয়া গেলে রামদাস একা বসিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে

ভাবিতে লাগিল। কি পাপ, মোহান্তটা এত বড় নির্ব্বোধ, এত সহজে ইহাকে যে তাড়াইতে পাড়িব, তাহা কখনই ভাবি নাই। এখন দেখা যাউক ইহার পর কি হয়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস সন্ন্যাসী এই দিবস বিনোদকে আসিবার নিমিত্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে আবশ্যক হইযাছে, পত্রে তাহা কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল মাত্র লিখিত আছে "রাত্রি দুই প্রহরের সময় মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বটবৃক্ষমূলে আমার সহিত অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেন। দুই প্রহরেব পূর্ব্বে আসিলে আমাব সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। দুই প্রহরেব পরে আসিলে আপনি কোন বিশেষ সুখে এজন্মের মত বঞ্চিত হইবেন।"

পত্রখানি পাইয়া বিনোদ দুই তিনবার পাঠ কবিলেন, কেন সন্ন্যাসী যাইতে বলিয়াছেন, তাহা কিছুই অনুভব কবিতে পারিলেন না; আবাব পত্র পাঠ করিলেন, তাহার পর পত্রখানিব এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, শেষে পত্রখানি পূর্ব্বমত মুড়িয়া বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন। তখন বেলা তৃতীয় প্রহব হইয়াছে। অনেক দূব যাইতে হইবে অতএব যাইবার উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। বিনোদ স্বভাবতঃ শান্ত; ইদানীং আবও শান্ত হইয়াছেন; আর শোক তাপ নাই, রাগ দ্বেষ নাই, কোন অভিলাষ নাই, একাকী কালাতিপাত করেন। পৃথিবীর শোভা আর বুঝিতে পারেন না, মেঘ দেখিলে আর মাতিয়া উঠেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত পুষ্পেরদিকে আর ফিরিয়া চান না, চন্দ্রোদয় হইলে আর বিচলিত হয়েন না। কেবল মাত্র এক দিবস ঘোব

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটি নক্ষত্রকে একা জ্বলিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। শয্যা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া সেই নক্ষত্রটি দেখিয়াছিলেন। হয়ত নক্ষত্রটি একাকী জ্বলিতেছে বলিয়া তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অথবা নক্ষত্রটির সহিত আপনার সাদৃশ্য অনুভব করিয়া তাহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসীর সাঙ্কেতিক মন্দিরের নিকট বিনোদ উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি বটবৃক্ষ আর দুই একটি করবীর ঝাড় রহিয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই নদীর বিশালবক্ষ চন্দ্রকিরণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। নদীর গম্ভীর গর্জ্জন বিনোদের কর্ণে শোকধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; ক্রমে সেই শব্দে বিনোদের অন্তর ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন দিবসে কি শোকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যেন তাহার তরঙ্গ এখনও অন্তরে উছলিতেছে। বিনোদ তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ঘটনাই স্মরণ হইল না, অথচ তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই সন্তাপিত অন্তরে বিনোদ ধীরে ধীরে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি করবীর বৃক্ষপার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন, দুইজন দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে; তাহাদের দেহ নদীবক্ষে চিত্রিত রহিয়াছে। বিনোদ বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। একজন বলিতেছে, "আমার বড় শীত করিতেছে, আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারি না, কেন আমাকে আনিলে বল, নতুবা আমি চলিয়া যাই।" অপর ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি যাবে কোথা? তোমার আর স্থান কোথা? তোমার স্থান এই

নদীগর্ভে, ইচ্ছা হয় যাও।" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "উপহাস রাখ, আমার মত দুর্ভাগিনীকে উপহাস করিলে আর তোমার কি লাভ?" বিনোদ চিনিলেন,এ তাঁহার শৈল,সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতেছে।

রামদাস সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি উপহাস করি নাই। প্রকৃত কথাই বলিয়াছি, ঐ নদীগর্ভে তোমার স্থান তাহার অন্যথা হইবে না, এখনই তাহা জানিতে পারিবে।"

শৈ। কেন, নদীগর্ভে আমার স্থান? কে বলে? কাহার সাধ্য।

রামদাস কেবল একটু হাসিলেন। সে মুখে হাসি প্রায় কখনই আসে না। যদি আইসে তাহা দেখিলে ভয়; হয় কিন্তু শৈল ভয় পাইল না ফনিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল কে তুই? কোথাকার কে তুই, নচ্ছার? ঝাঁটা পেটা করিব জানিস্ না।

রাম। গালি দেও, তোমার সময় অল্প। আর সময় অধিক থাকিলেই বা কি হইত; জীবনধারণ কি কষ্ট তাহাও ত দেখিলে?

শৈল এবার নতশিরে অতি মৃদুভাবে আপনাপনি বলিতে লাগিল, "আমার বয়স অল্প,তাই মরিতে ইচ্ছা নাই। আমার বড় সাধ আবার সংসার করি।"

রাম। কাহার সঙ্গে? বিলাস বাবুর ত শেষ দশা; দুই পাচদিন আর তাঁহার বিলম্ব। বিনোদ বাবুর আশা ত তুমি করই না। করিলে বা কি হইবে?

শৈ। কেন?

রাম। তিনি আমায় পত্র লিখিয়াছেন, যে "আমার প্রতিমার বিসর্জ্জন আমি আপনিই করিব।" অদ্য এখনই তিনি তোমায় বিসর্জ্জন করিতে আসিবেন।

শৈল আর কথা কহিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। রামদাস একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, বিনোদ এলেন না, তাঁহার সময় অতীত হইয়াছে, আর বিলম্ব কেন করি। তাহার পর শৈলকে বলিলেন, শৈল তোমার সময় উপস্থিত। শৈল কথা কহিল না। শৈলের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তথাপি শৈল কথা কহিল না; অঙ্গ দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, শৈল সেইরূপ রহিল। তাহার পরই সম্মুখে গগনভেদী একটী চীৎকার হইল। "সন্ন্যাসী কি করিলে?" বলিয়া সঙ্গে২ পশ্চাতে আর একটী চীৎকার হইল। সন্ন্যাসী চমকিয়া স্কন্ধ ফিরাইলেন, পশ্চাতে কেহই নাই। নিম্নে নদী দেখিতে মস্তক নত করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে আর একটী চীৎকার মিশাইয়া গেল, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার পশ্চাতে মস্তক ফিরাইলেন, কেহই নাই; তৎক্ষণাৎ আবার নদীপ্রতি চাহিলেন কেহই নাই। স্রোত ছুটিতেছে, নদী গর্জ্জিতেছে, আর কেহই নাই; কেবল একটী ভীষণ পক্ষী নদীপক্ষ দিয়া উড়িয়া গেল। বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। শৈল এইমাত্র যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেইস্থানের প্রতি চাহিলেন। শৈল এইমাত্র ছিল, এইমাত্র কথা কহিয়াছিল, শৈল আর সেখানে নাই; সন্ন্যাসী আবার নদীর দিকে মস্তক নত করিলেন এই সময় পূর্ব্বমত চীৎকার তাঁহার অনুভব হইল; চীৎকার কোথা হইতে হইল? পশ্চাতে দেখিলেন, পার্শ্বে দেখিলেন, শেষ ঊর্দ্ধে চাহিলেন; ঊর্দ্ধে চন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নক্ষত্রগণ নদীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, নদীর যে স্থানে শৈল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, নক্ষত্রগণ যেন ঠিক সেই স্থানের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

করবীর অন্তরালে বিনোদ নাই। শৈলকে বাঁচাইবার

নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ জলে ঝাঁপ দিয়াছেন। সন্ন্যাসী পশ্চাতের চীৎকারে বিনোদের গলা চিনিতে পারেন নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়া রামদাস সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বিলম্বে অতি অন্যমনস্কে আপন কুটীরসম্মুখে আসিলেন। স্ত্রীহত্যা করিয়াছেন বলিয়া অন্যমনস্ক নহেন; শৈলকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করিবার সময় পশ্চাতে কে চীৎকার করিয়াছিল, এই চিন্তায় তিনি অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। যেই চীৎকার করুক তাঁহার একবার বোধ হইয়াছিল সে ব্যক্তি যেন পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া শৈলের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিয়াছে, কেন না সেই সময় শুভ্রবর্ণ কি এক পদার্থ বিদ্যুদ্বৎ পশ্চাৎ হইতে ছুটিতে দেখিয়াছিলেন, আর তাহার বেগতাড়িত বাতাস সন্ন্যাসীর অঙ্গে লাগিয়াছিল। এই ঘটনা তাঁহার নিশ্চয় স্মরণ নাই, কেবল এক একবার সন্দেহ হইতেছিল মাত্র কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিলেন না।

সন্ন্যাসী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে স্থান হইতে শৈলকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেইদিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পর কুটীরের দ্বার মুক্ত করিলেন; কুটীরে দীপ ছিল না; অন্ধকারে তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, তথায় আর কেহ বসিয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সত্বর উঠিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ক্ষণেক দ্বারে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আলোক জ্বালিয়া দেখিলেন, গৃহে কেহ নাই। অতএব ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু

নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া সন্ন্যাসী নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একবার হঠাৎ উঠিয়া আলোক পুনর্জ্জালিত করিয়া দীপ হস্তে বহির্গত হইলেন। মোহান্তের কুটীরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মোহান্ত তাঁহাকে চাবি দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ধন কোথায় তাহা বলিয়া যান নাই, সন্ন্যাসীও তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক্ষণে সেই সন্ধানে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। কখন প্রাচীরে, কখন হর্ম্ম্যতলে আঘাত করিয়া কিরূপ শব্দ হয় কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী অতি বিষাদিত অন্তঃকরণে দীপ হস্তে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন; আসিবার সময় আর একবার নদীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। যেস্থান হইতে শৈলকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই স্থানে দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পথে দাঁড়াইয়া, দীপালোক হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া আবার সেই দিকে চাহিলেন; তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তথায় একজন স্ত্রীলোক দাড়াইয়া রহিয়াছে। কে সে ব্যক্তি তাহা অনুসন্ধান করিতে আর তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল না। সেই দিকে যাইতেও আর তাঁহার বড় সাহস হইল না। কিঞ্চিৎ চঞ্চলপাদনিক্ষেপে আপন কুটীরাভিমুখে গেলেন। চাঞ্চল্যে দীপ নিবিয়া গেল। এই সময় শব্দে বোধ হইল যেন কে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া নিকট দিয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দীপ জ্বালিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হর্ম্ম্যতলে জলসিক্ত ক্ষুদ্র পদচিহ্ন রহিয়াছে।

সন্ন্যাসী পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন, পদচিহ্ন দেখিয়া আর সে ভয় রহিল না। ভাবিলেন, অবশ্য কোন মনুষ্য আসিয়াছিল। কিন্তু জলের চিহ্ন দেখিয়া কিছু সন্দেহ হইল। সন্ন্যাসী আবার বহির্গত হইয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল; যে স্থান হইতে শৈলকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সন্ন্যাসী সেই স্থানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তথায় নদী অতি গভীর গর্জ্জন করিতেছে, যেন অতি রাগভরে কাহাকে তিরস্কার করিতেছে। সন্ন্যাসী ফিরিলেন; ফিরিবার সময় যতদূর দেখা যায় একবার নদীকূল নিরীক্ষণ করিলেন। কোথায়ও শবভুক্ পক্ষী কি কুকুরের জনতা দেখিতে পাইলেন না। সন্ন্যাসী শেষে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে শৈল রক্ষিত হইয়াছিল সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিলেন। তাহার পর কি মনে ভাবিয়া যে ঘরে মাধবী রক্ষিতা হইয়াছিল সেই ঘরের দিকে চলিলেন। হঠাৎ দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; দ্বার খোলা রহিয়াছে। দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখেন, তথায় মাধবী নাই, মাধবী পলাইয়াছে। সন্ন্যাসীর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। পূর্ব্ব দিন যখন মোহান্ত তাঁহার হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সন্ন্যাসীর সুখের আর সীমা ছিলনা। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের আপনাকে একমাত্র অধিকারী জানিয়া মাধবীকে বিবাহ করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন; মাধবী সুন্দরী, সতী, নম্রস্বভাবা, আবার অতি প্রধান কুলোদ্ভবা, মাধবী স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্নবিশেষ। নর্ত্তকী বলিয়া তাহার একমাত্র কলঙ্ক কিন্তু মাধবী কখন নৃত্য করে নাই; মাধবীর পিতৃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহারাজ তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া গোপনে

রাখিয়াছিলেন, সে সকল কথা সন্ন্যসী জানিতেন। অতএব তাহাকে বিবাহ করিবার কোন বাধাই ছিল না। সন্ন্যাসী ভাবিয়া ছিলেন মাধবী দেবদুর্ল্লভা, মাধবী ঘরণী না হইলে ঐশ্বর্য্য বৃথা। পূর্ব্বরাত্রে সন্ন্যাসী বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে মাধবী কোন উত্তর দেয় নাই, কেবল নতশিরে মাথার কাপড় টানিয়াছিল। সন্ন্যাসী তাহাই সম্মতির চিহ্ন বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে যখন চলিয়া যান, তখন দ্বাররুদ্ধ করিয়া যাইতে তাঁহার স্মরণ হয় নাই। মাধবী এই সুযোগে পলাইয়াছিল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে, দ্বার মুক্ত ছিল বলিয়াই মাধবী পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব দ্বারের প্রতি অতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু সেই দৃষ্টির তীব্রতা লৌহদ্বার কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ক ভ্রূকেশ নানা ভঙ্গীতে অবনত হইয়া, চক্ষুকূপদ্বয় প্রায় আবৃত করিয়াছে। তাহার অন্তরাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিপাত দেখিলে বোধ হয় যেন লতাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র গর্ত্ত হইতে কোন হিংস্র কীট বিষক্ষেপ করিতেছে। মাধবী এই দৃষ্টিতে ভয় পাইত; শৈল এই দৃষ্টিতে হাসিত।

মুসলমান দারগা শম্ভু কয়েদীর তত্ত্ব লইতে রাত্রে আসিবার কথা ছিল কিন্তু আসিল না। সন্ন্যাসী অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিলেন, শেষ আপন কুটীরে যাইয়া শয়ন করিলেন। পরে কয়েক দিন সন্ন্যাসী অতি বিষাদিতান্তঃকরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধনাগারের চাবি পাইয়াছেন কিন্তু ধন পান নাই, মাধবী পলাইয়াছে, শম্ভু কয়েদী ধরা পড়ে নাই। এই সকল ঘটনাই সন্ন্যাসীর বিষণ্ণতার কারণ। রামদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, সম্পূর্ণ সুখ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ দিবস পরে এক দিবস প্রাতে সুরগ্রামবাসীরা সুসজ্জ হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছে; তথায় বিলাস বাবুর বিচার হইবে—বড় সমারোহ। পথিমধ্যে দলে দলে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল "বিলাসের নিশ্চয় ফাঁসি হইবে।" কেহ বলিতে লাগিল, "ফাঁসি কি মুখের কথা! বিলাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?" প্রথম বক্তা বলিল, "প্রমাণ অবশ্যই আছে, প্রমাণ না থাকিলে কি মেজেষ্টার সাহেব দায়বা সোপর্দ্দ করেন। বিলাস আপনিই স্বীকার করিয়াছে আবার চৌকিদার খুন করিতে দেখিয়াছে।" দ্বিতীয় বক্তা বলিল, "চৌকীদার সহস্রবার দেখুক, প্রমাণ না থাকিলে কিছুই হইবে না; এক্ষণকার আইন বড় শক্ত।" প্রথম বক্তা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি কি মূর্খ! আবার কি প্রমাণ চাও! তবে প্রমাণ কাহারে বলে তাহাই জান না।" দ্বিতীয় বক্তা আরও ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! আমি মূর্খ? আমি প্রমাণ চিনি না? বল দেখি তুমি কয়জন মোক্তারের বাটী গিয়াছ? কয়জন মোক্তারকে চেন? আমার অপেক্ষা তুমি প্রমাণ বুঝিয়া থাক? প্রমাণ মুখের কথা আর কি? অমনি বলিলেই হয় না; বাড়ী বসিয়া অন্ন ধ্বংসাইয়া প্রমাণ শিক্ষা হয় না, মোক্তারদের সহিত আলাপ করিলে তবে প্রমাণ শিক্ষা হয়, অন্যে হয় না।"

এই সময় আর এক দলের মধ্যে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, বিনোদকে শাবল ফেলিয়া মারিয়াছে। কেহ বলিতেছে মুখে বালিষ চাপিয়া মারিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া আর সকলে যোদ্ধাদিগকে

নিরস্ত করিয়া দিল। সকলেই ক্ষণেককাল পরস্পর আপনাপন মনে বিনোদের কথা, শৈলের কথা, আপনার স্ত্রী বা কন্যার কথা, বা অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একটি বালক মাতৃদত্ত দুইটি পয়সা লইয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছিল। সকলে নিরস্ত হইলে বালকটি আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এই পয়সায় কি কিনিব?" পিতা উত্তর করিলেন, "সন্দেশ কিনিও।" বালক "আচ্ছা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। যে বক্তার পরিচয় প্রদত্ত দেওয়া গিয়াছে, তাঁহার সহিত মোক্তারদিগের আলাপ আছে, যিনি পরামর্শ কাহাকে বলে ভাল জানেন, বালকটি তাঁহারই পুত্র। বালকটি আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না?" পিতা বলিলেন, "না।" পুত্র পুনরায় অতি স্নেহভাবে বলিল, "বিশ্বাস বাবুর ফাঁসি হবে, বাবা, তোমার ফাঁসি কবে হবে?" বালকের এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিল। পিতা অপ্রতিভ ও রাগান্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকটি কি অপরাধ করিয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গীরা আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা করিলে, বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল। পিতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া ফাঁসি দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালককে দুই একবার ডাকিয়া বালকের পিতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সকলেই ভাবিলেন, বালক অধিক দূর যাইবে না শীঘ্রই ফিরিবে। কিন্তু বালক আর ফিরিল না। কিছুদূর হইতে সকলে দেখিলেন বালক একটি স্ত্রীলোকের

ক্রোড়ে উঠিয়া বাটীর দিকে যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি যে কে, তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিলেন না; সে বিষয়ে আর কেহ বড় অনুসন্ধানও করিলেন না; সকলেই নগরাভিমুখে চলিলেন। নগরের নিকটে যাইয়া দেখেন সেই স্ত্রীলোকটি অতি দ্রুত-পাদবিক্ষেপে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। চকিতের মধ্যে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি যুবতী কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী; শীর্ণা অথচ বলিষ্ঠা; কেহ তাঁহারে চিনিতে পারিলেন না। বালকের পিতা একবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সন্তানকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" অবগুণ্ঠনবতী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। পিতা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। সকলেই তাঁহারে বলিল চিন্তা নাই, যুবতী পরিচিতা না হইলে তোমার বালক উহার ক্রোড়ে যায় নাই। সে একাই বাটী ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। পিতাও তাহা বুঝিলেন। শেষে সকলে একত্রে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিচার তখন আরম্ভ হইয়াছে। সমুদায় সাক্ষীর "জবানবন্দী" হইয়া গিয়াছে। বিলাস বাবু যোড়করে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে কনেষ্টেবলগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামবাসীরা বহু যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই জনতামধ্যে অবগুণ্ঠনবতীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। জজ সাহেবও পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতি চাহিতেছিলেন।

সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে, বিলাস বাবুকে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" বিলাস বাবু একবার বাম পদে একবার দক্ষিণ পদে ভর দিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ অস্থির হইলেন কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন

না। অনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা জজ সাহেব পুনবায় জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি বিনোদকে খুন করিয়াছ?" বিলাস বাবু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া জজ সাহেবের দিকে চাহিলেন, কিন্তু জজ সাহেব তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। জজ সাহেব ভাবিলেন এব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী তাহাই আমার দিকে চাহিতে পারিতেছে না।

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিনোদ বাবুকে হত্যা করিয়াছ?"

বিলাস প্রথমতঃ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন:পরক্ষণে স্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "হুঁ খুন করিয়াছি—অন্ধকার রাত্রে খুন করিয়াছি।"

জজ। কিরূপে খুন করিলে?

বি। যে রূপে লোকে খুন করে অর্থাৎ অর্থাৎ—

জজ। কোন অস্ত্রদ্বারা খুন করিয়াছিলে?

বি। না অস্ত্র নহে—হাঁ অস্ত্র বই কি—শাবল দ্বারা—

জজ। শাবল দ্বারা কোথা আঘাত করিয়াছিলে?

বি। শাবল দ্বারা কোথায়ও আঘাত করি নাই।

জজ। তবে কিরূপে খুন করিলে?

বি। পদদ্বারা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম।

জজ। তবে শাবলের কথা কেন বলিতেছিলে?

বি। শাবল আমার হাতে ছিল।

জজ। তোমায় তৎকালে কেহ দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল।

জজ। কে দেখিয়াছিল?

বি। তাহা জানি না।

জজ। এই চৌকিদার দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল. ঐ ত আমায় বাঁচায়?

জজ। কেন, তোমার কি হইয়াছিল?

বি। আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

জজ। কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?

বি। ভয়ে।

জজ। কিসে ভয় পাইয়াছিলে?

বি। প্রাচীরের উপর চৌকিদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।

জজ সাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সময় অবগুণ্ঠনবতী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া, আপন মুখাবরণ মুক্ত করিয়া অতি পরিষ্কার স্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, এব্যক্তি বাতুল, ইহার কোন কথাতেই বিশ্বাস করিবেন না, খুন আমি করিয়াছি।"

বিলাস বলিয়া উঠিল "হাঁ হাঁ খুন এই করিয়াছে, এই শৈল।" নামমাত্রে সকলের দৃষ্টি শৈলের উপর পড়িল, শৈল পাণ্ডুবর্ণা, ভয়ঙ্করা, শীর্ণা, সুন্দরী। শৈলের পরিচয় পূর্ব্বে রাষ্ট্র হইয়াছিল, সেই রাক্ষসীকে দেখিবার নিমিত্ত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। শত শত লোক তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, শৈল দৃক্‌পাতও করিল না। কনেষ্টেবল দিগের তাড়নায় কলরব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, শৈল পূর্ব্বমত আবার বলিল, "খুন আমি করিয়াছি, আমার প্রতি ফাঁসি আজ্ঞা হউক।"

জজ সাহেব একাল পর্য্যন্ত অবাক হইয়া একদৃষ্টে শৈলের প্রতি চাহিয়াছিলেন। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে বহুদিবসাবধি বাস করিয়া বিবর্ণা হইয়া গিয়াছিল। জজ সাহেব সেরূপ বর্ণ কখন মনুষ্যের দেখেন নাই। মনুষ্যের এই নূতন বর্ণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। শৈলের পুনরুক্তি শুনিয়া মোকদ্দমার দিকে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

জজ। কে তুমি, তোমার নাম কি?

শৈ। আমার নাম শৈল দেবী।

জজ। যিনি হত হইয়াছেন তিনি তোমার কে ছিলেন?

শৈ। আমার স্বামী ছিলেন।

জজ। তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে?

শৈ। আমি খুন করিয়াছি।

"মিথ্যা কথা। আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি" বলিয়া আর একব্যক্তি জজ সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। তাঁহার গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া, একবাক্য চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের বিনোদ।" আবার বিচার গৃহে মহাকলরব পড়িয়া গেল। কেহ কাহারও নিবারণ শুনে না।

আগন্তুক ব্যক্তির নাম ধাম পরিচয় লইয়া জজ সাহেব মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। এ মিথ্যা মোকদ্দমা কেন উপস্থিত হইল তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। বিলাস বাবুকে খালাস দিবার সময় জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন?"

বি। ফাঁসিতে আমার বড় ভয়।

জজ। তবে কেন খুন করিয়াছি বলিতেছিলে?

বি। তাহা আমি জানি না।

এইরূপ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখেন শৈল সেখানে আর নাই।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে, বিলাস বাবুকে সঙ্গে লইয়া গুবগ্রামবাসীরা অপরাহ্ণে আপনাদিগের গ্রামাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময় মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী বলিল, "বুঝি শৈল আসিতেছে।" সকলেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল সত্যই

দাঁড়াইয়া দেখে শৈল শয়ন করিতেছে। সঙ্গিনী চক্ষের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ?"

শৈ। বেশ আছি।

স। বাতাস দিব?

শৈ। দেও।

সঙ্গিনী নিঃশব্দে বাতাস দিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন সঙ্গিনী পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে মাধবী দেখিলেন শৈলের অবস্থা বড় ভাল নহে। পূর্ব্বরাত্রে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন পরদিবস তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শৈল প্রাতে উঠিয়া অতি নিভৃত স্থানে অন্যমনে বসিয়া আছে। মাধবী তথায় গিয়া দেখিলেন শৈল ডাকিলে উত্তর দেয় না, শব্দ করিলে ফিরিয়া চায় না। সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে পর শৈল একবার মাথা তুলিয়া মাধবীর দিকে চাহিল কিন্তু মাধবীকে চিনিতে পারিল না। পরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল। মাধবী সেদিকে চাহিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অথচ সেইদিকে শৈলের একাগ্রদৃষ্টি রহিয়াছে। ক্ষণেক পরে শৈলের দৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল যাহার প্রতি শৈল চাহিয়া রহিয়াছিল তাহা যেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শৈলের মুখে অল্প ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হইল,ক্রমে সেই চিহ্ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বায়ুর দিকে একস্থানে শৈলের দৃষ্টি স্থির রহিয়াছে কিন্তু শরীরে পলায়নের উদ্যম লক্ষিত হইতেছে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে,শৈল চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। মাধবী "ভয় কি, ভয়

কি," বলিয়া শৈলকে ধরিল। শৈল তখন মাধবীর বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্রন্দনের পর ক্লান্ত হইয়া সেই স্থানে নিদ্রা গেল। কিন্তু নিদ্রায় আবার ভয় পাইয়া উঠিল। এইরূপে কখন চীৎকারে, কখন নিঃশব্দে শৈলের কালাতিপাত হইতে লাগিল।

এক দিন প্রাতে নদীকূলে শৈলের সম্মুখে বসিয়া মাধবী সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন; শৈল নিঃশব্দে তাহা শুনিতেছিল। বাদ্য শেষ হইলে শৈল কথা কহিতে লাগিল। মাধবী বুঝিলেন, সে কথা তাঁহার সহিত নাহে।

কাহারে উদ্দেশ করিয়া শৈল কত সাধিতে লাগিল, শেষ রাগ করিয়া উঠিল, আবার তৎক্ষণাৎ বসিয়া যোড় করে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার ঘাট হইয়াছে, একবার ফিরিয়া চাও, একবার মাত্র, আর আমি কিছুই চাই না। কেন? কি ক্ষতি? তবে আমায় একবার ডাক, শৈল বলে ডাক, আমার নাম শৈল। না, না, আমার নাম শৈল নয়, আমার নাম বিনোদ।" শৈল এই কথা শেষ করিয়া চক্ষে হাত দিয়া নিঃশব্দ হইল। মাধবী এই সময় শৈলের হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং আর কোন কথা না বলিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। শৈল অন্যমনে সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কতক দূর যাইয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ, ঐ সাপ, ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে! আমি ওদিকে আর যাইব না!" এই বলিয়া শৈল পলাইল।

মাধবীর হস্ত হইতে পলাইয়া শৈল রুদ্ধশ্বাসে সুরগ্রামাভি-মুখে ছুটিল। তাহার গতি ও ভঙ্গী দেখিয়া পথে গোবৎসাদি ভয়ে উদ্ধমুখে পিছাইয়া দাঁড়াইল। দুই একটি বলিষ্ঠা গাভী

অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল। শৈল গ্রামে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিলাস বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বিলাসের শয়নঘরে উপস্থিত হইল। বিলাস তৎ-কালে একা অন্যমনে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, হঠাৎ শৈলের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে ছাদে পলাইয়া গেলেন। রাক্ষসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় দৌড়িল। ছাদের অপর দিক্ দিয়া বিলাস বাবু অবতরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইষ্টকের ছেদে ছেদে পদ রাখিয়া নামিতেছিলেন, এই সময় শৈল বলিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ, আবার সেই সাপ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।" অমনি সাপের ভয়ে বিলাস বাবুর পদস্খলন হইল, তিনি পড়িয়া গেলেন। পতন শব্দ শুনিয়া, কি হইল, কি হইল বলিয়া তাঁহার ভগিনী রন্ধনগৃহ হইতে আসিয়া দেখে, বিলাস বাবু একটি গোময় স্তূপের উপর পড়িয়া গিয়াছেন। গোবরের নীচে কতকগুলি ইষ্টক ছিল তদাঘাতে বিলাসের কতকগুলি অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল - বিলাস অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গোবর মাখা মুখখানি চেনা যাইতেছে না—পচা গোবরের দুর্গন্ধে কেহ কাছে আসিতে পারিতেছে না। তাঁহার ভগিনীর চীৎকারে প্রতিবাসিনীরা আসিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিল। শৈল আপনিই ভয় পাইয়া সাপ সাপ বলিয়াছিল, কিন্তু বিলাস বাবুর পতনশব্দে সর্পভয় বিস্মৃত হইয়া ছাদে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। অঙ্গুলি তুলিয়া বিলাস বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চলিয়া গেল। তাহার আগম নির্গম বিলাস বাবুর ভগিনী প্রভৃতি কেহ জানিতে পারিল না। কেবল একটি বালক তাহাকে ছাদে দেখিয়া ভয়ে মাতার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়াছিল। সূক্ষ্ম শরীরের উপর রুক্ষ কেশরাশি নানা

ভঙ্গিতে চারিদিকে পড়িয়া চক্ষু, মুখ, বাহুমূল পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছিল। বালক মনে করিল, এই প্রেতিনী হইবে। গৃহবাসিনীদিগের আর্ত্তনাদে পাড়ার বিজ্ঞ পুরুষেরাও ক্রমে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিলাস বাবু কিরূপে পড়িয়া গেলেন, দেখিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অল্পবয়স্কেরা ছাদে উঠিলেন। এই সময় কাকেরা মহা কোলাহল করিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর অগ্রগাছে বসিতেছিল। বিনোদ বাবুর গৃহহইতে একটি পেচক উড়িবায় কাকেরা চীৎকার করিতেছিল। বিনোদ বাবুর বাটী শূন্য পড়িয়া আছে, বহির্দ্বারে লতা উঠিয়াছে, রন্ধনশালা পড়িয়া গিয়াছে, তথায় শৃগালেরা বাস করিতেছে। উঠানের সর্ব্বত্র দীর্ঘ তৃণাদিতে ব্যাপিয়াছে, কেবল বিনোদের নিমিত্ত বিলাস বাবু যে গর্ত্ত কাটিয়াছিলেন, তাহাই পরিষ্কার রহিয়াছে, তথায় একটি তৃণও জন্মে নাই।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুবগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শৈল অতি ধীরে ধীরে কুটীরাভিমুখে আসিতেছিল, পথিমধ্যে দৈতর মার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাক্ষাৎ মাত্রেই শৈল বলিল, "দৈতর মা! বেলা যে অনেক হইয়াছে, এখনও উনানে আগুন দিলি না, তিনি যে এখনই আহার করিবেন।" দৈতর মা পূর্ব্ব অভ্যাসাধীন উত্তর দিল, "এই যাই" কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া শৈলের প্রতি চাহিয়া রহিল। শৈল পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল; দৈতর মার প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করিল না। দৈতর মা যে কি উত্তর দিল, হয় ত তাহা শৈলের কর্ণে প্রবেশও করে নাই।

দৈতর মার সহিত সাক্ষাতের পর শৈল কতক দূর গিয়া মুখ

আবরণ করিল। নববধূর ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া চলিতেছিল, এমত সময় পথে মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাধবী কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা না করিয়া, শৈলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শৈল বলিল, "আমার বেশ ভূষা করিয়া দেও, তিনি আমায় ডেকেছেন!" "দিই" বলিয়া মাধবী বাতাস করিতে লাগিলেন। শৈল কতকটা শ্রান্ত হইয়াছিল, অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রা গেল।

নিদ্রাভঙ্গ হইল। আহারাদির পর মাধবী বলিলেন, "আয় দিদি, তোর চুল বেঁধে দিই—ভাল করে বেশভূষা করিয়া দিই।" শৈল বলিল "কেন?" মাধবী বলিলেন, "এই যে তখন তুমি বেশভূষা করে দিতে বলিতেছিলে, তোমায় যে তিনি ডেকেছেন।" শৈলের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। মাধবী কেশবিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শৈলকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গীত গাইতে লাগিলেন। মাধবী দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গীতে শৈল অনেক সময় কতকটা বশতাপন্ন হয়। তাহাই মনে করিয়া গাইতে লাগিলেন। বেশবিন্যাস শেষ হইলে শৈল বলিল, "দিদি আমার হাতের গহনা কই? হাতে চুড কি বালা না পরিলে তিনি আমায় সুন্দরী বলিবেন না।" মাধবী কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় শৈল আপন পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে ছিন্ন করিয়া বলিল, "দিদি এই সকল গহনা আমার হাতে পরাইয়া দাও।" মাধবীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তাহা কষ্টে সম্বরণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি একে একে শৈলের হাতে বাঁধিয়া দিলেন। শৈল হস্ত ফিরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল, "বেশ হইয়াছে, এখন তবে যাই।" দুই চারি পদ গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "কই, আমার চুলে ফুল কই?" নিকটে কৃষ্ণকেলি

ফুটিয়াছিল, মাধবী তাহাই দুই চারিটি শৈলের কেশে পরাইয়া দিয়া, আদরে শৈলের মুখচুম্বন করিলেন। অনেক সময় সামান্য বিষয়ের ফল অতি গুরুতর দাঁড়ায়, অতি সামান্য কথায় লোকের জীবনস্রোত একেবারে ফিরিয়া যায়। মাধবীর আদরে কিছুই বিশেষ চমৎকারিত্ব ছিল না, কিন্তু তাহার ফল চমৎকার হইল। শৈল যেন হঠাৎ মাধবীর আদর বুঝিতে পারিল, তাহার নাসাগ্র দুই একবার কাঁপিয়া উঠিল। শেষে মাধবীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া শৈল কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদিলে পর মাধবী বলিলেন, "কেন দিদি কাঁদ?" তখন শৈল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মাধবীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া, তাঁহার মুখ-প্রতি অতি কাতরভাবে একবার চাহিল। মাধবী সে মৃদু, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময়াপন্না হইলেন। শৈল পাষাণী, এরূপ মোহিনী দৃষ্টি কোথা পাইল। শৈল উন্মাদিনী—তাহার দৃষ্টি সতত বিচলিত, ভ্রান্ত—সে এ নবপ্রসূতীর কোমল দৃষ্টি কোথা পাইল। শৈল কি তবে আর উন্মাদিনী নাই? এই সকল কথা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মাধবী ভাবিতেছিলেন, শৈল এই অবকাশে চলিয়া গেল। অতি গম্ভীরভাবে জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে সুবর্ণপুর গ্রামাভিমুখে যাইতে লাগিল। মাধবী একবার মনে করিলেন শৈলকে ফিরাই, আবার ভাবিলেন, পশ্চাৎ হইতে ডাকা ভাল নহে। কি জানি যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে, শৈলের অমঙ্গল পদে পদে! অতএব শৈলকে না ডাকিয়া অলক্ষ্যে মাধবী তাহার অনুসরণ করিলেন।

অপরাহ্নে পশ্চিম দিকে গাঢ় মেঘাড়ম্বর হইতেছিল। শীঘ্র ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, মাধবী শৈলকে নিকটে কোথাও আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিবেন মনে করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন এমত সময় শৈল একটি ঘাটে গিয়া বসিল।

মাধবী আর নিকটে না গিয়া নদীকূলে একটি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শৈলকে ভুলিয়া একদৃষ্টে মেঘের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে মধ্যাহ্নকালে সকলেই কাতর ছিল। সামান্য মেঘ আসিয়া সেই সময় ছায়াদান করায় সকলেই একপ্রকার চরিতার্থ হইল। পরে সেই সামান্য মেঘ ক্রমে গাঢ় হইয়া পশ্চিমদিক ব্যাপিতে আরম্ভ করিলে, আনন্দের আর সীমা রহিল না; কিন্তু প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই আনন্দের চাঞ্চল্য স্তিমিত হইতে লাগিল। বায়ু ক্রমে মন্দীভূত হইল, মেঘ অতি গম্ভীর হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্র যেন স্পন্দনরহিত হইল। মেঘ আরও গম্ভীর হইতে লাগিল। বর্ণ আরও গাঢ় হইতে লাগিল। শেষে মেঘের বর্ণে বৃক্ষ ও প্রান্তরের শ্যামল শোভা যেন একেবারে ফুটিয়া উঠিল। মাধবী ভাবিলেন পৃথিবীর এ কোমল শ্যামল শোভা কোথা ছিল। প্রান্তরহইতে একে একে বক উড়িতে লাগিল, সেই গভীর মেঘের কোলে তাহাদের অমল শ্বেত শোভা দেখিয়া মাধবী আরও মোহিত হইলেন, সুখে উন্মত্ত হইয়া গাইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া শৈলের দিকে চাহিলেন। শৈল তাঁহার গীতালাপ শুনে নাই, কেবল একাগ্রচিত্তে মেঘের দিকে চাহিয়া বসিয়াছে। মাধবী ধীরে ধীরে শৈলের নিকটে গিয়া বসিলেন। শৈল তখন আদরে মাধবীর একটি হস্ত আপনার ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "দিদি আজ আমার ফুলশয্যা।" মাধবী উত্তর করিলেন, "তবে আর এখানে কেন? চল তাহার কাছে যাই।" শৈল বলিল "না, এখনও তিনি আমায় ডাকেন নাই।"

এতক্ষণ প্রকৃতি যেন মেঘের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল

মেঘ কখন বর্ষিবে, কখন ডাকিবে। অকস্মাৎ মেঘ অতি বিকট শব্দ করিয়া উঠিল; শব্দে প্রকৃতি শিহরিল। শৈল আহ্লাদে হইয়া বলিল, "দিদি ঐ তিনি আমায় ডাকছেন।" এই বলিতে বলিতে অগ্নিস্রোত আকাশ পৃথিবী ব্যাপিয়া ঝলসিল। অশনিপাত শব্দে শৈল বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ আবার আমায় ডাকিতেছেন, আর আমার থাকা হইল না।" এই বলিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে শৈল নদীতে নামিল। আবক্ষ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জন করিয়া একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তুলিয়া মাথা হেলাইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। আবার আকাশ মর্ত্ত ভেদ করিয়া শব্দ হইল। তাহার পর মাধবী চাহিয়া দেখিলেন, শৈল নদীতে নাই। "কি হইল কি হইল" বলিয়া মাধবী চীৎকার করিতে করিতে জলে পড়িলেন। শৈল যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে জল তখনও উছলিতেছে। মাধবী চীৎকার করিয়া শৈলকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার মেঘগর্জ্জনে মিশাইয়া গেল। মাধবী কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামমধ্যে লোক ডাকিতে গেলেন। অনেকে আসিল, অনেকে ডুব দিল, উঠিল, আবার ডুব দিল, আবার উঠিল, কিন্তু শৈলের অনুসন্ধান হইল না। ঝড় বৃষ্টির পর মাধবী দেখিলেন, শৈলের মাথায় যে কৃষ্ণবেণী পরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার দুই একটী ঘাটের নিকট ভাসিতেছে। বিপাকে পড়িয়া স্রোতের সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে নাই।

শৈলের মৃত্যুসমাচার গুরগ্রামে রাষ্ট্র হইলে পর আর এই ঘাটে কেহ কখন অবতরণ করে নাই। কথিত আছে একবার রামদাস সন্ন্যাসী অবগাহন করিতে নামিয়াছিল। কিন্তু জলে একটি সর্প দেখিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। ঘাটের নিকটে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল; কোন কারণে বৃক্ষটি শুকাইয়া গিয়াছিল

কিন্তু লোকে তাহাতে নানা কথা বটাইয়াছিল। পরে "অভাগী ঘাট" নামে এই ঘাট গ্রামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

সমাপ্ত।